ক্যাপ্টেন রাজ ৪

BANGLAPDF EXCLUSIVE

রক্ত! রক্ত! রক্ত!

রমাকর

বাংলাপিডিএফ
রনি

অপরিনত পাপ-খ্যাত শেখ আব্দুল হাকিম-
এর দ্বিতীয় তুখোড় উপন্যাস—
'শরীর মন ভালোবাসা'

কয়েকটি সংলাপঃ—

'আমি নিজের খুশীমতো উপভোগ করব আমার যৌনতাকে। যৌবনকে। আমার প্রবণতাগত ইচ্ছাকে চরিতার্থ করব। নিজের লোভ মেটাব। এই ইচ্ছা ছিল আমার।

আমার আঠার বছর বয়সের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার জন্যে আমি কি অপরাধী? অপরাধ-বোধ আমার ছিল তখন।'

'না! আমি না মারলে, না মরলে তোমার মৃত্যু নেই—এই আমার ভালবাসা।'

বের হয়েছে—বের হয়েছে—বের হয়েছে

মূল্য ঃ দুই টাকা পঁচিশ পয়সা মাত্র

ক্যাপ্টেন রাজ সিরিজ—৪

রক্ত ! রক্ত !! রক্ত !!!

রনি
@roni060007

রত্নাকর

: পরিবেশনায় :

ক্রাউন বুক ষ্টল
জি পি ও বক্স নং ৩০৬
১১, কাজী আলাউদ্দিন রোড
ঢাকা—২

ঃ প্রকাশক
শামসুল আলম
ক্রাউন প্রকাশনী
সিংহের গাঁও
কুমিল্লা

ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ঃ

প্রথম সংস্করন—এপ্রিল, ১৯৬৯

ঃ মুদ্রণে ঃ
হাফিজুর রহমান
হামিমা প্রেস
৪৯, নবেন্দ্র বসাক লেন,
ঢাকা—১
ফোন নম্বর ঃ ৮১০৯২

দাম ঃ [redacted] টাকা মাত্র

এই উপন্যাসের চরিত্র বা ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাস্তবের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত।

এজেন্সির জন্য যোগাযোগ করুন

ক্রাউন বুক ষ্টল
জি পি ও বক্স নং ৩০৬
ঢাকা—২

এক

নভেম্বরের সকাল।

মেঘমুক্ত আকাশ। রোদের আলোতে ঝলমল করছে চারিদিক।

সদ্য কেনা একটা কনভার্টিবল কনটেসা গাড়ীতে চড়ে রওয়ানা হয়েছিল রাজ টার্গেট প্রাকটিশ রেঞ্জ অভিমুখে।

তোপখানা রোড ধরে এগোচ্ছিল রাজ। পিছনের সিটে হান্টার।

তেমন কোনো তাড়া নেই আজ রাজের। মাস তিনেক হলো কোনো মিশনে অংশগ্রহণ করার জন্য ডাক পড়েনি তার।

স্পিডোমিটারের কাঁটা ত্রিশের ওপরে ওঠেনি। ধীরে-সুস্থে গাড়ী চালাচ্ছে সে।

তোপখানা রোডের তেমুখো ডাইভারশনের কাছে পৌছে ব্রেক প্যাডেলে পা চেপে ষ্টিয়ারিং হুইলটা ডান দিকে মোচড় দিল রাজ।

সামনের চাকা দুটো বেঁকে গেল ডান দিকে। সে যাবে

শান্তিনগর অভিমুখে।

এমন সময় তীব্র তীক্ষ্ণ একটা হর্ণের আওয়াজ কানে এসে বাজল তার। সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে তাকাল রাজ গাড়ীর রিয়ার ভিউ মিররের পানে।

সিঁদুর লাল একটা শেভ্রোলে সমস্ত নিয়মকানুন ভেঙ্গে-চুরে তার ডান পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সাঁ করে।

বিপদের সম্ভাবনা দেখে আগেই ব্রেক প্যাডেলে চাপ না দিলে চুরমার হয়ে যেত রাজের গাড়ীটা।

গাড়ীটা তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতেই রাজ তৈরী হচ্ছিল ফলো করবার জন্য। কিন্তু তার আগেই আর একটা ভোলবো কার তার সামনের বাম্পারে ধাক্কা দিয়ে ছুটল সামনের গাড়ীটার পিছনে।

স্পষ্ট বুঝতে পারল রাজ ব্যাপারটা।

সামনের কারটাকে ফলো করছে পিছনের গাড়ীটা।

ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল রাজ সংগে সংগে। চুলোয় যাক টার্গেট প্রাকটিস। এই ব্যাপারটার বিহিত করতেই হবে।

দিনদুপুরে শহর রাজধানীতে কে কার পিছু নিল?

নড়ে চড়ে বসল রাজ ড্রাইভিং সিটে।

চল্লিশ!

পঞ্চাশ!

ষাট!

স্পিডোমিটারের কাঁটা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করছে।

চলন্ত ছবির মত চোখের সুমুখ দিয়ে একে একে দ্রুত

বিলীন হয়ে গেলো রমনা রেসকোর্স, ঢাকা ক্লাব, হোটেল শাহবাগ।

দেখা পাওয়া গেল না তবু ওদের।

না শেভ্রোলে না ভোলবো—দুটো গাড়ীর একটাও চোখে পড়ল না রাজের। তবু নিরস্ত হলো না রাজ।

দুটি চোখ রাস্তার ওপর মেলে রেখে একসিলিটারে চাপ দিতে লাগল সজোরে।

ওই যে!

তেঁজগা রেলক্রসিং পেরুতে পিছনের ভোলবোটাকে দেখতে পেল রাজ।

নতুন উদ্যমে গাড়ী ছোটাল রাজ।

আর গজ পঞ্চাশেক দূরে আছে গাড়ীটা। দুজন লোক বসে আছে গাড়ীর ভিতর। একজন চালাচ্ছে আর একজন বসে আছে তারই পাশে।

ট্রাফিক সিগন্যাল পেরিয়ে গেল গাড়ীটা! মোড় নিচ্ছে সেকেণ্ড ক্যাপিটলের দিকে।

হঠাৎ বদলে গেল ট্রাফিক সিগন্যালের আলোটা। হলুদ —পরমুহূর্তেই লাল।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ব্রেক কষল রাজ।

হাত ছাড়া হয়ে গেল বুঝি শয়তানগুলো।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর নীল আলো জ্বলে উঠতে আবার ছুটল রাজ। দেরী হয়ে গেছে। কমসে কম দু'মাইল পিছনে পড়ে গেছে সে।

তবু হাল ছাড়লে চলবে না।

চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল রাজের। এর শেষ কোথায় না দেখা পর্যন্ত নিরস্ত হবে না সে।

মীরপুর রোডে এসে পড়ল রাজ মিনিটখানেকের মধ্যেই। সাঁ সাঁ করে একে একে পেরিয়ে এল আইয়ুব গেট, রেসিডেন-সিয়াল মডেল স্কুল এবং কল্যাণপুর বাস ডিপো। মীরপুর গাবতলির হাট অতিক্রম করার পর ভোলবো কারটা আবার দেখতে পেল রাজ। ব্রিজের ওপর উঠে গেছে গাড়ীটা।

শেভ্রোলেটা গেল কোথায় ?

আর কসেকেণ্ড পরই উত্তর পেল রাজ তার প্রশ্নের।

ব্রিজের নীচে রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে প্রায় বিশ গজ। সিঁদুর লাল শেভ্রোলেটা পড়ে আছে সেখানে।

ব্রেক কষল রাজ কোনো দ্বিধা না করে। হ্যাণ্ডব্রেকটাও তুলে দিল ক্ষিপ্র হস্তে। তারপর ঝটিতি দরজা খুলে নেমে পড়ল গাড়ী থেকে।

ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য রাস্তার ঢালু কিনারায় ইট বিছিয়ে লোহার জাল পেতে রাখা হয়েছে।

নেমে গেল রাজ নীচে সাবধানে পা ফেলে ফেলে।

ইতিমধ্যে আশপাশ থেকেও লোকজন ছুটে এসে ভীড় জমাতে শুরু করেছে গাড়ীটার চারপাশে। ছোটোখাটো একটা জনতার জটলা।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল রাজ। কেউ না কেউ গাড়ীতে ছিল নিশ্চয়ই।

কে সে ?

কি তার পরিচয় ?

বেঁচে আছে না মরে গেছে ?

ফলো করছিল কেন ভোলবো কারটা গাড়ীটাকে ?

কাছিমের মত উল্টে পড়ে আছে গাড়ীটা। পেছনের চাকা দুটো ঘুরছে এখনও। পেট্রোলট্যাঙ্ক বার্স্ট করেনি বলে আগুন ধরেনি।

'আপনারা আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

রাজ বলল জনতার উদ্দেশ্যে।

জোয়ান-মদ্দ চেহারার দু'তিনজন এগিয়ে এল রাজের আহ্বানে। ওদের সাহায্যে গাড়ীটাকে সিধা করল রাজ।

এমন সময় বিভৎস একটা দৃশ্য চোখে পড়ল।

ধাক্কার চোটে গাড়ীর ষ্টিয়ারিং হুইলের হুইলটা খুলে গেছে। একটি যুবতী, মুখ দেখা যাচ্ছে না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বলে, গেঁথে আছে ষ্টিয়ারিং হুইলের রডটার সাথে। যুবতীর সাদা শাড়ী, নীল ব্লাউজ ভেসে গেছে রক্তে। রক্তে ভরে গেছে গাড়ীর ভিতরটাও।

রাজ বুঝতে পারল এ্যাকসিডেন্টটা ঘটার সাথে সাথেই মারা গেছে মেয়েটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই।

কাউকে কিছু না বলে উঠে এল রাজ রাস্তার উপরে। গাড়ীর ভিতরে ঢুকে ওয়ারলেস কোডে খবর পাঠিয়ে দিল। যথাসময়ে পুলিশের কানেও পৌছে যাবে এ্যাকসিডেন্টের খবরটা। তারপর তারা যা হয় একটা কিছু বিহিত করবে। এ

ব্যাপারে তার আর কিছুই করার নেই।

বাকি রইলো শুধু ভোলবো কারটার অনুসন্ধান।

ওই গাড়ীটার সঙ্গে এই এ্যাকসিডেন্টের পরোক্ষ একটা সম্পর্ক আছে।

কী সেটা?

হাণ্টার দেখছিল নীরব চোখে রাজের কার্য্যকলাপ। হাত বাড়িয়ে রাজ পিছনের সিট থেকে তাকে সামনে তুলে আনল।

'আমরা এখন একটা বদমাশ গাড়ীকে পাকড়াও করতে যাচ্ছি' রাজ বলল হাণ্টারের পানে তাকিয়ে, 'চোখ-কান একটু খোলা রাখতে হবে এখন থেকে আমাদের।'

হাণ্টার কী বুঝলো সেই জানে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে রাজের পানে ক'মুহূর্ত। তারপর পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে লম্বা গলাটা বাড়িয়ে দিল বাইরে।

গাড়ী ছেড়ে দিল রাজ।

কংক্রিটের তৈরী পাকা রাস্তা। গাড়ীঘোড়ার ভীড়ও নেই তেমন। একমিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে গাড়ীটা আবার চলতে শুরু করল ষাট মাইল স্পীডে।

ভোলবো কারটার সন্ধান তাকে পেতেই হবে যেমন করে হোক।

দুই

সুমুখের রাস্তার উপর দুটি চোখ রেখে গাড়ী চালাচ্ছিল রাজ। হাণ্টার বসে আছে তার পাশে। বাম দিকের রাস্তা আর রাস্তার নীচে খেত, জঙ্গল এবং ছোট ছোট বস্তির মত জায়গাগুলোর উপর নজর রেখেছে সে।

রাস্তার নীচেই চষা মাঠ। চাষ-বাসের কাজ বন্ধ আছে এখন। মাটি কাটা হচ্ছে। সেই মাটি ট্রাকে ভরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শহরের পানে। নীচু জায়গা ভরাট করার জন্য এই মাটি কাজে লাগান হয়।

সাত টনের ভারি ট্রাকগুলো রাস্তার ঢাল বেয়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে। এক, দুই, তিন, চার—অগুণতি ট্রাক। যাচ্ছে আর আসছে। বিরাম নেই কোনো।

মিনিটখানেক চলার পর এদের আর দেখতে পেল না রাজ। আবার ধূ ধূ মাঠ, ছোটো-খাটো বসতি, আর বুনো জঙ্গল চোখে পড়তে লাগল তার।

ভোলবো কারের ভ-ও নেই কোথাও।

'ঘেউ !'

হঠাৎ হাণ্টারের হাঁক শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রাজ।

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা দৃশ্য চোখে পড়তে চমকে উঠল সে।

মাঠের মাঝখানে—ছোটোখাটো একটা জঙ্গলের আড়ালে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ভোলবো কারটা।

আর দেরী নয়।

গতি কমিয়ে গাড়ীটাকে রাস্তার নীচে মাঠের মধ্যে নামিয়ে দিল রাজ।

অনুসরণ ব্যর্থ হয়নি তার।

এরড়ো-খেবড়ো অসমতল জমির উপর দিয়ে বেগে গাড়ী ছোটাবার উপায় নেই। তবু যথাসাধ্য দ্রুত এগোতে লাগল রাজ।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে জঙ্গলটা। জঙ্গলটার পাশ দিয়ে যেতে হবে।

বাম দিকে মোচড় দিয়ে জঙ্গলটাকে পাশ কাটিয়ে এগোতে থাকল রাজ।

ফাঁকা জায়গা খানিকটা। কেউ কোথাও নেই। এক-সিলেটরে আর একটু জোরে চাপ দিল রাজ। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল চারপাশে।

কেউ নেই—কিছু নেই !

মাইল দুয়েক দূরে একটা নদী বয়ে চলেছে। নদীর উপর ভাসমান নৌকোগুলোর পাল দেখা যাচ্ছে। আরও দূরে কার-

খানার চিমনির ধোঁয়া উড়ছে।

গেল কোথায় আবার কারটা ?

গাড়ী থেকে নেমে এল রাজ। হাণ্টারও নেমে পড়ল।

এখানে নিশ্চয়ই কোনো গুপ্ত-নিবাস আছে মাটির তলায়, রাজ ভাবল। না হলে অত বড় গাড়ীটা কোথায় গায়েব হয়ে গেল ?

ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল রাজ জমিটা।

একমিনিট—দুইমিনিট—তিনমিনিট।

গুপ্ত-নিবাসের চাবিকাঠির সন্ধান পেল না রাজ। হাণ্টারও বুঝতে পেরেছে তার প্রভুর উদ্দেশ্য। সে-ও ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে মাঠময়।

এমন সময় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গুলির আওয়াজ ভেসে এল একটা।

চমকে ঘুরে তাকাল রাজ। তার আগে বেলি-হোলষ্ট্যার থেকে পয়েণ্ট টুয়েন্টি টু ম্যাগনাম রিভলভারটা বের করে এনেছিল সে।

গুলি ছুঁড়ল কে ?

জংগলের পানে তাকাল রাজ।

আর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ের উপর কে যেন আঘাত করল সজোরে। ঘুরে পড়ে যেতে যেতে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিল রাজ। রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেল তার হাত থেকে।

মুখোমুখী দাঁড়াল এবার রাজ আক্রমণকারীর।

প্রায় ছ'ফুট লম্বা লোকটা। লম্বাটে মুখের চেহারা। কদম ছাঁট চুল। কান নেই একটা। হাতের কনুই ভাঁজ করে এগিয়ে আসছে তার পানে।

এক ঘায়েই ঘায়েল করতে চায় তাকে বদমাসটা।

কিন্তু সুযোগ দিল না রাজ।

মুখ দিয়ে গরগর আওয়াজ তুলে সামনে এগোতেই বাম পাশে সরে দাঁড়িয়ে ডান পা-টা ছুঁড়ে মারল সে লোকটার তলপেট লক্ষ্য করে।

অব্যর্থ ফ্লায়িং কিক্। ঠিক মতো লাগলে উঠে পানি খেতে হবে না আর বাছাধনকে।

কিন্তু কিছুই হলো না লোকটার।

হাক করে একদলা থুথু ছিটিয়ে ছুটে এল সে রাজের পানে।

ভয়ই পেল রাজ।

লোহা দিয়ে তৈরী মনে হচ্ছে লোকটার শরীর।

এখন উপায় ?

এগিয়ে আসছে লোকটা। পিছু হটছে রাজ। হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে হোঁচট খেল সে একটা। সংগে সংগে চোয়ালের ডানপাশে দেড়মণি একটা ঘুষি এসে পড়ল তার।

চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল রাজ।

চিত্ হয়ে পড়ে গেল সে। আর সংগে সংগে লোকটা তার বুকের উপর একটা পা তুলে দাঁড়াল বিজয়ীর ভংগীতে।

ঝিম ধরা ভাবটা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। হা হা হাসির হর্‌রা বাজছে তার কানে। হাসছে লোকটা। বিজয়ীর হাসি।

এই সুযোগ, রাজ ভাবল। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

একটা প্যাঁচ। লেগ টুইষ্ট।

দুহাতে বুকের উপর দাবিয়ে রাখা পা-টা বিদ্যুৎগতিতে একটা মোচড় দিল রাজ প্রানপণে।

চিৎকার করে উঠল লোকটা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে।

ছাড়ল না রাজ। খুন চেপে গেছে তার মাথায়। আরও একটা মোচড় দিল সে। আবার কাতরে উঠল লোকটা। আবার। আবার। মট্ করে আওয়াজ হলো একটা।

ছেড়ে দিল এবার রাজ। কাটা গরুর মত কাত-রাতে লাগল লোকটা। ডান পা-টা জন্মের মত নষ্ট হয়ে গেছে তার।

ঘামে ভিজে গেছে সর্বশরীর। টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিতে লাগল রাজ। এগিয়ে গেল সে লোকটার পানে। ওর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে জ্ঞাতব্য সবকিছু।

'ঘেউ—ঘেউ ঘেউ ঘেউ !'

হাণ্টারের আর্ত চিৎকার শুনে চমকে দাঁড়াল রাজ।

তাই ত ! কি হলো হাণ্টারের ?

এগিয়ে গেল রাজ সুমুখপানে রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে।

'ওটা ফেলে দিন, জনাব !'

'কে ?'

ঘুরে দাঁড়াল রাজ। আর সংগে সংগে চোখ দুটি আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার।

একজন নয়, দুজন নয়—আটজন লোক হাল্কা মেশিনগান নিয়ে চারপাশ থেকে ঘিরে আছে তাকে। যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে লোকগুলো মুহূর্তের নোটিশে। লোহার একটা জালের ভিতর বন্দী করে ফেলেছে ওরা হাণ্টারকে। ওর আর্ত চিৎকারের কারণটা এখন বুঝতে পারল রাজ। বেচারী!

'দুবার আদেশ দিই না আমি,' মেশিনগানধারীদের একজন বলে উঠল, 'চিন্তা ভাবনা করার অনেক সময় পাবেন। আপাতত ওই যন্তরটা ফেলে দিয়ে আমাদের সংগে চলুন।'

রাজ তাকাল লোকটার পানে। খাপখোলা তলোয়ারের মত ধারাল চেহারা লোকটার। শান্ত কঠিন দৃষ্টি। কোনো বাচালতা করলে রেহাই দেবে না।

উপায় নেই আর, কোনো উপায় নেই, ভাবল রাজ। সামান্য একটা রিভলভার সম্বল করে এদের সংগে পাল্লা দিতে যাওয়া চরম নির্বুদ্ধিতা হবে। লাভের মধ্যে প্রাণটাই যাবে শুধু। আর কোনো কাজ হবে না।

রিভলভারটা ফেলে দিল রাজ।

আটজন লোক আরও খানিক সরে এল।

'হাঁটতে থাকুন সুমুখ পানে।'

আগের লোকটা নির্দেশ দিল আবার।

প্রতিবাদ না করে হাঁটতে লাগল রাজ সুমুখপানে। সুমুখে

জঙ্গল।

কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতে হলো না তাকে।

তার আগেই সামনে একটা সুড়ঙ্গ চোখে পড়ল তার। পিছন থেকে গোপন লেভার টেনে ধরেছে কেউ। মাটির একটা চাঙ সরে গেছে এক পাশে। সৃষ্টি হয়েছে একটা সুড়ঙ্গের। কংক্রিটের একটা সিড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে সুড়ঙ্গের ভিতরে।

নামতে লাগল রাজ সিড়ি ভেঙে নীচের পানে।

দুম্! পেট্রোল ট্যাঙ্ক বার্স্ট হওয়ার অওয়াজ।

হঠাৎ শব্দটা কানে বাজতে পিছন ফিরে তাকাল রাজ।

তার গাড়ীটা জ্বলছে দাউ দাউ করে। ফিরে যাবার উপায় রইলো না আর কোনো। ওয়ায়ের লেসে মেসেজও পাঠাতে পারবে না আর সাহায্যের আবেদন জানিয়ে।

'নামতে থাকুন।'

পিঠের শিরদাঁড়ায় খোঁচা পড়ল একটা।

প্রতিবাদ করল না রাজ কোনো। নামতে লাগল এক এক করে সিড়ি ভেঙে।

তার মনে শুধু একটা চিন্তা : গাড়ীটা জ্বালিয়ে দেবার আগে ওরা ভিতরকার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখেনি তো? দেখে থাকলে রেহাই পাবে না সে। গাড়ীতে ওয়ায়ের লেস মেশিন, লাউড স্পিকার, ডিক্টেশন মেশিন—ইত্যাদি আছে। কোনো সাধারণ মানুষের গাড়ীতে এত যন্ত্রপাতি থাকে না। এগুলোর অস্তিত্ব যদি ওরা টের পেয়ে থাকে তাহলে রেহাই পাবে না সে কোনোমতেই। মরতে হবে তাকে।

তিন

গুণে গুণে বাইশটা ধাপ অতিক্রম করার পর সুড়ঙ্গের নীচে একটি সমতল জায়গায় পৌছল রাজ। কংক্রিটের ফ্লোর। মাথার উপরে কংক্রিটের সিলিং। সিলিং-এ শেডবিহীন বাল্ব জ্বলছে লো পাওয়ারের। গোলাকার ঘরের একপাশে ইস্পাতের পাতের তৈরী একটি দরজা।

সিড়ির নীচে দাঁড়িয়ে এইসব দেখছিল রাজ। এমন সময় ঘরটা আরও অন্ধকার এবং আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখে বুঝল বাইরে যাবার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হলো। সুইচটা সিড়ির আশেপাশেই কোথাও আছে।

এমন সময় ধারাল চেহারার লোকটা রাজকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সুমুখ পানে। দাঁড়াল গিয়ে ইস্পাতের ভারী দরজার সুমুখে।

রাজের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। হাত দুটি নড়ছে তার। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে দরজাটা খুলছে সে। কি ভাবে খুলছে সেটা রাজকে জানতে দিতে চায় না বলেই

আড়াল করে দাঁড়িয়েছে।

এগিয়ে গেল রাজ দরজাটার দিকে। উদ্দেশ্য, ফাঁকতালে দরজাটা খোলবার চাবিকাঠি জেনে নেওয়া। কিন্তু তার আগেই দরজার ভারী পাল্লা দুটো খুলে গেল। রাজের চালাকীটা কোনো কাজে লাগল না।

লোকটা এবার পিছন ফিরে রাজকে ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলল।

সরু একটা গলিপথ। এঁকেবেঁকে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে বোঝবার উপায় নেই কোনো। কারও মুখে কোনো কথা নেই। শুধু ন'জোড়া বুটের সাট্ সাট্ আওয়াজ।

চিন্তা চলছিল রাজের মাথায়।

এরা কারা ?

কি কাজ এদের ?

দলপতি আছে কেউ ?

কে সে ?

রনি
@roni060007

অপরাধী নিশ্চয়ই, কিন্তু কোন জাতীয় ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত এরা ?

আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে ?

মেরে ফেলবে ? অথবা, মারার আগে পরিচয় ইত্যাদি জানবার চেষ্টা করবে।

তার আসল পরিচয় কী এরা জানে ? হান্টারের ?

চিন্তা করে কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পেল না রাজ। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ—রাজ মনে মনে বলল। দেখাই

যাক না শেষ পর্যন্ত কী হয়। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। ভীতুর মত মরার আগেই ভুত হয়ে যাই কেন ?

এ গলি ও গলি ঘুরে প্রায় মিনিট সাতেক পর ওরা আর একটা দরজার সুমুখে এসে দাঁড়াল। দরজার পাল্লা দুটো খোলা। পর্দা ঝুলছে একটা সামনে। রাজকে দাঁড় করিয়ে রেখে পরদা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল সেই ধারাল চেহারার লোকটা। ফিরে এল দশ সেকেণ্ড পর। রাজের পানে তাকিয়ে বলল, 'ভিতরে যান আপনি।'

তাকাল রাজ একবার লোকটার মুখের পানে। ভাবলেশ-হীন। বোঝবার উপায় নেই কিছুই। ঢুকে পড়ল সে পরদা ঠেলে ঘরের ভিতরে। ওকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছিল যারা তারা বাইরেই রয়ে গেল।

এ ঘরটাও গোলাকার। তবে, সিলিং এ কংক্রিটের উপর কাঠের প্যানেলিং করা। দেয়ালগুলোতেও তাই। মিল্ক হোয়াইট ফ্লুরোসেন্ট টিউব জ্বলছে তিনটে ঘরটার ভিতরে।

আসবাব-পত্র বলতে ষ্টিলের তৈরী ছাই রংয়ের একটা টেবিল, একটি সার্কুলার কৌচ, একটি স্যুইভেল চেয়ার আর টেবিলের সামনে তিনটি লোহার চেয়ার রাখা।

ঘরে কেউ ছিলনা বলে ঘুরে ঘুরে এ সবই দেখছিল রাজ। কোনো গোপন যন্ত্রপাতি আছে কিনা তা ও খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিল অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে।

'পা দুটোকে আর কত কষ্ট দেবেন—বসে পড়ুন একটা চেয়ারে।' চমকে ঘুরে দাঁড়াল রাজ।

একটি মেয়ে। যুবতী। এক্স মার্কা চেহারা। গোলাপী রঙ। কাজল-ভ্রমর চোখ। হাসছে মিটিমিটি তার পানে তাকিয়ে কোমরে এক হাত রেখে।

পাঁচ সেকেণ্ড লাগল রাজের ঘোরটা কাটতে।

'কে তুমি ?'

অবিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রাজ।

'আমি পরী, তুমি ?'

'আমি জ্বীন !'

'সত্যি !' হাসল মেয়েটি, গালে টোল পড়ল তার, 'যাক, ভালই হলো তাহলে। এতদিনে উপযুক্ত সঙ্গী পেলাম আমি একজন।' চুপা এগিয়ে এসে রাজের একটা হাত ধরল মেয়েটি। 'তোমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিতে চাই !' গম্ভীর শোনাল তার গলা, 'বসের সামনে মিথ্যা কথা বলো না। লোকমান হাকিম বড় সাংঘাতিক লোক। যে কথা জিজ্ঞেস করে তার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। তোমার উপর আমার কেমন যেন দুর্বলতা জন্মে গেছে, তাই আগে থাকতে সাবধান করে দিচ্ছি। বুঝেছ তো আমার কথা ?'

মাথা নাড়ল রাজ কোনো কথা না বলে। তার অনুমান ঠিক। সে ভেবেছিল এই মেয়েটিই বুঝি দলের নেত্রী। তা নয়। আসল লোক লোকমান হাকিম। কিন্তু নাম কি মেয়েটির ?

'নাম কী তোমার ?'

জিজ্ঞেস করল রাজ মেয়েটির মুখের পানে তাকিয়ে।

'ওর নাম ফউজিয়া।'

পুরুষ কণ্ঠের ভারী আওয়াজ শুনে তাকাল রাজ দরজার পানে।

কমসে কম ছ'ফুট লম্বা হবে লোকটা। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। পরনে জরির নক্সা কাটা জাফরানী রংয়ের আলখাল্লা, মাথায় একটা ঝালর দেওয়া ফেজ টুপি। কোমরে একটা হাত রেখে দুপা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে দরজার চৌকাঠের উপর।

লোকমান হাকিম!

কেউ বলে না দিলেও বুঝে নিতে অসুবিধা হলো না রাজের।

রাজকীয় ভংগীতে ধীর পদক্ষেপে রাজকে পাশ কাটিয়ে স্যুইভেল চেয়ারটিতে গিয়ে বসল লোকমান। সংগে যে দুজন গার্ড ঢুকেছিল তারা দুপাশে গিয়ে দাঁড়াল তার। গার্ড দুজনের পরনে জিনের প্যান্ট আর হাফ হাতা শার্ট। কোমরে বেল্ট। বেল্টের খাপে নাইন মিলিলিটার বেরেটা সেমি অটোমেটিকের বাঁট দেখা যাচ্ছে।

ফউজিয়া আগেই কৌচটায় আসন গ্রহন করেছিল। লোকমান ইশারা করতে একটা লোহার চেয়ারে বসল রাজ তার মুখোমুখী।

'নাম?'

চমকে উঠল রাজ গলার আওয়াজ শুনে। বজ্রগম্ভীর।

'রাজ।'

'হিন্দু না মুসলমান?'

'মুসলমান।'

'কী করা হয় ?'

'ব্যবসা।'

'কিসের ব্যবসা ?'

'গোপন ব্যবসা···।'

'সোনা পাচার ?'

'না।'

'জাল নোট তৈরী ?'

'না।'

'জুয়া ?'

'উহুঁ।'

'তাহলে ?'

'তাহলে কী ?'

'আমি জানতে চাই কিসের ব্যবসা করা হয় ?'

'বললাম তো, গোপন ব্যবসা। বলা যাবে না।'

'ঠাট্টা ! জান, কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি ?'

'জানি। একজন মেঠো ইঁদুরের সঙ্গে।'

'খামোশ !'

টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করল লোকমান হাকিম। রাজ দেখল হাতের পাঁচ আঙ্গুলে পাঁচটা হীরের আংটি জ্বলজ্বল করছে লোকমানের।

'ভয় দেখিয়ে কোনো ফল হবে না।'

'তাহলে বলবে না তুমি তোমার আসল পরিচয় ?'

হাঁপাচ্ছে লোকমান উত্তেজনায়। এমন দুঃসাহসী লোক সে জীবনে একটিও দেখেনি।

'যতটুকু বলবার বলেছি—তার বেশী আর একটি শব্দও বের করতে পারবে না তুমি আমার মুখ থেকে।'

'চ্যালেঞ্জ! তুমি জান না, তোমার চেয়ে হাজার গুণ বাঁকা লোককেও সিধে করতে পারি আমি আঙ্গুলের একটা ইশারায়। যদি বাঁচতে চাও তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'ও সব বক্তৃতায় ঘাবড়াবার পাত্র আমি নই।

'এই কথা!'

'এই আমার শেষ কথা।'

'দেখা যাক।'

টেবিলের পাশে একটা কালো বোতামের মাথায় চাপ দিল লোকমান বুড়ো আঙুলের। বহুদিন যাবত ভোগেলের শক্তি পরীক্ষা করাবার মত লোক পাওয়া যায় নি। ফ্রি ফর অল ফাইটে ওস্তাদ ভোগেল। তাকেই ডাকা যাক। বদমাইশটা বুঝুক লোকমান হাকিমের আদেশ অমান্যকারীর কি দশা হয়।

পাঁচ সেকেণ্ড সময় কেটে গেল। কারোও মুখে কোনো কথা নেই। লোকমান দেখছে রাজকে। রাজ লোকমানকে। ফউজিয়া উঠে এসে দাঁড়াল রাজের পাশে। বলল—

'আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

'কিসের অনুরোধ?'

ভুরু কুঁচকে তাকাল রাজ ফউজিয়ার পানে।

'বসের কথার ঠিক ঠিক জবাব দাও—খুব ভাল লোক

উনি। ওনাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে লাভ বৈ লোকসান হবে না তোমার।'

ডান হাতের আঙুল দিয়ে রাজের ঘাড় স্পর্শ করল ফউজিয়া।

'নিকুচি করি আমি তোমার বসের' দাঁতে দাঁত ঘষে রাজ বলল, 'খুনে একটা ডাকাতকে খুশী করার কোনো ইচ্ছা নেই আমার।'

'ওকে উপদেশ দিয়ে কোনো লাভ হবে না ফউজিয়া' লোকমান বলল, 'কথায় আছে না, পিপিলিকার ডানা ওঠে মরিবার তরে? ওর হয়েছে সেই দশা। মরণ ঘনিয়ে এসেছে ওর। সদুপদেশ মানবে কেন ও এখন? ভোগেলকে ডেকে পাঠিয়েছি আমি। এতক্ষণ হয়ত পৌঁছে গেছে সে এরিনায়। আমরা এখন ওকে ভোগেলের হাতে তুলে দিয়ে মজা দেখব।' উঠে দাঁড়াল লোকমান, 'চল, এরিনায় যাওয়া যাক।' রাজের পানে তাকিয়ে বলল, 'চল হে, দেখি তোমার ঘাড়ে কটা মাথা!'

কথা না বলে উঠে দাঁড়াল রাজ চেয়ার ছেড়ে। দেখা যাক, ভোগেল নামধারী বস্তুটি কি কেরামতি দেখায়!

ফউজিয়া, ফউজিয়ার পিছনে রাজ, তার পিছনে লোকমান হাকিম এবং গার্ড দুজন একে একে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

চার

চৌকো একটা বিশাল হলঘর।

ছাদটা মাথা থেকে মাত্র হাত খানেক উপরে।

ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে একটা স্বল্প পাওয়ারের। আলো-আঁধারী ভাব।

মাঝখানে বিশ বর্গগজের মত জায়গা লোহার গোল পাইপ দিয়ে ঘেরা। একপাশে একটা দরজা। ঘেরা জায়গাটার ভিতর লোহার রড, চেয়ার, একটা ড্যাম্বেল, রবারের একটা চাবুক, বাঘনখ ইত্যাদি রাখা। মাঝখানে দুশমণ চেহারার একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরণে তার নেংটি মাত্র সম্বল। সারা শরীরে লোম ভর্তি। মাথার চুল কামান। ইয়া লম্বা দুটো কান ঝুলে আছে মুখের দুপাশে। গর্তের ভিতর কুতকুতে দুটো চোখ। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রাজের পানে।

এরই নাম ভোগেল, রাজ মনে মনে বলল, এর সঙ্গে লড়তে হবে আমাকে।

ফউজিয়া ও লোকমান রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। লোকমানের পিছনে দুজন সশস্ত্র গার্ড।

'ফ্রি ফর অল,' বলে উঠল লোকমান, 'মারি অরি পারি যে প্রকারে। কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যে ভাবে খুশী মারতে পার। যদি হার স্বীকার করতে চাও তো ডান হাতটা তুলে ধরলেই হবে। হাত যদি ভেঙে যায় তাহলে মুখেও আবেদন জানাতে পার। যাও এখন ঢুকে পড় এরিনায়। অপেক্ষা করতে করতে ভোগেল অস্থির হয়ে উঠেছে।'

কথা না বলে ঢুকে পড়ল রাজ লোহার দরজা ঠেলে। সঙ্গে সঙ্গে একজন গার্ড দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিল বাইরে থেকে।

রাজ এরিনার ভিতর পা রাখতেই লোহার একটা চেয়ার তুলে ছুঁড়ে মারল ভোগেল। ঘাড় নীচু করে প্রথম আক্রমনটার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাল রাজ। কটাং করে আওয়াজ হলো একটা। হাতের কাছে লোহার রড পড়ে রয়েছিল একটা। সেটা তুলে নিল রাজ ক্ষিপ্র হাতে। একটা হুঙ্কার ছেড়ে ছুটে গিয়ে মারল সে রডটা ভোগেলের মাথার উপর। এক ঘায়েই কুপোকাত করে দেবে সে শয়তানটাকে। কিন্তু তা আর হলো না। মাঝ পথেই লোহার রডটা ধরে ফেলল ভোগেল। এক ঝটকায় ছিনিয়ে নিল সেটা রাজের হাত থেকে। ধ্বক করে উঠল রাজের বুকের ভিতরটা। ওই রডের একটা ঘা মাথায় পড়লে বাঁচতে হবে না আর। এক লাফে পিছনে সরে এল সে।

ভোগেল কিন্তু রড দিয়ে রাজকে ঘায়েল করার কোনো চেষ্টাই করল না। অনেক—অনেকদিন পর শিকার পেয়েছে সে একটা। এত সহজে শিকারটাকে খতম করতে চায় না। খেলিয়ে নিতে চায় একটু। মজা করতে চায়।

লোহার রড নয়, যেন দিয়াশলাইয়ের কাঠি একটা, এমন ভাবে রডটাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিল ভোগেল এরিনার বাইরে। ঠন্ করে আওয়াজ হলো একটা কংক্রিটের ফ্লোরে।

পিছু হটছিল রাজ প্রাণ ভয়ে। হঠাৎ লোহার রেলিং-এ পিঠ ঠেকল তার। আর পিছু হঠার কোনো উপায় নেই।

এগিয়ে আসছে ভোগেল। হাসছে সে। তেঁতুলবীচির মত দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে তার। লম্বা হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়েছে সে রাজের পানে।

একটা আর্ত চিৎকার করে এক পাশে হেলে পড়তে চাইল রাজ। পারল না। এক হাতে গর্দান আর এক হাতে পা দুটি ধরে ভোগেল শূন্যে তুলে ফেলল তাকে, মাথার উপরে—ঘোরাতে লাগল বন্ বন্ করে। নীচু ছাদের সঙ্গে বাড়ি খেতে লাগল রাজের মাথাটা ঠকঠক। চেষ্টা করতে লাগল সে প্রানপণ ভোগেলের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য। বৃথা চেষ্টা। মহাশক্তিধর ভোগেলের কাছে সে একটি তৃণের চেয়েও অসহায়।

মাথার উপর বেশ কপাক ঘুরিয়ে ভোগেল দড়াম করে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাজের দেহটা মেঝের উপর। বুকের ডান

দিকের পাঁজরে খটাস করে কি যেন লাগল একটা। যন্ত্রণায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবার যোগাড়। মাথাতেও অসহ্য যন্ত্রণা। তুলতে পারছে না কিছুতেই।

দুহাত কোমরে ঠেকিয়ে বীর শিকারীর মত ভোগেল অনুকম্পার দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তার পানে। কিন্তু সে মাত্র মুহূর্তেকের ব্যাপার। পরক্ষণেই ঝুঁকে পড়ে কাঠের মাথামোটা ড্যাম্বেলটা তুলে নিল সে এক হাতে। তুলে ধরল ড্যাম্বেলটা রাজের মাথা লক্ষ্য করে। থেঁতলে দিতে চায় সে রাজের মাথা। ছাতু করে দিতে চায়।

শিউরে উঠল রাজ প্রাণ ভয়ে। হাঁটু দুটো ভাঁজ করে গড়ান দিল মেঝের উপর। ঘোত্ শব্দ করে ড্যাম্বেলটা ছুঁড়ে মারল ভোগেল ঠিক এমন সময়ে। এক ইঞ্চির জন্য মাথাটা বেঁচে গেল রাজের।

খুব বাঁচা বেঁচেছে এ যাত্রা!

কিন্তু সে আর কতক্ষণ!

হুঙ্কার ছেড়ে আবার ছুটে এল ভোগেল। পুঁচকে বদমাশটা খুব বেঁচে গেছে ভাগ্যের জোরে। এবার আর ওর রক্ষে নেই। শুধু হাতে ঘুঁষি মেরেই খতম করে দেবে সে একরত্তি এই ছোকরাটাকে।

প্রাণের ভয় বড় ভয়। প্রাণের ভয়ে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘণ করে!

বিপদের গুরুত্ব বুঝে রাজও ভুলে গেল তার যন্ত্রণার কথা। বাঁচতে হবে তাকে। আর বাঁচতে হলে ঘায়েল করতে

হবে পর্বতপ্রমাণ চেহারার ওই ভোগেল নামক দানবটাকে।

উঠে দাঁড়াল রাজ।

ঘোঁত ঘোঁত করে এগিয়ে আসছে ভোগেল।

নড়ছে না রাজ একবিন্দু। রেলিং-এ পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঠের তৈরী একটা পুতুলের মত।

দ্রুত এগিয়ে আসছে ভোগেল মাথা নীচু করে। লোহার বলের মত শক্ত মাথার আঘাতে হাড়-পাঁজরা চুরমার করে দিতে চায় সে রাজের।

আর মাত্র হাত তিনেক দূরে আছে ভোগেল। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত এগিয়ে আসছে সে দুর্ব্বার গতিতে চার্জ করবার জন্য।

নড়ছে না তবু রাজ।

নিশ্বাস বন্ধ করে দেখছে ফউজিয়া দৃশ্যটা। দুহাতে রেলিং আঁকড়ে ধরেছে লোকজন উত্তেজনায়। আঙ্গুলের গাঁট গুলো ফুলে উঠেছে তার।

কি হবে এখন ?

হঠাৎ সরে গেল রাজ একপাশে ক্ষিপ্র গতিতে। আর ভোগেল, টাল সামলাতে না পেরে, ভয়নকভাবে ধাক্কা খেল রেলিংটার সাথে। কামান মাথাটা রেলিং-এর সঙ্গে বাড়ি খেতে ঠক্‌াস করে আওয়াজ হলো একটা। দেখতে না দেখতে চাঁদিটা ফুলে মাথার উপর নতুন একটা মাথা গজিয়ে উঠল যেন তার। যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করতে করতে ছুটে

আসতে চাইল সে আবার রাজের পানে। বসে পড়ল রাজ মেঝের উপর ভোগেলের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর লোহার চেয়ারের একটা পা দিয়ে টেনে ফেলে দিল ভোগেলের সামনে। দানবটা ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। রাজের চালাকীটা ধরতে পারল না তাই। চেয়ারের সঙ্গে পা বেধে পড়ে গেল মেঝের উপর ধপাস করে হাত-পা ছড়িয়ে।

দ্রুত নিঃশ্বাস টানছে দানবটা। মুষড়ে পড়েছে খুব।

আর দেরী না করে ড্যাম্বেলটা তুলে নিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে লাগল রাজ তাকে। 'মারি অরি পারি যে প্রকারে!'

যন্ত্রণায় আঁতকে উঠতে লাগল ভোগেল। হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে হাত-পা নেড়ে প্রানপণে আত্মরক্ষার প্রয়াস পাচ্ছে সে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রাজও। কিন্তু তবু পিটুনি বন্ধ করছে না সে। ভোগেল হার না স্বীকার করা পর্যন্ত বন্ধ করবেও না।

একসময় প্রবল একটা ঝাঁকুনী দিয়ে দুহাতে কনুইয়ের উপর ভর করে উঠে বসল ভোগেল।

সর্বনাশ! এখনও তাজা আছে শয়তানটা।

রাজ সের দশেক ভারী ড্যাম্বেলটা ওঠাল ওর মাথায় ঘা মারবে বলে। কিন্তু তার আর দরকার হলো না।

এক ঝটকায় ডান হাতটা শূন্যে তুলে আবার নেতিয়ে পড়ল ভোগেল মেঝেতে। জ্ঞান হারিয়েছে সে। নড়ছে-

চড়ছে না আর। তবু সাবধানের মার নেই। বাম হাতে ড্যাম্বেলটা ধরে ডান হাতে কল্লাটা তুলে ধরল রাজ। পাথরের মত কঠিন মুখটা কুঁচকে গেছে ব্যথায়। চোখদুটা আধবোজা। নিঃশ্বাস পড়ছে কী পড়ছে না। নিশ্চিন্ত হলো রাজ।

আনন্দে লাফাতে ইচ্ছা করছিল রাজের। কিন্তু ছেলে-মানুষী করল না সে। ধীর পায়ে হেঁটে গেল এরিনার দরজার পানে। লোকমান ইশারা করতে গার্ড দরজার হুড়কো খুলে দিল। বেরিয়ে এল রাজ। দাঁড়াল লোকমানের মুখোমুখি।

লোকমানের তেকোণা চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠেছে। স্থির দৃষ্টিতে সে-ও তাকিয়ে আছে রাজের পানে।

'তুমি জিতেছ' তিন সেকেণ্ড পর বলল লোকমান, 'কিন্তু এ জন্যে তোমাকে মুক্ত করে দেব ভেবো না। ভোগেলের হাত থেকে আজ পর্যন্ত কেউ রেহাই পায় নি। তুমিও পাবে না ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু বেঁচে গিয়ে তুমি আমার জন্য একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছ। নতুন করে ভাবতে হচ্ছে আমাকে তোমার সম্পর্কে।' দাড়িতে হাত বুলাতে লাগল লোকমান, তাকাল ফউজিয়ার পানে, 'ফউজিয়া, তুমি রাজকে নিয়ে আমার চেম্বারে যাও। আমি আসছি একটু পর।'

'এসো,' ফউজিয়া হাত বাড়িয়ে রাজের হাত ধরল একটা, তোমার সংগে অনেক কথা আছে আমার।'

উচ্চবাচ্য না করে ফউজিয়াকে অনুসরণ করতে লাগল রাজ।

... দুপাশে কংক্রিটের দেয়াল, মাথার উপরে কংক্রিটের ছাদ, মাঝখানে তিন হাত চওড়া গলি। এই গলিপথে হাঁটতে লাগল রাজ ফউজিয়ার পিছনে। গলির একটা বাঁকের শেষে আর একটা বাঁকে পৌঁছতে ফউজিয়া রাজের পাশে এসে পড়ল। বলল।

'আমি ভাবতেই পারি নি শয়তান ভোগেলটাকে তুমি কাবু করতে পারবে। উহ্ শয়তানটা এ পর্যন্ত কত লোককে যে থেঁতলে মেরেছে তার কোনো হিসেব নেই। আস্ত যম একটা। ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জো নেই কারও।' রাজের একটা বাহু আঁকড়ে ধরল ফউজিয়া, 'সত্যিকার বীর-পুরুষ তুমি। আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে ভোগেলটার। অন্ততঃ একমাসের মধ্যে আর উঠে পানি খেতে হবে না।'

ফউজিয়ার কথা কিছুটা শুনছিল, আবার শুনছিল না-ও রাজ। সে ভাবছিল তার নিজের ভাবনা।

আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে যা হোক! কী কুক্ষণেই না ফলো করতে শুরু করেছিল গাড়ী দুটোকে। এতক্ষণে তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার খবর হয় তো রাষ্ট্র হয়ে গেছে সারা ডিপার্টমেন্টে। দিন দুপুরে জলজ্যান্ত মানুষটা কোথায় উধাও হয়ে গেল। নিশ্চয়ই মেজর রাশেদ ভাবছেন ইণ্ডিয়া লোপাট করে নিয়ে গেছে ক্যাপ্টেন রাজকে। তিনি কী স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন যে এই ঢাকা শহরের অদূরেই মাঠের মাঝখানে এক গুপ্ত-নিবাশের ভিতর জীবন-মৃত্যুর নিষ্ঠুর খেলার শিকারে পরিণত হয়েছে ক্যাপ্টেন রাজ।

কিন্তু তার কি করা উচিত এখন ?

সে কি করবে ?

লোকমান খুব সম্ভব তাকে দলে নিয়োগ করতে চাইবে। তার পক্ষে কী সম্মত হওয়া উচিত হবে !

না হয়েও উপায় নেই অবশ্য। জান বাঁচাতে হলে লোকমানের কথা মানতেই হবে। লোকটা কত বড় ক্রিমিনাল তার কিছুই জানে না সে। তবে এত শক্ত ঘাঁটি করে বসেছে যখন তখন খুব একটা ছোটখাটো ক্রিমিন্যাল নয় নিশ্চয়ই। এ সবই অবশ্য অলীক চিন্তা। কেননা, লোকমান এ যাবত শুধু তার পরিচয়ই জানতে চেয়েছে। নিজের সম্পর্কে একটি কথাও বলে নি। বললেও কতটুকু বলবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ইতিমধ্যে ওরা চেম্বারের সুমুখে এসে পড়েছিল।

'তুমি বসো ভিতরে গিয়ে।' ফউজিয়া বলল, 'আমি তোমার জন্য কিছু খাবার-দাবার নিয়ে আসি—কেমন ?'

রাজ তার নিজের চিন্তায় বিভোর ছিল। ঘাড় নেড়ে পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়ল সে লোকমানের চেম্বারের ভিতরে।

আস্ত একটা পেপে, দুটি সবরী কলা আর এক গ্লাস মোসাম্বির শরবত নিয়ে এসেছিল ফউজিয়া রাজের জন্য। ঘণ্টাখানেক আগে পেট ভরে নাস্তা করে বের হয়েছিল রাজ তার ফ্ল্যাট থেকে। তবু ভোগেলের সঙ্গে লড়াইয়ের পর ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল সে। ফউজিয়ার নিয়ে আসা ফল-ফলারীগুলো

সে তাই বুভুক্ষের মত খেয়ে ফেলল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ফউজিয়াকে প্রানঢালা ধন্যবাদ জানাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল রাজ এমন সময় লোকমান হাকিম দুজন গার্ড সহ কামরার ভিতর ঢুকে তার আসনে গিয়ে বসল। লোকমানকে ঢুকতে দেখে কামরা ছেড়ে বের হয়ে গেল ফউজিয়া। আশ্চর্য হলেও আপত্তি করল না রাজ।

'রাজ' লোকমান হাকিম রাজের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তোমাকে মুক্ত করে দেব বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। কিন্তু শর্ত আছে আমার একটা।'

'কি শর্ত ?'

'গ্রেহাউণ্ডের জন্য তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে।

'গ্রেহাউণ্ড! সেটা আবার কী বস্তু ?'

'আমার দলের নাম। তোমার মত আমারও গোপন ব্যবসা আছে কয়েকটা। আমিও আমার গোপন ব্যবসার কথা কাউকে খুলে বলি না। কেহ যদি চালাকী করে জানবার চেষ্টা করে তো তাকে খতম করে দিই।'

'তাই নাকি ?'

'তুমি যে গাড়ীটাকে গাবতলীর ব্রিজের কাছে উল্টে পড়ে থাকতে দেখেছ তার ভিতরে এইরকম একটি অতি-চালাক জীব ছিল। মেয়েটি ইরাণ থেকে আফিম নিয়ে আসত। হঠাৎ করে সাধ জাগল আফিমগুলো আমরা কোথায় চালান দিই তা খুঁজে বের করবে। মেয়ে-ছেলের বুদ্ধি তো! পারবে কেন ? ধরা পড়ে গেল একদিন। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর মৃত্যুদণ্ড ঘোষনা

করলাম। ওকে বললাম, তোমার কারচুপি ফাঁস হয়ে গেছে। তোমাকে মরতেই হবে এখন। মেয়েটি তো কেঁদেকেটে অস্থির কিন্তু আমি ওসবে ভুলিনি কখনও—এবারও ভুললাম না। তবে একটা চান্স দিতে রাজী হলাম ওকে।'

'সেটা কী?'

'একটা খেলা। আমি নাম রেখেছি ক্যাট এণ্ড মাউস। ইঁদুর বনাম বিড়ালের খেলা। মেয়েটিকে একটি নতুন গাড়ী দেওয়া হলো। গাড়ীটাতে চড়ে সে যত বেশী স্পিডে সম্ভব পালাবার চেষ্টা করবে। আর আমার লোকজন অন্য একটা গাড়ীতে চড়ে ফলো করবে তাকে। তারপর সুযোগমত গাড়ী-টাকে ধাক্কা মেরে উল্টে দেবে নয়ত গুলি করে টায়ার ফাটিয়ে দিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেবে। মোটকথা, মারি অরি পারি যে প্রকারে নীতি হবে আমাদের। ওরা ওই কাজেই ব্যস্ত ছিল। ফলো করছিল মেয়েটাকে বিড়াল যেমন ইঁদুরের পিছনে দৌড়ায় সেইভাবে। এমন সময় তুমি মাঝপথে বাধ সেধে বসতে ব্যাপারটা ঘোলাটে হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েটি অবশ্য রেহাই পায় নি শেষ পর্যন্ত—তুমি তো দেখেছই। রাশ ড্রাইভ করতে গিয়ে গাড়ী উল্টে মরেছে। ...ভাল নয় খেলাটা?'

'ভালই,' রাজ বলল, 'খুব ভাল।'

'আমি জানতাম তুমি আমার প্রশংসা করবে। গুণী লোকেরাই শুধু গুণী লোকের কদর করতে জানে।'

'তা আমাকে কী করতে হবে তাতো বললে না?'

'তোমাকে? তোমাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না।

একটা প্যাকেট নিয়ে আসতে হবে বিশেষ একটি জায়গা থেকে। কাজটি খুবই সোজা—তোমার জন্য। কিন্তু আজ আমি পাঠাচ্ছি না তোমাকে। কাল পাঠাব তোমাকে। আজ তুমি বিশ্রাম করো। সকাল থেকেই বেশ ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটছে তোমার। আজ আর আমি তোমাকে কোনো দায়িত্ব অর্পন করতে চাই না। কাল কাজটার কথা বলব তোমাকে। কাজটা শেষ হলেই রেহাই পেয়ে যাবে তুমি। তারপর তোমার ইচ্ছে হয় থাকবে না হয় থাকবে না। তোমার উপর কোনো জোর খাটাব না আমি। বল, রাজী আছ তুমি আমার প্রস্তাবে ?'

'কোত্থেকে আনতে হবে প্যাকেটটা ?'

'সে সব আজ কিছুই জানাতে পারব না আমি। কাল জানাব।'

'ওহ্—।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু পাই নি এখনও।'

'রাজী আছি আমি' রাজ বলল, 'কিন্তু মাত্র এই একটি কাজই করব আমি তোমার জন্য। তার বেশী নয়। এটাও করতে রাজী হচ্ছি আমি শুধু ফেঁসে গেছি বলে। আমার অনুপস্থিতিতে আমার বিজনেসের ক্ষতি হচ্ছে! বেশী দিন এই ক্ষতি সহ্য হবে না আমার।'

'আজ তাহলে এই পর্যন্ত' বলল লোকমান, 'কাল সকাল বেলা তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

কথাটি বলে টেবিলের তলায় একটা প্যাডেলের মত দেখতে

[illegible] ডান পা দিয়ে চাপ দিল লোকমান। ঘর-র-র একটা আওয়াজ শুনতে পেল রাজ। দেখল, আওয়াজটা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুইভেল চেয়ার এবং গার্ড দুজন সমেত ধীরে ধীরে লোকমান নীচে নেমে যাচ্ছে। কোথায়? তা বুঝতে পারল না রাজ। চেষ্টাও করল না জানবার। বৃথা পরিশ্রম করে লাভ নেই কোনো।

পাঁচ

'বিশ্বাসঘাতক !'

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন মেজর রাশেদ চৌধুরী।

চোখ তুলে তাকাল রাজ সামনে উপবিষ্ট মেজর রাশেদ চৌধুরীর পানে ! ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মত জ্বলছে মেজরের চোখ জোড়া।

'আমি বিশ্বাসঘাতক নই' রাজ বলল ধীর কণ্ঠে মেজরের চোখে চোখ রেখে, 'আমি যা কিছু করেছি দেশের স্বার্থের জন্যই করেছি।'

'দেশের স্বার্থ !' ঠোঁট উল্টে বিকৃত কণ্ঠে বললেন মেজর, 'কুখ্যাত একটা ক্রিমিন্যাল দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের উপকার করতে চাও তুমি ? সময়মত আমরা তোমাকে পাকড়াও করতে পেরেছি না হলে আমাদের কত দুর্ভোগই যে পোহাতে হত—উহ্ ! শেষ পর্যন্ত তুমিও কি না ক্ষমতা আর অর্থের লোভে কর্তব্যে জলাঞ্জলী দিয়ে খুনী আর বদমায়েসদের দলে নাম লেখালে। এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি।'

'আমার সব কথা আগে শুনে তারপর আপনার যা খুশী করুন, মেজর।'

রাজ বলল দৃঢ় কণ্ঠে।

'কোনো কথা শুনতে চাই না আমি তোমার। আমাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তোমার শাস্তিও আমরা ঠিক করে রেখেছি।'

কথা শেষ করে মেজর রাশেদ চৌধুরী রাজের দুপাশে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সেন্ট্রি দুজনকে কি যেন ইংগিত করলেন।

'চলুন জনাব।'

সেন্ট্রিদের একজন রাজের পিঠে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে খোঁচা মারল। ব্যথায় কুঁচকে গেল রাজের মুখ। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না তার। ঘুরে দাঁড়াল সে। তারপর সেন্ট্রি দুজন কিছু বুঝে ওঠবার আগেই এক পা পিছিয়ে এসে লাফিয়ে পড়ল একজনের উপর। লোকটা এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। হাতের রাইফেলটা ছিটকে পড়ল তিন গজ দূরে। রাজও পড়েছিল লোকটার পিঠের উপর। কিন্তু কোনো আঘাত লাগে নি তার শরীরে। হাঁটু মুড়ে সে উঠে বসল ঝটিতি। তারপর ঝাঁপ দিল রাইফেলটা হস্তগত করার আশায়। এমন সময় সবুট একটা লাথি পড়ল তার ডান পাশের তলপেটে। উল্টে পড়ে গেল রাজ কাতর একটা শব্দ করে। চোখ মেলতে দেখল অপর সেন্ট্রিটা তার বুকের পানে

রাইফেলের নল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'ছেলেমানুষী করো না রাজ।' মেজর রাশেদ বলে উঠলেন, 'অযথা মৃত্যুকে তরান্বিত করার কোনো মানে হয় না। যাও, সুবোধ বালকের মত নিজের সেলে গিয়ে অপেক্ষা করো। চালাকী করে কোনো লাভ হবে না।'

অসহায় চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রাজ মেজর রাশেদ চৌধুরীর পানে।

ঠিক এই সময়েই ঘুমটা ভেঙে গেল রাজের!

ডান হাতে চোখ কচলে তাকাল সে। কী ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন রে বাবা!

'ফউজিয়া!'

রাজের সুমুখে, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে, মিটি মিটি হাসছে ফউজিয়া।

'তুমি?'

উঠে বসল রাজ বিছানার উপর কিনারায় পা ঝুলিয়ে।

'জ্বী, হাঁ—আমি। ফউজিয়া। কখন থেকে চেষ্টা করছি আপনাকে ঘুম থেকে জাগাতে। কত চিমটি দিলাম, কত খোঁচাখুচি—কিন্তু জনাবের ঘুম ভাঙতেই চায় না। কুম্ভকর্ণের নাতি যেন!'

'তিনি আবার কে?'

'দশানন রাবণের ভাই।'

'তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক?'

'আপনার মতই ভদ্রলোক একবার ঘুমোলে আর জাগা-

বার নাম করতেন না।'

'তাই নাকি ?'

'জ্বী—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি তো ভয়ানক অভদ্র লোক দেখছি। এতক্ষণ এসেছি বসতেও বললেন না একবার ভদ্রতা করে!'

'যথেষ্ট হয়েছে' রাজ কঠিন স্বরে বলল, 'আর ভণিতা করতে হবে না। এখন বলদিকি কি জন্য এসেছ তুমি এই দুপুররাতে আমার কামরায়—উদ্দেশ্যটা কি ?'

সহসা রাজের এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না ফউ-জিয়া। মাটির পানে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল নীরবে।

'চুপ করে রইলে কেন ?' অস্থির কণ্ঠে বলল রাজ, 'কিছু বলবার থাকলে বলো না কেন আমার ঘুম পেয়েছে। ঘুমোতে চাই আমি।'

'আমাকে বাঁচাও তুমি, রাজ!' হঠাৎ ফউজিয়া হাঁটু গেড়ে রাজের দুটি পা আঁকড়ে ধরে বলল, 'এই জানোয়ার-গুলোর হাত থেকে বাঁচাও আমাকে। আমি আর পারছি না—আর সহ্য হয় না আমার। প্রতিদিনের এই যন্ত্রণা—এর চেয়ে মরণ অনেক ভালো। মরতামও আমি—আত্মহত্যা করতাম। কিন্তু তোমাকে দেখে বাঁচতে ইচ্ছা করছে আবার। তোমাকে দেখার পর হতে আমার কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে, আমি বাঁচব! তুমিই পারবে আমাকে এই নরকপুরী থেকে উদ্ধার করতে।'

একনাগাড়ে বলে গেল ফউজিয়া তার যন্ত্রণার ইতিহাস।

রাজ কোনো বাধা না দিয়ে শুনল তার সব কথা। তারপর বলল—।

'বুঝলাম সব। কিন্তু তোমার উপর এরা কী অত্যাচার করেছে তাতো বললে না! আমি তো দেখছি তুমি বেশ সুখেই আছ। তোমার জন্য আলাদা একটা এয়ারকণ্ডিশন্‌ড কামরা তৈরী করে দিয়েছেন লোকমান হাকিম। আলাদা গাড়ী আলাদা ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, বিলাস-ব্যসনের যাবতীয় উপকরণ—সবই তো পাচ্ছ। তোমার তো কোনো অভাবই নেই। কাজও তো তোমার তেমন কিছুই নয়। শুধু বড় বড় লোকদের সঙ্গে কোনো একটা ছুতোয় পরিচয় করে তাদের গোপন ধনসম্পত্তির পরিমাণটুকু জেনে নেওয়া। ব্যস, এর বেশী আর কিছুই করতে হয় না তোমাকে। তবে!'

কিন্তু এর বদলে আমাকে কত বড় মূল্য দিতে হয় তা জান তুমি? একটা মানুষকে, বিশেষত সে যদি ধনী হয়—ভেড়া বানান কী চাট্টিখানি কথা? তথ্য আদায় করার জন্য কত লোকের শয্যাসঙ্গিনী হতে হয়েছে আমাকে এ পর্যন্ত —তা জান তুমি?'

'এটাও তো তোমার কাজেরই অঙ্গ। তা ছাড়া, তোমার যা ধরন-ধারণ দেখছি, তুমি কোনো গৃহস্থের বউ হয়ে জীবন কাটাতে পারতে বলে মনে হয় না আমার।'

'এত নিষ্ঠুর হতে পারলে তুমি!'

'আমি স্বাভাবিক সত্য কথাই বলছি।'

'কিন্তু এত করেও এদের সন্তুষ্ট করতে পারি না আমি।

কাজে এতটুকু ভুলচুক হলেই অকথ্য অত্যাচার করে এরা আমার উপর।'

'নাকি—কিন্তু আমি তো তোমার শরীরে কোথাও আঘাতের চিহ্ন দেখছি না। সত্যি বলতে কী তোমার মত নিখুঁত শরীরের মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি।'

'দেখবার মত জায়গায় আঘাত করে না এরা' উঠে দাঁড়াল ফউজিয়া, 'এদেরকে বোকা মনে করো না তুমি। এরা এমন জায়গায় মারে যে লোকে দেখতে পায় না। কিন্তু তোমাকে দেখাব আমি।'

ডান হাত দিয়ে পিঠের বোতাম কটা খুলে ঘুরে দাঁড়াল ফউজিয়া। বলল—'আমার পিঠের ওপর এগুলো কিসের দাগ দেখ।'

উঠে দাঁড়াল রাজ। আঙ্গুল বুলিয়ে দেখল ফউজিয়ার পিঠে। চাবুকের দাগ ফউজিয়ার পিঠে। লম্বা লম্বা। লাল হয়ে আছে চামড়া। রক্ত ফুটে বেরুতে চায় যেন।

'হুঁ, দেখেছি।' রাজ বলল, 'ঘুরে দাঁড়াও তুমি।'

ঘুরে দাঁড়াল ফউজিয়া। রাজের মুখোমুখি। তার চোখ মুখে প্রত্যাশার আলো জ্বলছে। রাজ কী বলে তা শোনবার জন্য অধীর আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছে সে।

'তুমি সিনেমায় নামতে চাও?

ফউজিয়ার চোখে চোখ রেখে বলল রাজ।

'এ কী বলছ তুমি, রাজ? আর্তের স্বরে বলল ফউজিয়া, 'এটা কী ঠাট্টা করার সময়? তুমি তো জাননা, কত বিপদের

ঝুঁকি নিয়ে আমি তোমার কাছে সাহায্যের আশায় ছুটে এসেছি।'

কথা না বলে সটান একটা থাপ্পড় কষাল রাজ ফউজিয়ার ডান গালে।

'জলদি বল কে তোমাকে রাত দুপুরে কাঁদুনী গাইতে পাঠিয়েছে আমার কাছে!'

'কেউ না রাজ—কেউ না!'

ফউজিয়া লুটিয়ে পড়ল রাজের পায়ের উপর। একটুও দয়া দেখাল না রাজ। চুলের ঝুঁটি ধরে দাঁড় করিয়ে দিল সে ফউজিয়াকে।

'আমার কথার উত্তর দাও! মেরে ফেলব আমি না হলে তোমাকে। কোনো ক্ষমা নেই আমার কাছে ছলনা-ময়ীর।'

'যথেষ্ট হয়েছে, রাজ। বেচারীকে ছেড়ে দাও এবার। দোষ ওর নয় আমিই পাঠিয়েছিলাম ওকে। তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য।'

লোকমান হাকিমের কণ্ঠস্বর। চমকে সুমুখপানে তাকাল রাজ। কামরার খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লোকমান। হাসছে সে। দুপাশে দুজন বডি গার্ড তার। পিছনে ভোগেলও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'রাত দুপুরে এমন নাটক করার কোনো মানে হয় না।' বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল রাজ, 'তাছাড়া আমাকে পরীক্ষা করার জন্য আরও কঠিন কোনো ফাঁদের দরকার। লাল পানিতে

চোবান একটা দড়ির ছাপ কোনো মেয়ের পিঠে মেরে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে লাভ হবে না কোনো।' ফউজিয়ার পানে তাকাল রাজ, 'তোমার পিঠে আঙ্গুল বুলিয়েই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ব্যাপারটা—মারের দাগ কখনও অমন হয় না। আসল মারের দাগ যদি দেখতে চাও তো আয়নায় গিয়ে নিজের মুখ দেখ গে। আমার বাম হাতের পাঁচটা আঙ্গুলের ছাপ ফুটে উঠেছে তোমার ডান গালে।'

বেড়িয়ে গেল ফউজিয়া ঘর ছেড়ে এরপর। তার চোখে আগুন জ্বলছে। ক্ষেপে গেছে সে। রাজ বুঝতে পারল ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে মেয়েটা। করবেই করবে। সাবধানে থাকতে হবে সুতরাং।

'এটা আমার প্রথম পরীক্ষা'—ফউজিয়া চলে যেতে লোকমান হাকিম বলল, 'এর চেয়েও বড় পরীক্ষা আছে আমার। দলে নতুন কোনো লোক নিয়োগ করলে সবরকমে যাচাই করে নিই আমি। অ্যাসিড-টেষ্ট যাকে বলে। নকল মালের ব্যবসা করি না আমি।'

সহ্য হচ্ছিল না রাজের এই বক্তৃতা। সে বলল,—

'ঘুম পেয়েছে আমার। আপনার যা বলবার কাল সকালে শুনব।'

'হ্যাঁ—স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য নিয়মিত ঘুমের দরকার' হাসল লোকমান হাকিম, 'তুমি ঘুমোও। আমার যা বলবার আমি তা কাল সকালেই বলব।'

চলে গেল লোকমান হাকিম। তার পিছনে গার্ড দুজন এবং ভোগেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে রাজের সঙ্গে চোখা-চোখি হলো একবার রাজের। ক্রুর হাসিতে ভয়াল হয়ে আছে ভোগেলের কুশ্রী মুখটা। চোখ দুটিতে চকচকে ভাব।

সুযোগ খুঁজছে শয়তানটা। অপমানের জ্বালা ভুলতে পারেনি এখনও। সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নেবে।

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল রাজ।

হান্টার কি বেঁচে আছে এখনও? কোথায় রেখেছে ওরা হান্টারকে?

হঠাৎ হান্টারের চিন্তায় কাতর হয়ে পড়ল রাজ মাঝ রাতে।

ছয়

অনুমতির অপেক্ষা না করে পা বাধিয়ে একটা লোহার চেয়ার টেনে নিয়ে বসল রাজ লোকমান হাকিমের মুখোমুখি।

'ঘুম ভাল হয়েছে তো?' লোকমান হাকিম মাথার উপর থেকে ফেজ টুপিটা খুলে ভিতর থেকে পাতলা এক-টুকরো কাগজ বের করে রাজের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল।

ঘাড় নেড়ে কাগজটা হাত বাড়িয়ে নিল রাজ।

'কি এটা?'

'কাগজ একটুকরো' মৃদু হেসে বলল লোকমান হাকিম, 'এটার নাম অনিয়ন স্কিন! কিন্তু কাগজের কোয়ালিটিটা বড় কথা নয়। ওতে কী লেখা আছে সেটাই বিবেচ্য বিষয়।'

রাজ মাথা নীচু করে পড়ল গুটি গুটি অক্ষরে লেখা কথা-গুলো। ইংরেজীতে লেখা কতকগুলো সংখ্যা। থার্টিন—সিক্স—টার্ণ লেফট। নীচে আবার লেখা: সেভেনটিন, থ্রি—টার্ণ রাইট।

রাজ বুঝতে পারল কোনো সেফ কম্বিনেশনের নম্বর এটা। কিন্তু জানান চলবে না লোকমানকে যে সে কাগজে লেখা বক্ত-

ব্যটা বুঝতে পেরেছে। তাহলে জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে যাবে তার। সে যে অনেককিছুই জানে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। অতএব, সাবধান!

'এ সব কি—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

রাজ বলল ঠোঁট উল্টে।

'সত্যিই বুঝতে পারছ না?'

'তবে কী আমি মিথ্যা বলছি? মিথ্যা বলে আমার লাভ?'

'লাভ?' ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল লোকমান হাকিমের অবয়বে, 'লাভলোকসানের কথা ভাব তুমি?'

'ভাবব না বলতে চাও?' চ্যালেঞ্জের ভঙ্গী ফোটাল রাজ তার কণ্ঠে, 'তুমি কী মনে করো লাভের কথা বিবেচনা না করেই তোমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছি?'

'তা বটে!' মাথা দুলিয়ে বলল রাজ, 'কিন্তু তর্কের মধ্যে যেতে চাই না আমি এখন। কাজের কথা বলবার জন্য ডেকেছি তোমাকে। কাজের কথাই হোক।'

'অতি উত্তম প্রস্তাব।'

হাসল রাজ।

'আমার হাতে যে চিরকুট রয়েছে ওতে একটা সেফের কম্বিনেশান নাম্বার লেখা আছে। তোমাকে আজ রাত্রিবেলা ওই সেফটা খুলে একটা প্যাকেট বের করে আনতে হবে। ব্যস, এই হলো কাজ। এর বেশী আর কিছু করতে হবে না। এর দরুণ তোমাকে দশ টাকার নোটে দশ হাজার টাকা পারি-

শ্রমিক দেওয়া হবে।'

'দশ হাজার টাকা!' চোখ বড় বড় করে বলল রাজ, 'সামান্য সেফ ভেঙে সামান্য একটা প্যাকেট বের করে আনার জন্য আমাকে দশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হবে!'

'গুণী লোককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে আমরা কখনোই কুণ্ঠিত হই না' বলল লোকমান, 'কিন্তু এই কাজে তোমার যদি গাফিলতি প্রকাশ পায় তাহলে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।'

'মানে?'

'মানে, তুমি যদি আজ রাত বারোটার মধ্যে প্যাকেটটি আমার হাতে এনে পৌঁছে না দিতে পার তাহলে যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে হত্যা করা হবে তোমাকে। গ্রেহাউণ্ডের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না তোমাকে।'

'তোমার কী মনে হয় ভয় দেখিয়ে আমাকে বশ করা যাবে?'

বলল রাজ।

'অযথা ভয় দেখান উদ্দেশ্য নয় আমার' বলল লোকমান, 'কাজটার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই কথাগুলো বলেছি আমি।'

'সেফটা আছে কোথায়?'

'বলব—বলব' হাত তুলে আশ্বস্ত করার ভংগীতে বলল লোকমান, 'আমি একটা খবরের অপেক্ষায় আছি। খবরটা পাওয়া মাত্রই আমি সব ডিটেলস্ খুলে জানাব। তার আগে আমার একটি কথার জবাব দাও।'

'বল।'

রাজ উৎসুখ চোখে তাকাল লোকমান হাকিমের পানে।

'তোমর কুকুর—ওটার বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন?'

রাজ বুঝতে পারল না হঠাৎ এ প্রশ্ন করা হচ্ছে কেন তাকে? তবে কী হান্টারের আসল পরিচয় জানতে পেরেছে ওরা? কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব? হান্টারের কীর্তিকলাপের খবর তো খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় নি কখনও। তার মতই হান্টারের পরিচয় জনগণের কাছে প্রকাশ করা হয়নি কোনোদিন।

'বুদ্ধিশুদ্ধির কথা বলছ?' রাজ হাসল, 'একটা অবোধ জানোয়ারের আর কত বুদ্ধি থাকবে! তবে, টুকিটাকি কাজ করতে পারে এই আর কী।'

'যেমন?'

'এই ধর বল কুড়িয়ে আনা, শিকারে গেলে নিহত হাঁস কি পাখী তুলে আনা, সাঁতার কেটে নদী এ পার ও পার করা এই সব আর কী!'

'হুঁ' রাজের কথা শুনে কতক্ষণ চুপ করে রইল লোকমান, 'আশ্চর্য হওয়ার মত কিছুই নয় এ সব। আমি ভেবেছিলাম আমাদের মিশনে ওকেও কাজে লাগাতে পারব। কিন্তু ফউজিয়াকেই পাঠাতে হবে দেখছি শেষ পর্যন্ত।'

লোকমান হাকিমের মগজের ভিতর কী চিন্তা চলছে রাজের তা জানার কথা নয়। সে কোন মন্তব্য করল না। তার শুধু আফশোষ হতে লাগল এই কথা ভেবে যে সে হান্টারের

কৃতিত্বের কথা আরও কিছুটা বাড়িয়ে বলল না কেন? তাহলে লোকমান হয়ত হান্টারকে তার সঙ্গে পাঠাত আজকের মিশনে। হান্টারকে এখান থেকে বের করতে পারলে বিরাট একটা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারত সে। কেননা, এখন যদি ওরা অকেজো ভেবে হান্টারকে মেরে ফেলে তো তার কিছুই করার থাকবে না।

লোকমান হাকিমের সুমুখে রাখা সাদা রংয়ের রেডিও টেলিভিশনটা বেজে উঠল এমন সময়। টেলিফোনের উপর কার সাদা একটা বোতামে চাপ দিয়ে ক্র্যাডল থেকে রিসিভারটা তুলে নিল সে।

'গ্রেহাউণ্ড স্পিকিং—হ্যাঁ—বের হয়ে গেছে? আজ দশটার ফ্লাইটে করাচি চলে গেছে। সবকিছুই স্বাভাবিক ভাবে চলছে? কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি রুটিনের। গুড্, ভেরী গুড।'

কথা শেষ করে রিসিভারটা রেখে দিল লোকমান হাকিম।

এই বাক্যালাপের প্রতিটি শব্দ মনোযোগ সহকারে শুনলেও এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারল না রাজ একবিন্দুও। মুখে নির্বোধের ভাব ফুটিয়ে সে অতঃপর অপেক্ষা করতে লাগল পরবর্তী নির্দেশের।

'এই কলটার অপেক্ষাতেই ছিলাম। অল লাইন ক্লিয়ারের সিগন্যাল। সবকিছুই ঠিক আছে। এখন শুধু চুপিসাড়ে গিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে আসতে হবে।'

'ও কথা তো শুনেছি—কোথা থেকে আনতে হবে প্যাকেটটা তাই বল না এখন দয়া করে!'

আনচান করছিল রাজ ঠিকানাটা জানবার জন্য।

'বাড়ীটা কোনো গৃহস্থের মোকাম নয়। একটা প্রাইভেট কোম্পানীর অফিসে হানা দিতে হবে।..... নম্বর মতিঝিল কমার্শিয়াল এলাকা এই হলো ঠিকানা। ফার্মের নাম ইষ্টার্ণ সাপ্ল্যায়ারস।'

ফার্মটার নাম শুনে চমকে উঠল রাজ। ইষ্টার্ণ সাপ্লায়ারস! সামরিক বিভাগের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করে এই সংস্থাটি। স্বভাবতই বহু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস থাকে এদের মেইন অফিসে। তাকে যে প্যাকেটটা আনতে বলা হচ্ছে সেটাও নিশ্চয়ই খুব গুরুত্ব পূর্ণ। গুরুত্ব পূর্ণ না হলে দশ হাজার টাকা দিতে চাইছে কেন তাকে এরা।

অতঃপর কিং কর্তব্য? কী করবে সে এখন?

এখান থেকে বেরিয়ে প্রথম সুযোগেই হেড কোয়ার্টারে গিয়ে সব কথা খুলে জানাবে? কিন্তু তাতেই বা কি লাভ হবে? ফউজিয়াকে পাঠাচ্ছে লোকমান হাকিম তার সঙ্গে পাহারা দেবার জন্যে। মেয়েটি ক্ষেপে আছে তার উপর। কোনো কৌশল করতে গেলেই বাধা দেবে প্রানপণ করে। তাতেও যদি সফল না হয় তো ডেরায় ফিরে জানিয়ে দেবে লোকমান হাকিমকে তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা। দলবলসহ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে লোকমান হাকিম খবরটা পাওয়া মাত্র। ফউজিয়াকে যদি হত্যা করে? না, তাতেও কোনো লাভ হবে

বলে মনে হয় না। পিছনে আরও লোক থাকবে নিশ্চয়ই পাহারা দেবার জন্য। তারা খবর পৌঁছে দেবে লোকমান হাকিমকে।

যে দিক দিয়েই ভাবা যাক না কেন সেই একই ফল দাঁড়াচ্ছে।

'কি ব্যাপার? তোমাকে খুব চিন্তান্বিত দেখছি! ভয় পেয়েছ নাকি?'

শ্লেষের ভাব লোকমানের কণ্ঠে।

'ভয়?' হাসল রাজ, 'বার বার ও কথা বলে আমাকে ভড়কে দিতে চাও নাকি? শুনে রাখ তাইলে: ভয় কাকে বলে আমি জানি না। কিন্তু অতি সাহস দেখিয়ে মৃত্যু বরণ করারও আমার ইচ্ছা নেই। তা যাক গে ও সব কথা, এখন বল ...নম্বর মতিঝিল কমার্শিয়াল এলাকায় ইষ্টার্ন সাপ্লায়ার্সের অফিসে কোন পথে কী ভাবে ঢুকতে হবে আমাকে? কাজটা যদি আমাকে একাই করতে হয় তো ফউজিয়াকে আবার সংগে নিয়ে যাবার কথা উঠছে কেন?'

টেবিলের ষ্টিলের ড্রয়ার টেনে বাটার পেপারে অঙ্কিত একটা বিল্ডিং-এর নক্সা বের করে রাজের সামনে রাখল লোকমান। বলল—।

'বিল্ডিং-এর নক্সা এটা। দুইতলার উপরে তেরো নম্বর কামরায় ঢুকতে হবে তোমাকে। নক্সাটায় প্রতিটি কামরার ছক করা আছে। কোথায় কোন দরজা আছে তা এক নজর দেখলেই বুঝতে পারবে। বিল্ডিংটায় দুজন নাইট গার্ড আছে।

একজন গেট পাহারা দেয়। আর একজন ডিউটি ওয়াচ নিয়ে সারাটা বিল্ডিং পাহারা দিয়ে বেড়ায়। গেটের পাহারাদারকে ফুউজিয়া সামলাবে। তোমার কাজ হবে ডিউটি ওয়াচ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় যে গার্ডটা তাকে কাবু করে কার্য উদ্ধার করা।'

'এই ব্যপার!'

তাচ্ছিল্যের সুর ফুটে উঠল রাজের গলায়।

'খুব সহজ ভাব? মোটেই নয়। ডিউটি ওয়াচের ব্যাপারটা জান না বলেই সহজ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তোমার কাছে। একটা ডিউটি ওয়াচ একহাজার গার্ডের কাজ দেয়!'

'তার মানে?'

'মানে জানতে হলে আমার কথাগুলো শোনো একটু মনোযোগ দিয়ে। ডিউটি ওয়াচে দম দিতে হয় প্রতি কুড়ি মিনিট অন্তর। প্রত্যেক বার চাবি দেওয়ার জন্য আলাদা আলাদা চাবি ব্যবহার করতে হয়। চাবিগুলো কংক্রিটের দেয়ালের সঙ্গে ইস্পাতের চেইন দিয়ে বাঁধা আছে। একই-জায়গায় নেই চাবিগুলো। আলাদা আলাদা রাখা আছে চাবি-গুলো। একতলায় তিনটে, দুতলায় চারটে, তিন তলায় পাঁচটা —এই ভাবে। গার্ড যাতে তার ডিউটিতে ফাঁকি দিতে না পারে তাই এই ব্যবস্থা। আরও একটা কাজ করে এই ডিউটি ওয়াচ। সেটাই বিপজ্জনক। কুড়ি মিনিট অন্তর দম না পড়লে ঘড়ির ভিতরকার ওয়ায়ের লেস এলার্ম ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠাতে আরম্ভ করে দেয়। পুলিস হেড কোয়ার্টারে পৌছে যায় এই সিগন্যাল। এ ছাড়াও রিজর্ভ ফোর্স আছে একটা—এই বিল্ডিং-

গুলোর নিরাপত্তার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে এঁদের। তারাও এলার্ম বেজে ওঠার সংগে সংগে এসে হাজির হবে।'

হাঁ করে শুনছিল রাজ লোকমানের কথা। একটা সামান্য ঘড়ির এত কেরামতির কথা শোনেনি সে এর আগে। সে বললে—

'তাহলে উপায় ?'

'উপায় একটা আছে। কিন্তু সেটা বুদ্ধি সাপেক্ষ। রিস্কও আছে অবশ্য। কিন্তু রিস্ক আছে বলেই না এত টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে তোমাকে। ঠিক এগারোটা দশ মিনিটের সময় দোতলা থেকে তিন তলায় উঠে যায় গার্ডটা কুড়ি মিনিটের জন্য। এই কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সেফ খুলে প্যাকেটা উদ্ধার করে আনতে হবে। সময়ের একটু ভুলচুক হলেই ধরা পড়তে হবে। তার পরিণাম কী হবে তা জানো তো ?'

'কী আর ?' রাজ বলল, 'পুলিশের হাতে সোপর্দ করে দেবে আমাকে।'

'উহুঁ, অত সহজ নয় ব্যাপারটা। পুলিশের হাতে সোপর্দ করে দেওয়ার আগেই গ্রেহাউণ্ডের লোক যমালয়ে পাঠিয়ে দেবে তোমাকে। কেন, আশাকরি তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না !'

'মোটেই না !'

ঘাড় নেড়ে মুখময় হাসি ফুটিয়ে বলল রাজ, যদিও বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটা লাফাচ্ছিল তার পাগলা ঘোড়ার মত।

সাত

রনি
@roni060007

রাত দশটা।

মীরপুর রোড।

হাল ফ্যাসানের একটা সাইট্রোন ফিফটিন হাণ্ড্রেড গাড়ীতে চড়ে রওয়ানা হয়েছে রাজ আর ফউজিয়া। ফউজিয়ার কাঞ্জিভরম শাড়ী, আর বাটিকের কাজ করা ব্লাউজ। হাতে একটা চাউস ভ্যানিটি ব্যাগ। রাজ পরেছে হাওয়াই শার্ট, টেট্রনের ষ্ট্যাই-পড ট্রাউজার আর জরির কাজ করা নাগড়া এক জোড়া। ওদেরকে দেখে সদ্য বিবাহিত সুখী দম্পতি ছাড়া আর কিছু ভাববার জো নেই। কেউ ভুলেও ভাবতে পারবে না যে ওরা আর মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যে মতিঝিল কমার্শিয়াল এলাকায় ইষ্টার্ণ সাপ্লায়ার্সের মেইন অফিসে হানা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ডকু-মেণ্ট হাতাবার মতলবে আছে।

রাজ গাড়ী চালাচ্ছিল। তার মনে এক রকম চিন্তা। সে ভাবছিল কি ভাবে এক ঢিলে দুই পাখী বধ করা যায়। লোকমান হাকিমের হাতে প্যাকেটটা তুলে দিলেই সে তাকে

মুক্ত করে দেবে বলেছে। কথাটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য সেটা চিন্তার বিষয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা লোকমান হাকিমকে তার দলবলশুদ্ধ কি ভাবে পাকড়াও করা যায়। তার একার পক্ষে সম্ভব নয় কাজটা করা। মেজর রাশেদ চৌধুরীকে জানান দরকার সবকিছু। কিন্তু জানাবে কি ভাবে সে মেজর রাশেদকে? তার সংগে লোকমান হাকিম ফউজিয়াকে পাঠিয়েছে পাহারা দেবার জন্য। পিছনে লোক আছে আরও এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। এদের চোখে ধুলো দিয়ে কেটে পড়তে পারে সে। কিন্তু তাতে লাভ হবে না কোনো। রাজ গায়েব হয়েছে জানতে পারার সংগে সংগে লোকমান হাকিমও তার দলবলসহ উধাও হয়ে যাবে নিশ্চিত। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে পালিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হবে না। মেজরকে খবর পাঠাতে হবে। চেষ্টা করতে হবে লোকমান হাকিমকে তার দলবলসহ গ্রেপ্তার করার।

মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল রাজ। একটা সিগারেট ধরাল সে বার্ণারের সাহায্যে। ফউজিয়া চুপচাপ বসেছিল এতক্ষণ। সে হঠাৎ মুখ খুলল—

'রাজ—।' সুশান্ত গলায় ডাক দিল ফউজিয়া।

'আমি জেগে আছি' রাজ উত্তর দিল ফুর করে ধোঁয়া ছেড়ে।

'আমার উপর খুব চটে আছ তুমি—না?'

'কি বকছো আবোল-তাবোল?' বলল রাজ, 'তুমি

আমার কে যে তোমার উপর চটব আমি ?'

'এই কী তোমার মনের কথা ?'

'যদি বলি তাই— ?'

'তাহলেই খুশী হব আমি।' ফউজিয়া একটা হাত ধরল রাজের, 'কাল রাতে যা করেছি তার জন্য আমি এক বিন্দুও দায়ী নই। লোকমান হাকিমের হুকুম মত উঠতে বসতে হয় আমাকে। ওর আদেশ অমান্য করার সাহস নেই আমার।'

'সে আমি বুঝতে পারি।' বলল রাজ, 'কিন্তু পুরোণ প্রসঙ্গ তুলে লাভ কী! তার চেয়ে বরং তুমি একটা গান গাও শুনি। তোমার কথাগুলো শুনতে খুব মিষ্টি লাগে। আমার বিশ্বাস, তোমার গান আরও মধুর শোনাবে।'

'ঠাট্টা হচ্ছে!'

'ঠাট্টা করার মত এর মধ্যে কী দেখতে পেলে ?'

'আমার মনের অবস্থা জানলে তুমি আর ঠাট্টা করতেনা।'

'কি হলো আবার তোমার মনের ? মনবনে আগুন লেগেছে ? ফায়ার ব্রিগেড ডাকব ?'

'আগুন নয়—দুশ্চিন্তা।'

কাঠ কাঠ গলায় বলল ফউজিয়া।

'তা ভণিতা না করে ঝেড়ে কাশো না বাবা' রাজ বলল, 'মেয়েদের এই এক স্বভাব আমার একদম ভাল্লাগে না! ডাল-পালায় না চড়ে এরা খেতে জানে না। যা বলবার বলেই ফেল না চটপট—জট পাকাচ্ছ কেন অযথা ?'

'আমার একটা কথা রাখবে ?'

রাজের মুখের পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল ফউজিয়া। তাঁর চোখে করুণ-কাতর মিনতির আভাস।

সচেতন হয়ে উঠল রাজ। এ মেয়েকে বিশ্বাস করা উচিত নয় কোনোমতেই, মেয়ে নয়—কালনাগিনী একটা ফউজিয়া। কিন্তু মনের ভাবটা মুখে প্রকাশ করল না রাজ। বলল—

'বল তোমার কী কথা। সম্ভব হলে রাখব বৈ কী।'

'ঠিক বলছ ?'

'আহ! এক কথা কতবার বলব!'

'পালাও তুমি' ফিস ফিসে গলায় বলল ফউজিয়া। 'আমাকে একা ফেলে রেখে যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাও তুমি। আর কোনো জায়গায় নিরাপদ বোধ না করলে পুলিশের কাছে গিয়ে আশ্রয় নাও। কিন্তু দোহাই আমার, পালাও তুমি!'

'খাসা প্রস্তাব' গাড়ীর স্পিড কিছুটা শ্লথ করে ব্যঙ্গের সুরে বলল রাজ, 'আমি তোমাকে এই মধ্য যামিনীতে পথের মাঝখানে রেখে পালাবার চেষ্টা করি আর লোকমান হাকিমের চরগুলো পিছন থেকে গুলি মেরে ঝাঁঝরা করে দিক আমাকে? ভাল একটা চাল চেলেছ বটে। গতরাতের অপমানের প্রতিশোধ নেবার ভাল একটা ফন্দী এঁটেছ বটে!,

'এসব তুমি কী বলছ রাজ?' কান্নাভেজা গলায় বলে উঠল ফউজিয়া, 'অপমান, প্রতিশোধ ফন্দী—আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না! অবশ্য আমাকে বিশ্বাস না করার কারনও আছে তোমার। তবু আমার কর্তব্য আমি করেই যাব। জেনেশুনে তোমার সর্বনাশ হতে দিতে পারিনা আমি।'

'বকবক না করে চুপটি করে বসে থাক। আমার উপর যে দায়িত্ব লোকমান দিয়েছে তা আমাকে পালন করতেই হবে। তোমার বদ মতলব শুনে অকালে মরবার বাসনা নেই আমার।

'লোকমানের জন্য তোমার খুব দরদ দেখছি!' ফুঁসে উঠল এবার ফউজিয়া, 'ওর আসল পরিচয় জানলে আর এত কর্তব্যপরায়ণতা জাগত না তোমার! তুমি ভেবেছ প্যাকেটটা আর খানিক পর লোকমানের হাতে তুলে দিলেই ও তোমাকে ছেড়ে দেবে। তাই না?'

দেবেই তো' বলল রাজ, 'আমাকে অযথা বন্দী করে রেখে লোকমানের লাভ?'

'লাভ? আন্দাজ করতে পার না তুমি লাভটা? তোমাকে দেখে তো তত বোকা মনে হয় না!'

'চালাক কিংবা বোকার প্রশ্ন উঠছে কেন এতে?'

'উঠছে না বলতে চাও?...কিন্তু তার আগে বল দিকি, আমাকে তোমার সংগে পাঠিয়েছে কেন লোকমান?'

'গেটের দারোয়ানকে ঘায়েল করার ভার তোমার। ওই কাজের জন্যই তুমি এসেছ।'

'আর এই ক্যামেরাটা কেন দিয়েছে আমাকে বলতে পার?' ঢাউস কালো ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে একটি রোলিফ্লাক্স ক্যামেরা বের করে রাজের চোখের সুমুখে তুলে ধরল ফউজিয়া। 'ইনফ্রারেড লেন্স লাগান আছে এই ক্যামেরায়। এক সেকেণ্ডের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে অন্ধকারেও ফ্ল্যাশগ্যান ছাড়া ছবি তোলা যাবে এটা

দিয়ে। বলতে পার এটা কোন প্রয়োজনে আসবে ?'

এবার সত্যিই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল রাজ। সত্যিই তো ফউজিয়ার হাতে এত দামী এবং শক্তিশালী একটা ক্যামেরা কেন তুলে দিয়েছে লোকমান ? কি কাজে আসবে ক্যামেরাটা ? নাকি এটাও ফউজিয়ার নতুন কোনো চাল ? বলা যায় না। নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না কিছুই।

'বুঝলাম না আমি' রাজ বলল 'তুমিই বল না কেন ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর ক্যামেরা নিয়ে এসেছ ? অন্ধকারে কার ছবি তুলতে চাও তুমি ?'

'তোমার' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল ফউজিয়া।

'আমার ! কেন ?'

'তুমি যখন ইষ্টার্ন সাপ্লায়াসের সেফ খুলে প্যাকেটটা চুরি করবে ঠিক তখন এই ক্যামেরা দিয়ে একটা স্ন্যাপ নিতে বলেছে আমাকে লোকমান। ছবিটা নাকি তার বিশেষ প্রয়োজন।'

'কি হবে ছবিটা দিয়ে ?'

আবার নির্বোধের মত প্রশ্ন করল রাজ।

'কি হবে তা জানিনা আমি' বলল ফউজিয়া 'কিন্তু উদ্দেশ্য টা যে খুব মহৎ নয় লোকমানের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই আমার।'

বুঝতে পারল রাজ লোকমানের উদ্দেশ্যটা। শয়তানটা তাকে ব্ল্যাক মেল করার জন্য এই ফাঁদ পেতেছে। ছবিটা তার অপরাধের সাক্ষী হয়ে থাকবে। তখন লোকমানের হুকুম

পালন করা ছাড়া উপায় থাকবে না তার।

ফউজিয়াকে তাহলে বিশ্বাস করা যেতে পারে এখন, রাজ ভাবল মনে মনে।

মেয়েটি আমার ভালো চায়। আমার শুভাকাঙ্খী ফউজিয়া। অথচ, এতক্ষণ আমি ওকে ভুল বুঝেছি। ব্যঙ্গ করছি অন্যায় ভাবে।

'সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমার' অনুতাপমিশ্রিত কণ্ঠে বলল রাজ 'ভয়ানক একটা অন্যায় করে ফেলেছি আমি।'

'আমি জানতাম তুমি আমার কথা শেষপর্যন্ত অবিশ্বাস করতে পারবে না।' তারপর একটু থেমে বলল 'আমরা তো পৌছে গেছি প্রায়। তুমি কী করবে তাতো বললে না ?'

গাড়ী মতিঝিল কমার্শিয়াল এলাকার ভিতরে পৌছে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। আদমজী কোর্ট বিল্ডিং পেরিয়ে গাড়ীটা রাস্তার পাশে পার্ক করে রাখল রাজ। তারপর একপাশে ঝুকে পড়ে ফউজিয়ার পানে তাকিয়ে বলল 'শোনো—কী করতে হবে তোমাকে বলে দিই আমি।' সরে এল ফউজিয়া রাজের আরও কাছে।

ফিস ফিস করে বলল রাজ সে কী করতে চায়। রাজের সব কথা শুনল ফউজিয়া মনোযোগ দিয়ে। রাজের প্ল্যান শুনে থ হয়ে গেল সে। 'মতলবটা ভালোই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি চালাকীটা ধরে ফেলে লোকমান ?' রাজের সব কথা শুনে জিজ্ঞেস করল সে। 'ধরতে পারবে না—সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আর একান্তই যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে অবস্থা

বুঝে ব্যবস্থা করব তখন।' বলল রাজ।

'ঠিক আছে' বলল ফউজিয়া, 'শঠে শাঠ্যং—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোল—চর্ণক্য নীতি অবলম্বন না করে উপায় নেই এখন। আমি রাজী আছি তোমার কথামত কাজ করতে।'

'যেমন কুকুর তেমন মুগুর' বলল রাজ।

'ঠিক বলেছ তুমি' বলল ফউজিয়া।

এরপর ওরা দুজনেই নেমে পড়ল গাড়ীর দরজা খুলে। ইষ্টার্ন সাপ্লায়ারসের অফিসটা এখান থেকে দশমিনিটের পথ।

আট

ই, স, বিল্ডিং-এর চারপাশে দেড় মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল। এক পাশে লোহার গেট। গেটের পাশে গার্ডদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী কাঠের চৌকো ঘর। পিলবক্স বলে এগুলোকে। এই পিলবক্সের ভিতর দাঁড়িয়ে বসে পাহার দেয় গেটের গার্ড।

এগারোটার ঘণ্টা পড়েছে খানিক আগে।

গার্ড সাদেক খান একটা সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে ম্যাচিসের সন্ধানে পকেট হাতড়াচ্ছিল।

'বাঁচাও! কে কোথায় আছ রক্ষে কর!'

রাতের নীরবতা খান খান করে ভেঙ দিয়ে আর্ত চিৎকার ভেসে এল এমন সময়। আর্ত চিৎকারটা কানে যেতে চমকে উঠল সাদেক খান। অজান্তেই ঠোঁটের ফাঁক থেকে না-ধরান সিগারেটটা খসে পড়ে গেল তার।

কী ব্যাপার!

হাত ব্যাগের ভিতর থেকে পাঁচ ব্যাটারীর শক্তিশালী

হ্যামণ্ড টর্চটা বের করে পিলবক্সের বাইরে এসে দাঁড়াল সাদেক খান।

'মরে গেলাম—মাগো! বাঁ—চা—ও!'

গেটের পাশ থেকেই ভেসে আসছে না আওয়াজটা?

টর্চটা ফোকাস করল সাদেক বন্ধ গেটের উপর। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল চারপাশ। কিন্তু—এ কি! গেটের বাইরে লুটিয়ে পড়ে আছে ও কে? এগিয়ে গেল সাদেক খান। বিস্ময়ে চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল সাদেক খানের কয়েক পা সামনে এগোতেই। এ যে রীতিমত ভদ্রঘরের মেয়ে মনে হচ্ছে। মেয়েটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো বদমাস পিছু নিয়েছিল বেচারীর। কিছু একটা করা দরকার।

'মাগো!'

কাতরাচ্ছে মেয়েটি যন্ত্রণায়।

গেট খুলে বাইরে বেড়িয়ে এল সাদেক খান। টর্চটা এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগল সে। কই, কোনো লোক নেই তো আশপাশে। এগোতে লাগলো সে মেয়েটার পানে।

'কী হয়েছে আপনার?'

হাঁপাচ্ছে মেয়েটি। বড় বড় করে নিঃশ্বাস টানছে। কথা বলবার চেষ্টা করছে,প্রানপণ। পারছে না। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে যেন।

'কোনো বদমাশ তাড়া···' ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করতে গেল সাদক খান।

ঠুস্ !

পিছন থেকে কেউ আঘাত হানল তার মাথায়। অন্ধকার ঘনিয়ে এল তার দুচোখে। তীব্র যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠতে চাইল সাদেক খান। কিন্তু মুখ খোলবার আর সুযোগ পেল না বেচারা। তার আগেই কে যেন তার মুখ চেপে ধরে ধীরে টেনে নিয়ে এল গেটের ভিতরে।

'এক নম্বর ফিনিস !'

ফউজিয়ার গলা শোনা গেল।

'হাফ-ফিনিস' বলল রাজ, 'মরে নি—জ্ঞান হারিয়েছে শুধু।'

সাদেক খানকে পিলবক্সের ভিতরের টুলে বসিয়ে দিল রাজ। মাথাটা ঠেকিয়ে দিল কাঠের পাটাতনে। পড়ে য়াও-য়ার ভয় রইল না আর।

'এখন ?' ফিসফিসে গলায় জিজ্ঞেস করল ফউজিয়া।

ঘড়ি দেখল রাজ। এগারোটা সাত হয়েছে। লোকমান বলেছে এগারোটা দশ মিনিটে দু' নম্বর গার্ড দোতলা থেকে তিন তলায় উঠে যায় কুড়ী মিনিটের জন্য। তিন মিনিট বাকি আছে আর এগারোটা বাজতে।

তিন মিনিট।

পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে অনিয়ন স্কিন কাগজে লেখা সেফের কম্বিনেশনটায় চোখ নিল রাজ ঃ থার্টিন—সিক্স —টার্ণ লেফ্‌ট।

সেভেন্টিন—থ্রি—টার্ণ রাইট।

ঘড়ি দেখল রাজ। তিরিশ সেকেণ্ড বাকি আছে আর এগারোটা বাজতে।

'এসো!'

ফউজিয়ার পানে তাকিয়ে বলল রাজ। উত্তর না দিয়ে ছায়ার মত অনুসরণ করতে লাগল সে রাজকে।

সামনে ফাঁকা জায়গা একটা। গজ পচিশেক লম্বা। সেটা পেরিয়ে দুধাপ সিড়ি ভেঙ্গে বারান্দায় উঠতে হবে। সিড়িটা কোনদিকে?

পকেট থেকে নকশাটা বের করে পেন্সিল টর্চের আলোতে সেটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল রাজ। গুটিয়ে রাখল সেটা পকেটের ভিতর।

ভুল হয়ে গেছে। সিড়িটা গ্যারেজের পাশে। অফিসের লোকজনেরা ব্যবহার করে ওটা। বাইরের লোকের জন্য লিফট আছে। সেটা সুমুখে। শো-রুমের পাশে।

'তুমি দাঁড়াও এখানে।'

ফউজিয়ার উদ্দেশে কথাটি ছুঁড়ে দিয়ে কংক্রিটের শেড ঢাকা গ্যারেজের পানে এগিয়ে গেল রাজ। রাজের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারল না ফউজিয়া। তাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে গেল কেন? পাহারা দেবার জন্য? হতে পারে। কিন্তু এখন প্রশ্ন করা চলবে না কোনো। আরও একজন গার্ড সজাগ আছে এখনও। সজাগই রাখতে হবে তাকে। হিতে বিপরীত হবে তাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করলে। ডিউটি ওয়াচ আছে লোকটার কাঁধে ঝোলান। ভুললে চলবে না সে কথা।

একটা ডিউটি ওয়াচ একশ'টা গার্ডের কাজ দেয়।

খোলা গ্যারেজের ভিতর তেরছা ভাবে রাখা জিপ, হাফ-ট্রাক, মাইক্রোবাস, প্রাইভেটকার ইত্যাদি রাখা। সাবধানে ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগল রাজ। একেবারে পিছনে সিড়ির দরজাটা।

বাল্ব জ্বলছে একটা পনের ওয়াটের দরজাটার ওপর। পাল্লাদুটো বন্ধ। আংটায় তালা ঝুলছে একটা। মাষ্টারলক।

সর্বনাশ!

মনে মনে প্রমাদ গুণল রাজ। কি হবে এখন? তালা ভঙবার কোনো যন্ত্র তো নিয়ে আসেনি গুপ্ত-নিবাস থেকে। বেরোবার আগে লোকমান চাবি একটা দিয়েছে বটে। সেফের চাবি। সে চাবি এত ছোট তালার ফোকরে ঢোকান যাবে না। তালা খোলা তো দূরের কথা। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাড়া-তাড়ি একটা কিছু না করলে নয়। ঘড়ি দেখল রাজ। এগা-রোটা বেজে ষোল হয়েছে। দুমিনিট সময় পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। যা কিছু করার এখুনিই করতে হবে।

কি করা যায় এখন? ভুরু দুটো কুচকে উঠল রাজের। একটা সিগারেট ধরাবার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করল সে। কিন্তু উপায় নেই।

হঠাৎ কী মনে পড়তে দ্রুত পায়ে পিলবক্সের দিকে এগোল রাজ। গেটের গার্ডটার পকেটে থাকতে পারে এই তালার চাবি।

ঠিক তাই! অনুমান ভুল নয় তার। অচেতন সাদেক

খানের পকেটে এক তারা চাবি। মাস্টার লকেরও রয়েছে একটা।

ফউজিয়া এগিয়ে এসেছিল রাজকে গ্যারেজের ভেতর থেকে বেরুতে দেখে। রাজ হাত নেড়ে কাছে আসতে মানা করল তাকে। তারপর আবার তেরছাভাবে রাখা গাড়ীগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সিড়ির মুখের দরজার পানে।

উত্তেজনায় নিঃশ্বাসের গতি বেড়ে গেছে রাজের। ঘাম ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু। হাপরের মত ফুলে ফুলে উঠছে বুকটা।

ইঞ্চিখানেক লম্বা খাঁজকাটা চাবিটা ফোকরের ভিতর ঢুকিয়ে ডান দিকে মোচড় দিতেই খুলে গেল তালাটা খুট্ করে।

আংটা থেকে তালাটা খুলে পকেটে পুরে নিল রাজ। দরজার একটা পাল্লায় চাপ দিল সামান্য। ক্যাঁ--চ করে শব্দ হলো একটা। শিউরে উঠল রাজ। সাবধান হতে হবে আরও। ভ্যাপসা গরম ভিতরে। ফিঁকে অন্ধকার। এক পা এক পা করে এগোতে থাকল রাজ। তাড়াতাড়ি ওঠা দরকার। কিন্তু উপায় নেই তাড়াতাড়ি করার। অস্বাভাবিক কোনো শব্দ হলেই সন্দেহ করবে গার্ডটা।

প্রায় সাতমিনিট লাগল এক এক করে সিড়ির ধাপগুলো টপকে দোতালায় পৌঁছতে। লম্বা করিডোর ধরে এগোল রাজ। তের নম্বর ঘর কোনটা?

ডান পাশে তাকল রাজ। দরজার চৌকাঠে পিতলের রোমান টাইপে তেইশ নম্বরটা চোখে পড়ল। তার পাশেরটা বাইশ···একুশ···

এগোতে লাগল রাজ। এক্স চিহ্নের পাশে তিনটা দাঁড়ি। রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা তেরো।

দাঁড়াল রাজ দরজাটার সামনে। ঠেলে দেখল হাত দিয়ে। বন্ধ। ল্যাচ-কী লাগান আছে দরজায়।

চাবির গোছাটা বের করল পকেট থেকে। একে একে সবকটা দিয়েই চেষ্টা করল খুলতে। কোনোটাই কাজে লাগল না। নিরাশ হলো না রাজ তবু। শার্টের কলার শক্ত করে রাখার জন্য ভিতরে প্লাস্টিকের কলারবোন দেওয়া থাকে। ল্যাচ-কী খোলার কাজে ব্যবহার করা যায় ওটা। কলারের ভেতর থেকে কলারবোনটা বের করে সেটাকে দুমড়ে ঢুকিয়ে দিল রাজ চাবির ফোকরে। চাড় দিতে লাগল এরপর। একবার—দুবার। তিনবারের বার কটাস্ করে আওয়াজ হলো একটা। খুলে গেছে তালা।

শরীরটাকে দরজার পাল্লার সঙ্গে সাঁটিয়ে আস্তে চাপ দিল রাজ। খুলে গেল দরজার পাল্লা। অন্ধকার। তরল কালো আলকাতরার মত যেন অন্ধকার ভিতরে। হাতড়ে হাতড়ে সুইচ খুঁজে বের করল রাজ। আলো জ্বালাল।

কটা চেয়ার, ওভাল শেপের কৌচ, তেপয় একটা। এক পাশে সেফটা। পাশে গোল চাকতি। কম্বিনেশান! এ্যালুমিনিয়মের হ্যাণ্ডেলটা চক্ চক্ করছে আলো পড়াতে।

পকেট থেকে লোকমানের দেয়া চাবিটা বের করে কম্বিনেশানের তালাটা খুলে শাট্‌লটা ঘোরাল রাজ। থার্টিন নিউট্রাল করে আবার সিক্স--এবার হ্যাণ্ডেলটা ধরে টান মারল বাম

দিকে। অপেক্ষা করল একসেকেণ্ড। তারপর আবার সেভেন্টিন—নিউট্রাল করে থ্রি—ডান দিকে ঘোরাল এবার হ্যাণ্ডেলটা। আওয়াজ হলো একটা খটাং করে।

একটানে খুলে ফেলল রাজ সেফটা। ভিতরের আলোটা জ্বলে উঠল সেফের। সেফের ভিতরে একপাশে প্লাষ্টিকের কভার দেওয়া একগাদা ফাইল। ফাইলগুলোর পাশে চৌকো খোপ একটা। থরে থরে পাঁচশ টাকার বাণ্ডিল রাখা খোপটার ভিতরে। তার নীচে আর একটা খোপের ভিতরে সাদা সেলোফেনে মোড়া সোপ কেসের মত দেখতে প্যাকেট একটা। তুলে নিল রাজ প্যাকেটটা। হাত দিল না আর কিছুতে।

তার কাজ শেষ। ফিরতে হবে এখন। ধীরে সেফের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল রাজ। পালাতে হবে এখন যত দ্রুত সম্ভব।

'আহ্!'

মেয়েলী কণ্ঠের অস্ফুট আর্তি।

—কি ব্যাপার?

জ্ঞান ফিরে এসেছে নাকি গার্ডটার? আক্রমণ করেছে ফউজিয়াকে? তাহলেই হয়েছে! করিডোর ধরে ছুটতে শুরু করল রাজ। সিড়িটা আর গজ আষ্টেক দূরে।

ঝন্ ঝন্ করে এ্যালার্ম বেজে উঠল এমন সময়। দু'নম্বর গার্ড ছুটে নেমে আসছে তিনতলা থেকে। ছুটে গেল রাজ সিড়ির মুখে। যা ভেবেছে তাই। নেমে আসছে গার্ডটা

এক এক লাফে ছুটো তিনটে সিড়ির ধাপ টপকে। ইতি কর্তব্য স্থির করে ফেলল রাজ সংগে সংগে। বাধা দিতে হবে ওকে।

পকেট থেকে নাইলন কর্ড বের করে জানালার গ্রীল আর দরজার সঙ্গে বেঁধে দিল সে নীচু করে। যদি দেখে ফেলে তাহলে কোনো কাজে আসবে না। আর যদি না দেখে তা-হলে হোঁচট খাবে সে নিশ্চিত।

তীব্র তীক্ষ্ণ হুইসেলের আওয়াজ ভেসে এল এমন সময়। ডিউটি ওয়াচের এ্যালার্ম সিগন্যাল পেয়ে ছুটে আসছে রিজার্ভ ফোর্সের দল!

নামতে লাগল রাজ সিড়ি বেয়ে। যেমন করে হোক পালাতে হবে এদের খপ্পর থেকে। তার আগে উদ্ধার করতে হবে ফউজিয়াকে।

গ্যারেজের বাইরের উঠোনে আলো জ্বলছে। দিনের মত পরিস্কার হয়ে আছে সমস্ত জায়গাটা।

একটা মাইক্রোবাসের আড়ালে দাঁড়িয়ে ফউজিয়ার সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাল রাজ। কোথাও নেই ফউজিয়া।

সামনে এগেতে লাগল রাজ। গাড়ীগুলো আড়াল করে রেখেছে তাকে—এই যা রক্ষা। কিন্তু আর ক'সেকেণ্ডের মধ্যে একটা উপায় না ঠাওরাতে পারলে ধরা পড়ে যাবে নিশ্চিত। সামনে পিছনে শত্রু তার। এমন পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুস্কিল।

খট্—খট্—খট্—খট্।

সম্মিলিত বুটের আওয়াজ। ছুটে আসছে রিজার্ভ ফোর্সের দল। ক্যাঁচ করে লোহার গেট খোলবার শব্দ উঠল। গ্যারেজের পানে ছুটে আসছে ওরা এখন। ক'জন রয়ে গেছে বাইরের উঠোনে।

এই সুযোগ! তিন থেকে চার সেকেণ্ড লাগবে গ্যারেজ থেকে বেড়িয়ে গেট নাগাদ পৌঁছতে। কিন্তু দমে গেল রাজ। ফউজিয়ার কী হবে!

'রোখকে!'

চমকে উঠল রাজ। টের পেয়ে গেছে ওরা তার অস্তিত্ব। ঝুপ করে বসে পড়ল সে একটা হাফ ট্রাকের আড়ালে।

'বেরিয়ে এস!'

'জলদি!'

'জান সে মার ঢালেগা!'

'কাম আউট!'

হুকুম জারি করতে করতে এগিয়ে আসছে ওরা। সুমুখ-পানে এগোতে লাগল রাজ। সামনে আর মাত্র তিনটা গাড়ী। এর পরই উঠোন। ওখানে বের হয়ে গেলে ধরা পড়তেই হবে। পালাবার চেষ্টা করলে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে হবে গুলির আঘাতে। না, গ্যারেজের বাইরে যাবে না সে এখন। সামনে এগোবে না। তবে? পিছিয়ে যাবে, সিদ্ধান্ত করল রাজ। ওদের একজনকে কাবু করে একটা রাইফেল কি ষ্টেন-গ্যান হস্তগত না করতে পারলে বের হতে পারবে না সে এখান থেকে।

শুয়ে পড়ল রাজ গ্যারেজের ফ্লোরে। তারপর শুধু কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ক্রল করে গ্যারেজের ভিতরের দিকে যেতে থাকল।

ওরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কোথায় গেল শয়তানটা? একজন ক্যাপ্টেনের নির্দেশে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল ওরা।

'পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করবে।'

কে একজন নির্দেশ দিচ্ছে শুনতে পেল রাজ।

হাফ-ট্রাকটা পেরিয়ে একটা জিপ। মাঝখানে গজখানেক ফাঁকা জায়গা। কোনো কভার নেই।

'চালাকী করবার চেষ্টা করো না। ভাল ছেলের মত বেরিয়ে এস। আমরা কিছু বলব না। চালাকী করলে মরতে হবে।'

ব্যাটারী চালিত চোঙ মুখের সামনে ধরে নির্দেশ দিচ্ছে কেউ।

কালো এক জোড়া বুট এগিয়ে আসছে। খট্ খট্ খট্। বুট সমেত হাঁটু পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে রাজ লোকটার। হাত দুটো দেখতে পাচ্ছে না। অর্থাৎ, হয় রাইফেল অথবা ষ্টেন-গ্যান আছে লোকটার হাতে।

মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় ঢুকে পড়েছে গার্ড'টা। এগোচ্ছে। উবুড় হয়ে দেখছে জিপ গাড়ীর তলা। উঠে দাঁড়াল। এবার ঘুরে হাফ-ট্রাকের তলাটাও দেখবে।

আর দেরী করা চলে না। দ্রুত বেরিয়ে এল রাজ ট্রাকের তলা থেকে। খস্ খস্ আওয়াজ হলো একটা।

চকিতে ঘুরে দাঁড়াতে গেল গার্ডটা। কিন্তু পারিল না। তার আগেই বাম হাতে ওর মুখ চেপে ধরে ডান হাতে ক্রোনিয়ামের উপর কড়া একটা রদ্দা কষাল। 'কাজ হলো না' কোনো। এক ঝটকায় রাজকে উল্টে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটা। হতভম্ব হয়ে পড়েছিল রাজ। কিন্তু সে মাত্র মুহূর্তেকের ব্যাপার। পরমুহূর্তেই হাফ-ট্রাকের উপর শরীরের ভর রেখে জোড়া পায়ের লাথি মারল সে লোকটার তলপেট বরাবর। হুক্ করে তলপেট ধরে সামনে ঝুঁকে পড়ল লোকটা। হাতের ষ্টেনগ্যানটা পড়ে গেল তার। দেরী না করে আরও কটা রদ্দা কষাল রাজ। আর যেন উঠতে না পারে। তারপর তুলে নিল ষ্টেনগ্যানটা।

এদিকে হুট্ হাট্ আওয়াজ শুনে দৌড়ে আসছিল আরও দুজন। এগোতে দিল না রাজ তাদেরকে। ষ্টেনগ্যানটা উঁচিয়ে ধরে বলল, 'হাতের অস্ত্র ফেলে দাও!' লোক দুটোকে ইতস্তত করতে দেখে একটা ব্লাঙ্ক ফায়ার করল রাজ, 'কথা কানে যাচ্ছে না আমার!'

কাজ হলো এবার। লোকদুটো তাদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে দুই হাত মাথার উপর তুলে ধরল।

ষ্টেনগ্যানদুটোর ম্যাগাজিন থেকে গুলিগুলো বের করে ট্রাউজারের পকেটে ভরে নিল রাজ। এখন ওরা আর সহজে তাকে ঘায়েল করতে পারবে না।

বেরিয়ে এল রাজ গ্যারেজ থেকে।

'হল্ট!'

চিৎকার করে উঠল কে পিছন থেকে।

শুনল না রাজ। ছুটতে শুরু করল সে এঁকেবেঁকে পিলবক্সের দিকে।

ঠা—ঠা—ঠা—ঠা···

এলোপাথাড়ী গুলি ছুঁড়ছে কেউ।

তিন সেকেণ্ড লাগল রাজের পিলবক্সের কাছে পৌঁছতে। ফউজিয়া নেই। অচেতন গার্ডটাও না।

খট্—খট্—খটাখট্।

দ্রুত এগিয়ে আসছে আওয়াজটা। পিলবক্সের চৌকো খোপের ভিতর থেকে এক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ল রাজ।

থমকে দাঁড়াল ওরা। কভার নিতে লাগল এরপর চটপট যে যেখানে পারে।

এখন উপায়?

সময়ের দরকার। খুঁজে বের করতে হবে ফউজিয়াকে।

গেটের কাছে একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল এমন সময়। ভয়ে শিউরে উঠল রাজ। আরও এক দল রিজার্ভ ফোর্স এল নাকি? পিলবকসের চৌকো খোপের ভিতর থেকে বাইরের পানে তাকাল সে।

সাইট্রোন! ড্রাইভ করছে কে? চালু রেখেছে কেন ইঞ্জিন? আবার তাকাল রাজ।

···শাড়ী···ব্লাউজ। অর্থাৎ, ফউজিয়া। এ কেমন করে সম্ভব হল?

কিন্তু এখন ভাবনা-চিন্তার সময় নয়। যত শীগগীর সম্ভব

পালাতে হবে।

তিনজন লোক হাতে ষ্টেনগ্যান নিয়ে ক্রল করে করে এগিয়ে আসছিল পিলবক্সের দিকে। রাজ তাদের মাথার উপরে গুলি ছুড়ল তিন রাউণ্ড। তারপর ওরা কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই গেট পেরিয়ে সাইট্রনে চড়ে বসল।

গাড়ীর ইঞ্জিন চালু রাখাই ছিল। রাজ উঠে বসতেই ছুটতে শুরু করল।

'এ কেমন করে সম্ভব হল?'

রাজ ষ্টেনগ্যানটা একপাশে রেখে তাকাল ফউজিয়ার মুখের পানে।

সুমুখের রাস্তার পানে চোখ রেখে গাড়ী চালাচ্ছিল ফউজিয়া। সহসা কোনো উত্তর দিল না সে। খানিক পর, গাড়ী নিউ মার্কেটের কাছাকাছি পৌছতে, রাস্তার এক পাশে গাড়ী পার্ক করল ফউজিয়া।

'কী ব্যাপার?'

জিজ্ঞেস করল রাজ।

'এবার তুমি ড্রাইভ করো' বলল ফউজিয়া, 'আমি ক্যামেরাটা বের করে কয়েকটা আবোল-তাবোল ছবি তুলে নিই। লোকমান সন্দেহ করবে যদি আজ রাতেই আমি ওর হাতে ক্যামেরাটা না দই। কাল সকাল নটা দশটার আগে আমার ধরা পড়বার সম্ভাবনা নাই। তার আগেই পালাবার চেষ্টা করতে হবে।'

এদিকটা চিন্তা করে দেখেনি রাজ। সে শুধু নিজের কথাই

ভেবেছে এতক্ষণ, অথচ, তাকে বাঁচাবার জন্যই এত বড় রিস্ক নিয়েছে ফউজিয়া। সত্যি, ও যদি আগে থাকতে সব কথা খুলে না বলত তাহলে তার যে কতবড় সর্বনাশ হয়ে যেত তা ভাবাও যায় না। কৃতজ্ঞতা বোধ করল রাজ ফউজিয়ার প্রতি।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বের করে দুটো স্ন্যাপ নিল ফউজিয়া। কি আর তুলবে? তারাভরা আকাশের দিকেই ক্যামেরাটা তাক করে রাখল।

'আইডিয়াটা মন্দ নয়।' বলল রাজ, 'লোকমানকে তারা দেখিয়ে ছাড়বে তুমি।' গাড়ী ষ্টার্ট দিল রাজ, 'এখন বলদিকি তুমি কি করে গার্ডটাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এলে?'

'ফাঁকি দিতে হয়নি' বলল ফউজিয়া, 'লোকটা একটা হাঁদারাম। আমার কথায় সরল মনে বিশ্বাস করে ফেঁসে গেছে। জ্ঞান ফিরতে আমাকে দেখে তেড়ে এসেছিল। আমি বললাম, একটা বদমায়েশ পিছু নিয়েছিল আমার। বিশ্বাস করল না আমার কথা। বলে কি না, থানায় যেতে হবে। আমিও তাই চাচ্ছিলাম। রাজী হয়ে গেলাম ওর প্রস্তাবে। আমি হাটছিলাম ওর সামনে। দু'এক পা চলার পর বসে পড়লাম আমি ভাণ করে। 'কি হলো' বলে আমার কাছে এসে দাঁড়াল গার্ডটা। সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না আমি। কাছে এসে দাঁড়াতেই পা ধরে দিলাম এক হ্যাঁচকা টান। পড়ে গেল বোকাটা।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? যুযুৎসুর এক প্যাঁচ দিয়ে ভেঙ্গে

দিলাম একটা হাত। টেনে নিয়ে গেলাম পিলরক্সের পিছনে। এলার্মটা বেজে উঠল এমন সময়। বুঝলাম, বিপদ ঘনিয়ে আসছে। জান বাঁচান ফরজ। দৌড়ে ছুটে চলে এলাম বাইরে। মিনিটখানেক পর গাড়ীটা নিয়ে ফিরে এলাম আবার।

'এই কথা?'

'এই কথাই।'

'তাহলে আমি যে চিৎকারটা শুনেছিলাম মেয়েলী গলার সেটা কার?'

'আমারই। আবার কার হবে? গার্ডটাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ভাণ করতে হয়েছিল আমাকে—বললাম না!'

'হুঁ' বলল রাজ, 'দস্যি মেয়ে তুমি একটি।'

'দস্যি না হলে তোমাকে উদ্ধার করত কে জনাব!'

ক্যামেরাটা একপাশে রেখে রাজের গলা জড়িয়ে ধরল ফউজিয়া। আনন্দ আর গর্বে টগবগ করে ফুটছে যেন উত্তেজনায়।

'তা তো বটেই!'

রাজ ফউজিয়ার কপালে ছোট্ট একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল।

নয়

'সাবাশ ! তুমি সত্যিই কাজের লোক !'

রাজের হাত থেকে সেলোফেন পেপারে মোড়া প্যাকেটটা নিয়ে বলল লোকমান।

'কি আছে এর ভিতর ?'

জিজ্ঞেস করল রাজ।

'এক কোটি টাকা !' থেমে থেমে উচ্চারণ করল লোকমান হাকিম রাজের চোখে চোখ রেখে।

'আগে জানতে পারলে ভাল হতো,' হেসে বলল রাজ, 'এ জীবনে টাকা পয়সার ভাবনা করতে হতো না তাহলে আর।...তা যাক গে, এখন আমার টাকাটা দাও দিকি--আমি কেটে পড়ি।'

'এত রাতে কোথায় যাবে তুমি !' চোখ কপালে তুলল লোকমান, 'এখন কী কোথাও যাওয়ার সময় ?'

'সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। টাকাটা দাও জলদি !'

হাত বাড়াল রাজ।

'টাকা কি ছেলের হাতের মোয়া নাকি ? চাইলেই পেয়ে যাবে।' ফউজিয়ার পানে তাকাল লোকমান, 'বলল, ক্যামেরাটা দাও আমাকে।'

ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে যন্ত্রচালিতের মত ক্যামেরাটা বের করে লোকমানের হাতে দিল ফউজিয়া। ক্যামেরাটা নিয়ে ইংগিতে ফউজিয়াকে কামরার বাইরে যেতে নির্দেশ দিল লোকমান। বেরিয়ে গেল ফউজিয়া নিঃশব্দে। রাজের সঙ্গে চোখাচেখি হল একবার তার। হাসল রাজ। যেন দেখতেই পায়নি এমন মুখ করে রইল ফউজিয়া।

'সবটাই তাহলে একটা চক্রান্ত তোমার ?'

দাঁতে দাঁত চেপে বলল রাজ।

'মানে ?'

'আমাকে ফাঁদে ফেলে কাজটা করিয়ে নিলে—এইত ?'

'যদি বলি তাই।'

'তুমি বোকামি করছ লোকমান !'

'বোকা আমি ?' হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল লোকমান। 'হিসেবে ভুল হয়ে গেছে তোমার ক্যাপ্টেন রাজ—তুমি জান না, তুমি যদি ডালে ডালে চড়ে বেড়াও তো আমি বেড়াই পাতায় পাতায়।'

চমকে উঠল রাজ মনে মনে। তার আসল পরিচয় জানল কী করে লোকমান ? কিন্তু সাহস হারাল না সে তবু।

'আমার পারিশ্রমিকটা তাহলে তুমি দেবে না বলতে

চাও ?'

'দেব—দেব। সব দেব।' হাত নেড়ে বলে উঠল লোকমান, 'কিন্তু গ্রেহাউণ্ডের জন্য সামান্য আর একটা কাজ করে দিতে হবে তোমাকে!'

'তাই নাকি!'

'উহুঁ, রাগ করলে চলবে না। ঘাড় বেঁকালেও কোনো ফললাভ হবে না। তোমার হাত পা মায়-মাথাটি পর্যন্ত বাঁধা আছে আমার কাছে। এখন আমার কথা না মানলে বরাতে খারাপি আছে তোমার।'

'মাথা দেখছি তোমার সত্যিই খারাপ হয়েছে' পা দুটো টেবিলের উপর তুলে একটা সিগারেট ধরাল রাজ, 'ক্যাপ্টেন রাজকে চিনতে ভুল করেছ তুমি!'

'মোটেই ভুল হয়নি আমার' বলল লোকমান, ক্যামেরাটা রাজের চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'এটা কি বস্তু—চিনতে পার ?'

'হ্যাঁ--ক্যামেরা একটা।' বলল রাজ, 'কি হয়েছে তাতে ?'

'তোমার আজ রাতের অপকর্মের সাক্ষী এই ক্যামেরাটা। শক্তি প্রয়োগ অপছন্দ করি আমি। তোমার মত পাগলা ঘোড়াকে বশ করতে হলে বুদ্ধির দরকার। বুদ্ধির খেলায় হেরে গেছ তুমি। এখন তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজী না হও তাহলে আমি তোমাকে কিছুই বলব না। স্রেফ এই ক্যামেরার ফিল্মটা ডেভেলপ করে তোমার নাম-পরিচয় সমেত ফটোটা পাঠিয়ে দেব পাকিস্তানের প্রতিটি দৈনিক পত্রিকার

অফিসে। ভাবতে পার তখন কী অবস্থা হবে তোমার ?'

হাসছিল রাজ মনে মনে। কিন্তু হাবভাবে উল্টোটাই প্রকাশ পেল তার। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল লোকমানের কথা শুনতে শুনতে। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। পা জোড়া টেবিলের উপর থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়াল সে চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে। দাঁতে দাঁত চেপে তাকাল লোকমানের দিকে। : 'শয়তান!' ঝাঁপ দিল পরমুহূর্তেই ক্যামেরাটা ছিনিয়ে নেবার জন্য। লোকমান তৈরী ছিল এই আক্রমনের জন্য। চট্ করে সরিয়ে নিল সে ক্যামেরাটা। উন্মাদের মত তবু আরও একবার চেষ্টা করল রাজ ক্যামেরাটা ছিনিয়ে নিতে। ডান হাতে খামচে ধরল সে লোকমানের দাড়ি। নকল দাড়ি খুলে গেল ফস্ করে। একই সময়ে লোকমানের দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড দুজনের একজন রিভলভারের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত হানল তার চাঁদিতে।

চোখে শর্ষে ফুল দেখতে লাগল রাজ। জ্ঞান হারাবার আগে তবু হাসল সে মনে মনে একটা কথা ভেবে : অভিনয়টা তার সাক্সেসফুল হয়েছে নিঃসন্দেহে।

ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা। হিমশীতল যেন।

ধীরে ধীরে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তার কেউ, বুঝতে পারল রাজ।

চোখ মেলে তাকাল সে।

'কে ?'

'আমি ! আস্তে কথা বল !' ফিসফিসে গলা ফউজিয়ার।

'এটা কোন জায়গা ?'

'গ্রেহাউণ্ডের গুপ্ত নিবাস। তোমাকে একটা সেলের ভিতর রাখা হয়েছে।'

'তুমি এসেছ কেন ?'

'এটা একটা প্রশ্ন হল ?'

'না, মানে লোকমান যদি জানতে পারে ?'

'পারবে না।...কী করবে ঠিক করেছ তুমি কিছু ?'

'করেছি।'

'কী ?'

'লোকমানের হয়েই কাজ করব।'

'অন্যায় হলেও ?'

উত্তর দিল না রাজ এ প্রশ্নের। তার গোপন উদ্দেশ্যের কথাটি কী খুলে বলা উচিত হবে ফউজিয়াকে।

'ন্যায়-অন্যায় বুঝি না' উত্তর দিল রাজ খানিক পরে, বাঁচতে হবে তো আমাকে ! লোকমানের আদেশ অমান্য করলে মরতে হবে নিশ্চিত।'

'তাই তো বলেছিলাম—পালিয়ে যাও।'

'তুমিও যাবে আমার সঙ্গে ?'

'আমার কথা আবার আসছে কেন?'

'কেন?—তোমাকে যে আমার ভাল লেগে গেছে। তোমার কথা বাদ দিয়ে যে কিছুই ভাবতে পারছি না। তা ছাড়া, তোমার ফাঁকি ধরে ফেলার পর কী হাল হবে তোমার? সে কথা ভেবে দেখেছ?'

'বললাম তো আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি শুধু পালাতে রাজী আছ কি না বল।'

'আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা।' বলল রাজ, আমার পালাবার বন্দোবস্ত করে দিতে রাজী হচ্ছ তুমি অথচ, নিজে পালাতে চাইছ না—কেন?'

'এ কেনোর উত্তর দিতে পারব না আমি।'

'আমাকেও না?'

'না।'

'আমার কথাও শুনে নাও তাহলে: তোমাকে ছাড়া 'আমিও যাব না এখান থেকে। এ জন্য যদি লোকমান হাকিমের কেনা গোলাম হয়ে জীবন কাটাতে হয় তাতেও আপত্তি নেই আমার।'

'আমি যাই,' উঠে দাঁড়াল ফউজিয়া, 'অন্ধকারে হাতড়ে রাজের একটা হাত ধরল সে, 'আর অপেক্ষা করতে পারছি না আমি। তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো।'

টেনে আনল রাজ ফউজিয়াকে নিজের বুকের ওপর।

'আমার জন্য তোমার এত দরদ কেন, দস্যি মেয়ে?'

'আহ ছাড়!'

'আগে জবাব দাও আমার কথার!'

'এ কথার কোনো জবাব হয় না, বুদ্ধু কাঁহিকা!'

জোর করে রাজের হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল ফউজিয়া।

রাজ শুধু সেলের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনতে পেল।

দশ

'তোমার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে, আশা করি।'

তাকাল রাজ লোকমানের পানে।

'মাথা ঠাণ্ডা করেই সব কাজ করি আমি' রাজ বলল, 'কিন্তু—'

'কিন্তু ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে—তাই না? বলেছি না, তুমি চর ডালে ডালে তো আমি চরি পাতায় পাতায়। আমার কথামত কাজ করতে রাজী আছ তাহলে?'

'অগত্যা—কিন্তু আমার শর্ত আছে একটা।'

'কী শর্ত?'

'যে কাজেই যাই না কেন—ফউজিয়াকে সঙ্গে পাঠাতে হবে আমার।'

'মামাবাড়ীর আবদার!'

'আমার শর্ত না মানলে কোনো কাজই করাতে পারবে না আমাকে দিয়ে।'

'ওহ্—তাই বুঝি কাল রাতে ফউজিয়া তোমার সেলে

গিয়েছিল ?'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রাজ। বলে কী লোকটা! অবশ্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তার জন্য।

'তোমাদের প্রতিটি কথাই শুনেছি আমি নিজ কানে' বলল লোকমান, মুখে তার পরিতৃপ্তির হাসি, 'বুঝতেই পারছ—কোনোকিছুই জানতে বাকি নেই আমার।'

রাজ ভাবছিল আসল তথ্যটাও ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে নাকি লোকমান! ফউজিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার কথা? তাহলেই সর্বনাশ।

'কি করতে হবে আমাকে তাতো বললে না?'

ভিতরকার উত্তেজনাটা দমন করার জন্য একটা সিগারেট ধরাল রাজ।

'টোকিও যেতে হবে তোমাকে একবার।'

'টোকিও! কেন? কোনো ব্যাঙ্ক লুঠ করতে হবে?'

'তোমার যেমন মোটা বুদ্ধি' হেসে বলল লোকমান, 'আমি শুধু ভাবি তোমার মত এমন একজন হাঁদারাম এত সুনাম অর্জন করল কি ভাবে?'

'কি করতে হবে আমাকে?'

'কিছুই না—শুধু একটা প্যাকেট পৌঁছে দিতে হবে আমাদেরই একজন লোকের হাতে। প্যাকেটটার মধ্যে এমন একটা বস্তু আছে যা কাষ্টমসের ইনস্‌পেক্টাস্কোপে ধরা পড়ে যাবে। সুতরাং, তোমাকে রেগুলার কমার্শিয়াল ফ্লাইটে পাঠানো সম্ভব নয়। আমাদের একটি টু-ইঞ্জিন টাইগার ম্যান

প্লেন আছে। তুমি ওটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। পারবে তো ?'

'পারব না কেন' বলল রাজ, 'কিন্তু আমার শর্তের কথা মনে আছে তো ? ফটোজিয়াকেও যেতে দিতে হবে আমার সঙ্গে।'

'এখন সকাল নটা বাজে' ঘড়ি দেখে বলল লোকমান হাকিম, 'বেলা এগারোটা নাগাদ রওয়ানা হতে হবে তোমাকে।'

'এত তাড়া কিসের ?'

'নো কোশ্চন, প্লিজ। তোমাকে যে দায়ীত্ব দেওয়া হচ্ছে তুমি শুধু সেই দায়িত্ব পালন করবে। পরিবর্তে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে। কিন্তু কি, কেন, কি জন্য—এ সব প্রশ্ন করতে পারবে না। গ্রেহাউণ্ড অতিউৎসাহীদের ক্ষমা করে না কখনও। মনে রেখ তুমি কথাটা। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।...এখন শোনো মনোযোগ দিয়ে আমি যা বলি। আমাদের প্লেনটা রাখা আছে ডেরার জঙ্গলের ভিতর। ওটা জেট প্রপেল্‌ড। সুতরাং, কংক্রীটের রানওয়ে না হলেও ফ্লায়িং করতে কোনো অসুবিধা হবে না তোমার। ঢাকা থেকে তুমি প্রথমে তেহরাণে গিয়ে ল্যাণ্ড করবে। রিফুয়েলিং-এর দরকার পড়বে তোমার তেহরাণে পৌঁছবার পর। আমাদের নিজস্ব লোক আছে ওখানে। কোনো অসুবিধা হবে না তোমার। তেহরাণ থেকে তুমি সোজা চলে যাবে টোকিওতে। টোকিও শহরের একটা ম্যাপ দেওয়া আছে প্লেনে। টোকিও ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করতে যেও না যেন

আবার। টোকিও'র শহরতলীতে আমাদের নিজস্ব এয়ারষ্ট্রিপ আছে। জায়গাটার নাম সুমিডো ডির। ম্যাপ দেখে চিনতে তোমার কোনো অসুবিধাই হবে না। তুমি সুমিডো ডিরে গিয়ে ল্যাণ্ড করবে। এরপর প্লেন সম্পর্কে তোমার আর কোনো দায়িত্ব থাকছে না। ওখানে আমাদের লোক আছে—ক্যাকমাও। তোমার রেডিও ফটো ক্যাকমাওকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমাকেও ক্যাকমাওয়ের একটা ফটোগ্রাফ আমি দিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং, পরস্পরকে চিনতে কোনো অসুবিধা হবে না তোমাদের। এ ব্যাপারে যাতে কোনো ভুলচুক না হয় সে জন্য আমি তোমাকে পাঁচ ইয়েনের একটা ছেঁড়া নোট দিচ্ছি। এই নোটের অপর অর্দ্ধেক অংশ ক্যাকমাওয়ের কাছে আছে। তোমার সন্দেহ হলে ছেঁড়া নোট দুটো জোড়া দিয়ে দেখতে পার। তাহলে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না।...এয়ার ষ্ট্রিপে ক্যাক-মাওয়ের হাতে প্লেনটা ছেড়ে দিয়ে তুমি হোটেল আকুরায় গিয়ে উঠবে। ওই হোটেলের ছত্রিশ নম্বর রুমটা তোমার জন্য রিজার্ভ করা আছে। তুমি প্যাকেটটা নিয়ে ওই রুমে অপেক্ষা করবে। তুমি পৌঁছবার ছ'ঘণ্টার মধ্যেই একটা লোক দেখা করতে আসবে তোমার সঙ্গে। লোকটার নাম ওসামু দাজাই। দাজাই তোমাকে হাতির দাঁতের তৈরী একটা চাকতি দেবে। তুমি চাকতিটা পেলেই প্যাকেটটা দাজাইয়ের হাতে তুলে দেবে। ব্যস, তোমার কাজ এই-খানেই শেষ। এরপর তুমি আবার ক্যাকমাওয়ের সঙ্গে দেখা

করলেই সে তোমার ফেরার সবরকম বন্দোবস্ত করে দেবে। তুমি ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি তোমার পারিশ্রমিক বাবদ কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে দেব। —কেমন ?'

'আর ফউজিয়া ?'

'ফউজিয়াও যাবে তোমার সঙ্গে। আপাততঃ, ও ফটো ল্যাবরেটোরিতে আছে। ফিরে আসবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই।' লোকমান ড্রয়ার টেনে দশ টাকার নোটের পাঁচটা বাণ্ডিল বের করে রাজের দিকে বাড়িয়ে দিল, 'তোমার কাল-কের মিশনের পারিশ্রমিক। এখন খুশী তো ?'

'নিয়মিত পেতে থাকলেই ভাল।'

বাণ্ডিলগুলো গুছিয়ে একটা রাবার ব্যণ্ড দিয়ে বেঁধে নিল রাজ।

'তুমি তাহলে যাও এখন। গার্ডদেরকে বলে রেখেছি আমি। ওরা তোমায় প্লেনটা কোথায় আছে দেখিয়ে দেবে। যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কি না তুমি ততক্ষণ পরীক্ষা করে নাও। রওয়ানা হওয়ার আগে ফউজিয়াকে ডেকে নিও।'

অনুগত শিষ্যের মত লোকমানের কথা শুনে ঘাড় নাড়ল রাজ। এখন একবার শুধু এই পাতালপুরী থেকে বেরুতে পারলে হয়। তারপর বুঝবে লোকমান কত ধানে কত চাল হয়।

কিন্তু ফউজিয়ার কী হবে ?

চিন্তাটা মনে জাগতেই দমে গেল রাজ। তাই তো! লোকমান বলল ফউজিয়া ফটো ল্যাবরেটোরিতে আছে। তার মানে কাল রাতে তোলা ফটোগুলো ডেভলপ করতে ব্যস্ত আছে সে। ফটোগুলো যে নেহায়েৎ ফাঁকিবাজি, এক নজর দেখলেই লোকমান তা ধরে ফেলবে।

এখন উপায় ?

এগার

সামনে গার্ড। পিছনে রাজ।

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে গার্ড। মাটির নীচে অলি-গলির গোলক ধাঁধাঁ। গার্ডের সাহায্য এবং সহযোগীতা ছাড়া বেরুবার কোনো উপায় নেই।

দ্রুত চিন্তা চলছিল রাজের মাথায়। উদ্ধার করে নিয়ে যেতে হবে ফউজিয়াকে। দ্রুত করতে হবে সবকিছু। লোক-মান টের পেলে গ্রেহাউণ্ডের দল তার টুঁটি ছিড়ে ফেলবে।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রাজ। ডাক দিল গার্ডটাকে।

'শোনো—ফটো ল্যাবটা কোথায় বলতে পার?'

'কি ল্যাব?'

'ফটো তোলা হয় কোথায় এখানে?'

'ডি ব্লকে।'

'মিস ফউজিয়া আছে ওখানে?'

'তা তো জানি না।'

'আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারো ডি ব্লকে। দরকার আছে একটু মিস ফউজিয়ার সংগে।'

ঘাড় নাড়ল গার্ড। 'অমন কথা বলবেন না।'

পকেট থেকে এক গোছা দশ টাকার নোট বের করে গার্ডের দিকে ধরল রাজ। বলল—

'ডি ব্লকে পৌঁছে দিলে আরও পাবে।'

'খবরদার!'

সন্দেহের কুটিল রেখা ফুটে উঠল গার্ডটার চোখেমুখে। ডান হাতটা চলে গেল তার কোমরে বাঁধা চামড়ার খোপের দিকে। চালাকী করবার চেষ্টা পেলেই গুলি করবে সে।

'চটছ কেন?' নোটের গোছা পকেটে ভরে রাখতে গেল রাজ, 'আমি তো শুধু দেখা করতে চেয়েছি—আর কিছু তো নয়।' নোটের বাণ্ডিলটা মেঝেতে ফেলে দিল রাজ পকেটে ভরতে গিয়ে। গার্ডটা তাকিয়ে আছে তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে। ঝুঁকে পড়ে নোটের বাণ্ডিলটা তুলতে গিয়ে ক্ষিপ্র হাতে গার্ডের ডান পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রাজ। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ার মত অবস্থা হলো গার্ডটার। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল সে। দেরী না করে চেপে বসল রাজ তার বুকের ওপর। তারপর কোমরে বাঁধা চামড়ার খোপের ভিতর থেকে বের করে নিল তার রিভলভারটা।

'কোনো কথা নয়' কলার ধরে দাড় করিয়ে দিল রাজ গার্ডটাকে 'এখন আমি যা বলি তাই করতে থাক। টু শব্দটি করেছ কী মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

কাজ হলো এবার।

'কি করতে হবে, বলুন স্যার!' প্রান ভয়ে রীতিমত কাঁপছে বেচারী।

'ডি ব্লকে নিয়ে চল আমাকে—জলদি!'

ঘুরে দাঁড়াল গার্ডটা।

'ওদিকে কী?'

শির দাঁড়ায় রিভলভারের নলের খোঁচা দিল রাজ।

'ডি ব্লক পিছনে আমাদের।'

'অলরাইট, চল।'

'তুমি!'

অপার বিস্ময়ে চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠল ফউজিয়ার। গার্ডের পিছনে উদ্যত রিভলভার হাতে রাজকে দেখে।

'হ্যাঁ আমি' হেসে বলল রাজ, 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াও—নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের হাতে।' গার্ডটার উদ্দেশ্যে বলল, 'তোমার কাপড় চোপড় খুলে দাও তাড়াতাড়ি।'

মিনিট দুয়েক পর রাজ আর ফউজিয়া বেরিয়ে এল ফটো ল্যাব থেকে। রাজের পরণে গার্ডের খাকি পোষাক। কোমরে রিভলভার গোঁজা।

'আমার কুকুরটাকে কোথায় রেখেছে বলতে পার?'

অলিগলির ভিতর দিয়ে ফউজিয়াকে অনুসরণ করতে করতে রাজ জিজ্ঞেস করল হঠাৎ।

'ঠিক জানি না—তবে, খুব সম্ভব জি ব্লকে আছে। খুঁজে দেখতে হবে।'

'দরকার নেই তাহলে' রাজ বলল, 'আমি ফিরে আসব আর খানিক পর। তখন হান্টারকে উদ্ধার করা যাবে'খন। তুমি এখন তাড়াতাড়ি বের হবার রাস্তায় নিয়ে চল।'

'ওরা যদি টের পায়?' ভীতা হরিণীর মত কাঁপছে ফউজিয়া।

'টের পাওয়ার কোনো উপায় রাখিনি আমি।'

'কিন্তু আমার দেরী দেখে লোকমান যদি ল্যাবরেটরীতে লোক পাঠায়?'

'পাঠাবে না—'

আর কিছু বলতে পারল না রাজ। হঠাৎ কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল তার। দু' দুজন গার্ড এগিয়ে আসছে তাদের পানে।

'বস আপনাকে ডাকছেন।'

ওদের একজন ফউজিয়ার পানে তাকিয়ে বলল।

'আমি আসছি একটু পর' ফউজিয়া বলল, 'ফটোগুলো শুকোতে দিয়েছি—ওগুলো আনি গিয়ে।'

'নস্বর ফোরটিন, নাকে রুমাল চেপে আছ কেন?'

রাজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ওদের একজন।

'নাক জ্বালা করছে—সর্দি।'

বলে আর দাঁড়াল না রাজ। তিন সেকেণ্ড পর ফউজিয়া তার পাশে এসে দাঁড়াল।

'খুব বাঁচা গেছে যা হোক' ফউজিয়া বলল, 'আর একটু হলেই ধরা পড়ে যেতাম।'

'দৌড়াও!' বলে উঠল রাজ। 'ওরা দুজন ডি ব্লকে ঢুকেছে!'

'হায় আল্লা!'

ভয়ে সিঁটিয়ে গেল ফউজিয়া।

'তুমি শুধু বলে দাও কোনদিক দিয়ে যেতে হবে,' রাজ ফউজিয়ার হাত আঁকড়ে ধরল, 'আমিতোমাকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি। ভয় পেও না আমি তো রয়েছি তোমার সঙ্গে!'

'তুমি যাও'—কাঁপতে কাঁপতে বলল ফউজিয়া, 'আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না!'

মূল্যবান মুহূর্তগুলি পানির মত বয়ে যাচ্ছে। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল রাজ। কী যন্ত্রণা! এমন জানলে ফউজিয়াকে রেখেই চলে যেত সে।

'চল বলছি!' ধমক দিল রাজ, 'তুমি রাস্তা না দেখালে এখান থেকে বেরুব কেমন করে?'

'চল!'

নিরুপায়ের মত শোনাল ফউজিয়ার গলা।

মিনিট তিনেক একনাগাড়ে ছোটার পর শেষ গেটটার

সামনে এসে চলার গতি স্বাভাবিক হয়ে এল ওদের।

তিনজন গার্ড রয়েছে গেটের পাশে।

একজন বসে আছে লোহার চেয়ারে। আর একজন একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। তৃতীয়জন দেয়ালে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছে।

ফউজিয়া এগিয়ে গেল।

'দরজা খোল!'

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডটার পানে তাকিয়ে বলল ফউজিয়া। ইচ্ছা করেই বুক থেকে শাড়ীর আঁচলটা ফেলে দিল সে। তার মুখে যে ভয়কাতর ভাবটা ফুটে উঠেছে সেটা যেন গার্ড ধরতে না পারে তাই এটা করল ফউজিয়া।

গার্ডটা তাকাল একবার ফউজিয়ার সুউন্নত বুকের পানে। তারপর দু'আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে দেয়ালের পাশের একটা লেভার ধরে টান দেবার জন্য হাত বাড়াল। লেভারটা টানলেই ইন্স্যুলেটেড দরজার পাল্লা দুটো ধীরে সরে যেতে থাকে দুপাশে। তিন থেকে চার সেকেণ্ড সময় লাগে দরজাটা সম্পূর্ণ খুলতে। দরজার সংগে ষ্টিল প্লেটের তৈরী মাটির ওপরের ঢাকনিটাও সরে যায়। দুটোই চমৎকারভাবে সিন্‌ক্রোনাইজ করা। গোলমাল হওয়ার উপায় নেই কোনো।

ঝন্ ঝন্ করে এ্যালার্ম সিগন্যাল বেজে উঠল এমন সময়। সংগে সংগে দেয়ালের সংগে ফিট করা লাউডস্পিকার থেকে

নির্দেশ ভেসে আসতে লাগল : সব দরজা বন্ধ রাখ। কেউ যেন বাইরে বেরুতে না পারে। আবার বলছি—সব দরজা বন্ধ রাখ। কেউ যেন বাইরে বেরুতে না পারে।

গার্ডটা লেভার থেকে হাত সরিয়ে নিল সংগে সংগে।

রাজ তৈরী ছিল পরিস্থিতিটার জন্য। দেরী করল না সে এক মুহূর্ত। খাপ থেকে রিভলভারটা বের করে প্রথমে গুলি করল ফউজিয়ার সামনে যে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে।

বুকের বাম পাশটা চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ল সে। একটিও শব্দ বেরুল না তার মুখ থেকে।

'আরে নাম্বার ফোরটিন—'

লোহার চেয়ারে বসে থাকা গার্ডটা তাকাল রাজের পানে। তার চোখেমুখে অবিশ্বাস এবং আতংক ফুটে উঠেছে যুগপৎ। হাতটা আপনা থেকেই চলে গেছে বুকের কাছে। শোল্ডার হোলষ্টারে রাখা আছে তার রিভলভারটা। সুযোগ দিল না রাজ তাকে। সে রিভলভারটা টেনে খোপ থেকে বের করার আগেই রাজের গুলি তার বক্ষ বিদীর্ণ করে দিল। তৃতীয়জন ম্যাগাজিন ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ইতিমধ্যে। তার হাতে রিভলভার। নলটা রাজের পিঠের দিকে উঁচান।

'শয়তান!'

জ্বলজ্বলে চোখে সে তাকিয়ে আছে রাজের পানে। ট্রিগারের উপর রাখা নখটা সাদা হয়ে গেছে তার। বাকরোধ হয়ে গেছে রাজের। পিছন ফিরে তাকাবে সে ভরসাও নাই।

'মাগো!' হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল ফউজিয়া।

ফিরে তাকাল গার্ডটা তার পানে। এক মুহূর্তের বিভ্রান্তি। এই সুযোগ! মুখ না ফিরিয়েই গুলি করল রাজ হাত ঘুরিয়ে।

ঠা—ঠা—ঠা।

চারপাশের বদ্ধ দেয়ালে দশগুণ বেশী হয়ে বেজে উঠল আওয়াজটা। সংগে সংগে মৃত্যুকাতর মানুষের আর্ত চিৎকার কানে এসে বাজল রাজের। 'আ—আঃ!' ঘুরে তাকাল রাজ। তিনটি গুলিই মুখের উপর লেগেছে গার্ডটার। ছাতু হয়ে গেছে মুখটা। চেয়ারের উপর ঠেকে আছে বলে পড়ে যায়নি দেহটা। বিভৎস!

'দাঁড়িয়ে থেকো না অমন হাঁ করে' লেভারটা নীচে নামিয়ে ফউজিয়ার পানে তাকিয়ে বলল রাজ, 'হাত-পা শক্ত করো একটু। শুনতে পাচ্ছ না—পিছনে ওরা আসছে।'

'আমি যে আর পারছি না রাজ!'

'পারতেই হবে!'

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল রাজ।

দরজার পাল্লা দুটো একটা মানুষ গলে যাওয়ার মত ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। ফউজিয়ার একটা হাত ধরে ওইটুকু ফাঁক দিয়েই বেরিয়ে এল রাজ।

সামনেই একটা গোল জায়গা। তার একপাশে উপরে উঠার সিড়ি। ফউজিয়াকে পাঁজাকোলা করে সিড়িগুলো ভেঙে উপরে উঠে এল রাজ।

শীতের সকাল। নির্মল আকাশে মেঘ নেই কোথাও। হু হু করে হাওয়া বইছে মাঠের মধ্য দিয়ে। চারপাশে তাকিয়ে

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল রাজ।

'ছেড়ে দাও আমাকে' বলল ফউজিয়া।

'দৌড়াইতে পারবে তো ?' জিজ্ঞেস করল রাজ।

'পারব।'

মাটিতে পা রেখেই ছুটতে ছুটতে বলল ফউজিয়া। রাজ পিছু নিল তার।

মাঠ পেরিয়ে রাস্তার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল রাজ।

'কি ব্যাপার ?' জিজ্ঞেস করল ফউজিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে, 'দাঁড়িয়ে পড়লে কেন তুমি। ওরা গুলি করতে পারে তো।'

'গুলি করবে না ওরা' বলল রাজ, 'এখন পালাবার তালে আছে ওরা। আমাদের পিছনে তাড়া করে নষ্ট করার মত সময় নেই ওদের হাতে। কিন্তু এ আমি কী করলাম !'

'কিসের কী করলে তুমি ?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ফউজিয়া, 'তোমার কুকুরটার কথা ভাবছ ?'

'হ্যাঁ—হান্টারের জন্য আমার চিন্তা তো আছেই। অমন প্রভুভক্ত কুকুর তো আর হয় না। কিন্তু হান্টারের জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত নই। আমার—'

'আহা, বলোই না, তোমার কী ?'

'কাল রাতে চুরি করে আনা প্যাকেটটা লোকমান হাকি-

মের কাছে রয়ে গেছে। এখন ভাবছি এত বড় ভুল আমি কী করে করতে পারলাম। লোকমান বলছিল, ওটার দাম এক কোটি টাকা! অতটুকু একটা প্যাকেটের দাম এককোটি টাকা হতে পারে না—ওর ভিতরে নিশ্চয়ই এমন কিছু মহামূল্যবান জিনিষ আছে যার দাম এককোটি টাকা। কি হতে পারে জিনিষটা?'

'আমি জানি।' বলল ফউজিয়া।

'কী?'

অসীম আগ্রহ ফুটে উঠল রাজের কণ্ঠে।

'রেডিয়াম।' উত্তর দিল ফউজিয়া, 'পাঁচ আউন্স রেডিয়াম আছে প্যাকেটটার ভিতরে। আর তুমি সেটাকে এ্যালমুনিয়ামের বাক্স বলছ—ওটা আসলে ষ্টিলের তৈরী। এ্যালমুনিয়াম কখনও অত ভারী হয়?

'রে—ডি—য়া—ম!' রাজ থেমে থেমে উচ্চারণ করল, 'জেনেশুনে আমি শয়তানটার হাতে রেডিয়াম তুলে এনে দিয়েছি!' ফউজিয়ার পানে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল রাজ এরপর, 'এ কথা আগে বলোনি কেন তুমি আমাকে?'

'সাহস হয় নি আমার সব কথা বলতে!'

কাঁপা কাঁপা গলায় বলল ফউজিয়া।

'তার মানে?'

গর্জে উঠল রাজু।

'লোকমান বড় ভাই আমার। বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে ছেটো বোনকে তুমি আর কত বিশ্বাসঁঘাতকতা করতে বল ?'

উত্তর যোগাল না এবার রাজের মুখে। অস্ফুটে সে শুধু বলল—

'লোকমান তোমার ভাই !'

বার

'গ্রেহাউণ্ড !'

মেজর রাশেদ চৌধুরীর কণ্ঠে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ল। টেবিলের উপর তামাকভর্তি পাইপ সাজান রয়েছিল। তার একটাতে অগ্নি সংযোগ করলেন তিনি। কয়েকটা মুহূর্ত চুপচাপ কাটল।

ফউজিয়াকে নিজের ফ্ল্যাটে রেখে সোজা হেড কোয়ার্টারে চলে এসেছে রাজ। খুলে বলেছে সব কথা মেজর রাশেদ চৌধুরীকে। ইষ্টার্ন সাপ্লায়ার্স থেকে যে স্বয়ং রেডিয়াম চুরি করে লোকমানের হাতে তুলে দিয়েছে সে কথাও গোপন করেনি। শেষ মুহূর্তে ফউজিয়াকে আনতে গিয়ে যে তার সব প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে গেছে তা-ও স্বীকার করেছে অসংকোচে।

'এই গ্রেহাউণ্ড কুখ্যাত ক্রিমিন্যালদের একটা দল। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এদের প্রতিপত্তি আছে। [illegible] মাফিয়া, জাপানের আকিসবা, তুরস্কের [illegible] গ্রেহাউণ্ডের প্রতিপত্তি স্বীকার করে [illegible]

এদের কোনো চক্র আছে বলে জানা ছিলনা আমাদের। এই পর্যন্ত বলে থামলেন মেজর রাশেদ চৌধুরী।

পাইপটা নিভে গিয়েছিল। সেটাতে অগ্নি সংযোগ করার আগে টেবিলের ডান পাশে রাখা সাদা টেলিফোনটা তুলে নিয়ে স্পেশাল ফোর্সের লেফটেন্যান্ট চৌধুরীকে ডেকে পাঠালেন।

'হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, 'মেজর রাশেদ আবার বলতে শুরু করলেন, 'এই গ্রেহাউণ্ড দলটি খুবই শক্তিশালী। এদের ক্ষমতা অপরিসীম। ছোটো খাটো একটা দেশের সামরিক বাহিনীর সংগে মোকাবিলা করতে পারে, এতই ক্ষমতাশালী এরা।'

'এদের কাজটা কি ?' জিজ্ঞেস করল রাজ, আমি শুধু এদের কার্যকলাপের ধরণটা জানবার জন্যই ওদের হয়ে কাজ করতে রাজি হয়েছিলাম।'

'ভুল করেছ তুমি', মেজর রাশেদ বললেন, 'ওদের সংগঠন খুবই শক্তিশালী। সাধারণ কর্মীদের ওরা দলের উদ্দেশ্য কিংবা লক্ষ্য সম্পর্কে কিছু জানায় না। কেউ যদি অতিউৎসাহী হয়ে পড়ে তাহলে তাকে মরতেই হয়। এই দলের অনেক কাজ। সোনা, আফিম, কোকেন, মারিজুয়ানা—এ সব পাচার করে এরা। এ ছাড়া, সোনার বিনিময়ে এরা বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী সংস্থাকে অস্ত্রসস্ত্রও সরবরাহ করে থাকে। রেডিয়াম চুরির ব্যাপারটা এই ধরনের কোনো ব্যাপারেই ওরা কাজে লাগাবে বলে মনে হয়। গত মে মাসে এরা মিড্ডল ইষ্টের

একটা দেশে অস্ত্র সরবরাহ করে বিপ্লব ঘটিয়েছে। বদলে বিপ্লবী সরকার এদেরকে সবগুলো তেল খনি শতকরা মাত্র কুড়ি ভাগ রয়েলিটির বিনিময়ে হস্তান্তর করে দিয়েছে। জুন মাসে—'

এমন সময় ফেটেন্যান্ট চৌধুরী স্যুইং ডোর ঠেলে তার কামরার ভিতরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন মেজর রাশেদ চেয়ার ছেড়ে। রাজের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এস, দেখিয়ে দাও কোথায় জায়গাটা।'

মেজর রাশেদের কামড়ার ডানদিকের দেয়ালে ঢাকা শহর এবং শহরতলীর বিরাট একটা ম্যাপ টানান রয়েছে।

ওরা তিনজন গিয়ে দাঁড়াল ম্যাপটার সুমুখে।

'এই যে দেখছেন মীরপুর রোড,' একটা কাঠের ছড়ি তুলে দেখাল রাজ, 'নিউ মার্কেট থেকে শুরু হয়েছে রাস্তাটা। সাভার পর্যন্ত গেছে রাস্তাটা। ...এই যে এই খানে ব্রিজটা। ব্রিজটার এই পাশে প্রথম এ্যাকসিডেন্টটা হতে দেখি আমি। আরও এগিয়ে যেতে হবে, অন্ততঃ মাইল খানেক, এই যে—এই যায়গাটা লো-ল্যাণ্ড, মাঠ...এইখানে জংগল আছে একটা ছোটোখাটো—এরই কিনারাতে আছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কমপ্লেক্স্টা। খুব কম করে হলেও মাটির নীচে আধমাইল জায়গা জুড়ে কংক্রিটের এই হাইড-আউটটা তৈরী করা হয়েছে।'

লেফটেন্যান্ট চৌধুরী পকেট থেকে একটা নোট বুক বের করে টুকে নিচ্ছিলেন সবকিছু। রাজের বক্তব্য শেষ হতে নোট বুকটা বন্ধ করে পকেটে রেখে দিলেন তিনি। মেজর রাশেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি এখুনি একটা হেলিকপ্টার

ডিটাচমেন্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। গ্রাউণ্ড ফোর্সও যাবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি করা দরকার তো।'

হাসল রাজ লেফটেন্যান্টের কথা শুনে। বলল—

'পাঠাতে চান পাঠান। কিন্তু কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না আমার। জংগলের ভিতর টু-ইঞ্জিন প্লেন ছিল ওদের একটা। আমি চলে আসার পরপরই ওরা উধাও হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। বিশেষ, ওরা আমার পরিচয় জানবার পর ঘাঁটি আগলে বসে থাকবে বলে তো মনে হয় না।'

'তবু চেষ্টা করতে দোষ কী?'

বললেন মেজর রাশেদ চৌধুরী।

'হুঁ—চেষ্টা করা যেতে পারে বৈকি।'

সায় দিল রাজ বসের কথায়।

'আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে?'

জিজ্ঞেস করলেন লেফটেন্যান্ট চৌধুরী রাজের পানে তাকিয়ে।

খানিক ভাবল রাজ মাথা নীচু করে। তারপর কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটিয়েই বলল—

'না, আমি যাচ্ছি না। আপনি বরং আমাকে আজকের ফ্লাইটেই টোকিও রওয়ানা হতে পারি এমন একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

'টোকিও!' আড়চোখে তাকালেন মেজর রাশেদ রাজের পানে, 'টোকিও যেতে চাও কেন তুমি?' তার-

পর কি ভেবে মাথা নেড়ে বললেন, 'তোমার ধারণা রেডিয়ামের প্যাকেটটা ওরা টোকিওতেই চালান করতে চেয়েছিল ? কিন্তু জাপানের তো অভাব নেই রেডিয়ামের।'

'আমার মনে হয় ওরা টোকিওর ঘাঁটিটাকে একটা চ্যানেল হিসাবে ব্যবহার করছে। আসলে বস্তুটা হয়ত পাঠান হবে অন্য আর কোথাও।'

'হুঁ—সেটা খুবই সম্ভব।' মেজর রাশেদ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন, 'অর্‌রাইট, আজ সন্ধার মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করতে পারবো বলে মনে হয়। অন্য কোনো উপায়ে না হলে স্পেশ্যাল এ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। তুমি এখন তোমার ফ্ল্যাটেই ফিরে যাচ্ছ তো ?'

'হ্যাঁ' বলল রাজ, মিস ফউজিয়াকে একা ছেড়ে এসেছি। ভদ্রমহিলা খুব ভীতা হয়ে পড়েছেন।'

'আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড,' রাজের পানে তাকিয়ে কৌতুকমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন মেজর রাশেদ, 'তুমি যেতে পার এখন।'

দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রাজ। তাকাল লেফটেন্যাণ্ট চৌধুরীর পানে। বলল—

'লেফটেন্যাণ্ট চৌধুরী, আমার একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে।'

'বলুন—'

লেফটেন্যাণ্ট চৌধুরী রাজের দিকে এগিয়ে এলেন এক পা।

'আমার হান্টারকে ফেলে রেখে এঁসেছি বাধ্য হয়ে। খুব সম্ভব হান্টারের আসল পরিচয় ওরা জানে না। আপনি একটু খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন হান্টারকে?'

'ওহ ইয়েস!' বললেন লেফটেন্যান্ট চৌধুরী, 'উই মাষ্ট ফাইণ্ড আউট হান্টার—অবশ্য ওরা যদি হান্টারকে হত্যা কিংবা সংগে করে না নিয়ে গিয়ে থাকে।'

'ধন্যবাদ।'

তের

রাজ !

পারলাম না আমি বন্ধু । তোমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারলাম না । তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে । কিন্তু উপায় নেই কোনো । পার যদি ক্ষমা করো আমাকে । ইতি ।

একান্ত তোমারই,

ফউজিয়া ।

একবার, দুবার, তিনবার পড়ল রাজ চিঠিটা । মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল তার । কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ল তিনটা, সরু হয়ে গেল চোখ দুটো ।

ফউজিয়া যে শেষ পর্যন্ত এমন আচরণ করবে ভাবে নি সে স্বপ্নেও ।মেজর রাশেদকে খবরটা জানাবে কি না ভাবল একবার । কিন্তু কী ভেবে নিরস্ত করল নিজেকে । মেজর রাশেদ এমন পরিস্থিতিতে ফউজিয়া উধাও হয়েছে জানতে পারলে কী করবেন না করবেন তার কোনো ঠিক নেই । হয়ত তিনি রাজকেই সন্দেহ করে বসতে পারেন । সন্দেহ করার মত যথেষ্ট কারণও

আছে।

আজ সন্ধ্যার মধ্যে মেজর রাশেদ টোকিওতে যাবার একটা বন্দোবস্ত করে দেবেনই বলেছেন। এটাই তার লাষ্ট চান্স।

ঘরের এক কোনে ষ্টিলের একটা আয়রণ সেফ রাখা। বাথরুমের সিঙ্কের ভিতর থেকে চাবি বের করে খুলে ফেলল রাজ সেফটা। স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে টোকিওতে গিয়ে গ্রে-হাউণ্ডের মোকাবিলা করতে যাওয়া যেচে গিয়ে তাদের হাতে ধরা দেওয়ার সামিল ব্যাপার হবে।

ছদ্মবেশ ধরতে হবে, রাজ সিদ্ধান্ত করল। চেহারাটাকে যথাসম্ভব পরিবর্তন করতে হবে।

সেফের ভিতরে ১২ × ৬ ইঞ্চি মেকআপ কীট্‌টা সদাসর্বদা মজুদ থাকে তার। কখন দরকার পড়ে তাতো বলা যায় না।

ঘরের দরজা বন্ধ করে আলোটা জ্বালিয়ে দিল রাজ। তারপর মেকআপ কীট্‌টা নিয়ে বসল ড্রেসিংটেবিলের সামনে।

মিনিট দশেক লাগল রাজের নিজেকে নতুন একটা মানুষে রূপান্তরিত করতে। পাতলা গোঁফ, থুতনির ডগায় সামান্য এক পোঁচ দাঁড়ি, ডান দিকের গালে ছোটো একটা তিল আর চোখে একটা বিমলেশ চশমা লাগাবার পর সম্পূর্ণ একটা নতুন মানুষ হয়ে গেল সে। এখন তাকে আর কেউ সহজে ক্যাপ্টেন রাজ হিসাবে সনাক্ত করতে পারবে না।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং রেডিও ফোনটা বেজে উঠল রাজের।

মেজর রাশেদ চৌধুরী নিশ্চয়ই, ক্র্যাডল হতে রিসিভারটা তুলে নেবার আগে রাজ ভাবল।

'হ্যালো—'

'হ্যালো—'

'ক্যাপ্টেন রাজ?'

অপরিচিত কণ্ঠস্বর। উঠে বসল রাজ বিছানার উপর। কে হতে পারে?

'হ্যাঁ—আমি রাজ বলছি। আপনি—?'

'তোমার যম! মৃত্যুর জন্য তৈরী থেক রাজ। শিকারী গ্রেহাউণ্ডের হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না তোমাকে —কেউ না। একজন বোকামী করে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ছিল তোমার পানে। তার কী হাল হয়েছে তা তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না। কিন্তু আন্দাজ করতে পারবে—শোন……অ্যাঁ…[এ যে নারী কণ্ঠের আত' চিৎকার! অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কেউ।] হাঃ! হাঃ! এতেই অস্থির হয়ে উঠেছ বন্ধু। শুধু মনে রেখ তোমাকে এর চেয়েও কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।'

'কে তুমি?'

উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল রাজ।

'ধীরে বন্ধু ধীরে! অত উতলা হচ্ছ কেন? আবার দেখা হবে আমাদের।'

ঠক্ করে রিসিভার রেখে দিল লোকটা।

১৪

দূরের পেটা ঘড়িতে সময় সংকেত শুনে সচকিত হয়ে উঠল রাজ।

মেজর রাশেদ সন্ধ্যার মধ্যেই টোকিওতে যাবার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছিলেন। রাত দশটা বাজে এখন। অথচ, মেজর রাশেদ কোনো খবর পাঠাননি এখন পর্যন্ত। বিচলিত বোধ করছিল রাজ।

রাতের ডিনার বেশ কিছুক্ষণ আগেই সেরে নিয়েছে সে। হাতে করার মত কিছু নেই। তাছাড়া, ফউজিয়ার জন্য একটা দুশ্চিন্তাও জেগে রয়েছে মনের মধ্যে।

কেমন একটা চঞ্চলতা অনুভব করছিল রাজ মনের মধ্যে। স্বস্তি পাচ্ছে না কিছুতেই। রেডিওগ্রামে রেকর্ড চাপিয়েছিল একটা। হাল্কা গানের চটুল বাজনা। ভাল লাগেনি। সচিত্র কয়েকটা পত্রিকা পড়েছিল তেপয়ের উপর। সময় কাটাবার জন্য সেগুলোতে মনোনিবেশের চেষ্টা করছিল। কিন্তু নগ্ন, অর্ধনগ্ন নারীচিত্রও তার মনে কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে

পারেনি। কোনো উপায় না দেখে মেজরের বাসাতে ফোন করেছিল। অন্য প্রান্ত থেকে মেজরের সেক্রেটারী জানিয়ে দিয়েছে আজ রাতে মেজর কোনো কল রিসিভ করবে না।

এখন আর সে কি করতে পারে? ভাবছিল রাজ। বন্ধুবর হালিমকে একবার ডাকবে নাকি? তার কাছ থেকে যদি কোনো সাহায্য পাওয়া যায়।

কিন্তু তাই বা কেমন করে সম্ভব! ভাবল রাজ মনে মনে তিক্ত হাসি হেসে। হালিম সপ্তাহখানেক আগে তার ভেসপা অ্যাকসিডেন্ট করে হাসপাতালে শয্যাশায়ী আছে এখন। নিজেকে নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিল বলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিল রাজ।

টেলিফোনটা বেজে উঠল এমন সময় ঝন্ ঝন্ করে। মেজর নয় তো?

ক্র্যাডল থেকে রিসিভারটা তুলে নিল রাজ।

'হ্যালো, ক্যাপ্টেন রাজ স্পিকিং!'

'হ্যালো, আমি স্যার মুজিব বলছি।'

মুজিবুল হক মেজর রাশেদ চৌধুরীর পি, এ। আশান্বিত হয়ে উঠল রাজ। টোকিওতে যাবার আয়োজন তাহলে সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন হয়ত মেজর।

'বলুন মুজিব সাহেব।'

'আপনার জন্য একটা মেসেজ আছে স্যার।'

'বলুন না চটপট কি বলতে চান!'

অস্থির শোনাল রাজের কণ্ঠস্বর।

'আপনাকে মেজর এখুনি একবার ফুলহ্যাম রোডের স্যানি ভিলাতে যেতে বলছেন, স্যার। ওখানে লেফটেন্যান্ট চৌধুরী আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'আর কিছু বলেননি মেজর ?'

'না, স্যার।'

চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল রাজের। মেজরের এ কেমন রসিকতা বোধগম্য হলো না তার। কোথায় তার টোকিও যাবার বন্দোবস্ত করে দেবেন আজ সন্ধ্যার মধ্যে না, রাত দশটার সময় খবর পাঠালেন ফুলহ্যাম রোডের স্যানি ভিলাতে লেঃ চৌধুরীর সঙ্গে জরুরী ব্যাপারে দেখা করবার জন্য। আচ্ছা আপদ যা হোক !

'হ্যালো !'

রাজকে হঠাৎ নীরবতা অবলম্বন করতে দেখে ওপার থেকে আবার ডাক দিল মুজিবুল হক।

'হ্যালো !' বলল রাজ।

'মেসেজটা পেলেন তো স্যার আপনি ?'

'পেলাম।' রাজ বলল।

'প্লিজ সে কনফার্মড।'

'মেসেজ কনফার্মড !'

দাঁতে দাঁত চেপে কথাটি বলে ঠক করে রিসিভারটা রেখে দিল রাজ। মুজিবল হক পেশাদার পি,এ। অফিসিয়াল আইন কানুন এতটুকুও অমান্য করে না।

শহর রাজধানীর নতুন এলাকায় এই ফুলহ্যাম রোড। রাজের ফ্ল্যাট থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। একটা বেবী-ট্যাক্সি ডেকে রাজ রওয়ানা হলো স্যানি ভিলার উদ্দেশ্যে। স্যানি ভিলা থেকে কিছুটা দূরে থাকতেই ভাড়া মিটিয়ে গাড়ীটা ছেড়ে দিল রাজ।

স্যানি ভিলাতে পৌছে অবাক হয়ে গেল রাজ। লেফটেন্যান্ট চৌধুরী দূরে থাক একটিও জনপ্রাণী নেই বাড়ীটার আশে-পাশে।

ভাল ঠেকল না রাজের কাছে ব্যাপারটা। ট্র্যাপ নাকি এটা একটা! অসম্ভব কিছু নয়। এখন কি করবে সে তাহলে? ফিরে যাবে হেডকোয়ার্টারে? মুজিবকে জিজ্ঞেস করবে পূর্বাপর সমস্ত কিছু?

কিন্তু সেটা কি ভীরুতা হবে না? সরেজমিনে পৌছে ছীতুর মত পালিয়ে যাওয়া তো তার স্বভাব নয়।

মাত্র কদিন আগে তৈরী শেষ হয়েছে বাড়ীটা। চুনকামের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এখনও। লোহার নীচু গেটটা খোলা রয়েছে। ভিতরে সামান্য একফালি সিণ্ডার্স ঢালা জায়গা। তারপরই কধাপ সিড়ি, বারান্দা। বারান্দায় একটা বাতি জ্বলছে। ব্যস, আর কোনো আলো নেই এত বড় বাড়ীটায়। ওপর পানে তাকাল রাজ। জানালাগুলো বন্ধ সব।

কি ভেবে বাড়ীটার পিছন দিকে চলে এল রাজ। পিছনটা আম, জাম, কাঁঠালের একটা ছোটো খাটো বাগান। চারপাশে নীচু একটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলটার পাশে নালা

একটা। নালাটা থেকে গজ দুয়েক দূরে খাড়া দেয়াল উঠে গেছে। স্যানি ভিলার দুপাশে দুটো রেন্‌পাইপ ছাড়া আর কিছু নেই পিছনে। একটা জানালা পর্যন্ত না।

ভাবল রাজ এক মুহূর্ত। এত রাতে রেন্‌পাইপ বেয়ে একটা বাড়ীর ভিতরে অনুপ্রবেশ করাটা উচিত হবে তো? কোনে। পাহারাদারের চোখে ধরা পড়ে যায় যদি? কিংবা আশ পাশের কোনো লোক যদি দেখে ফেলে? কেউ কি বিশ্বাস করবে তার কথা? তা ছাড়া, ডিপার্টমেন্টের লোক-জনের কাছে মুখ দেখাতে পারবে আর সে এমন চোর দায়ে ধরা পড়লে?

দুর ছাই! সমস্ত অশুভ চিন্তা এক ঝটকায় মন থেকে মুছে ফেলল রাজ। 'পড়ব পড়ব বড় ভয়, পড়ে গেলেই আর নয়!' যা হবার তা হবেই। দেখি তো আগে ব্যাপারটা কি? তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। মরার আগেই ভূত হই কেন?

উঠতে লাগল রাজ রেনপাইপটা বেয়ে দক্ষ শিউলীর মত। মিনিট সাতেক লাগল তার দোতালার ছাদের কার্নিশ পর্যন্ত পৌছতে।

কেউ নেই কিছু নেই। অবাক হলো রাজ। ছাদের ওপর ওঠবার আগে পয়েন্ট টুয়েন্টি টু ম্যাগনাম রিভলভারটা বের করে নিয়েছিল সে। সেটা পকেটে পুরে নামতে লাগল সিড়ি বেয়ে নীচের পানে।

ঘোরানো সিড়ি। দ্রুত নামতে লাগলো রাজ।

আশ্চর্য ! কেউ বাধা দিল না তাকে। একতলার বারান্দায় এসে শেষ হয়েছে সিড়িটা। দীর্ঘ বারান্দায় টিমটিমে বাল্ব জ্বলছে একটা। থমথমে ভাব। যেন ভৌতিক একটা পরিবেশ। দেয়ালে নিজের দীর্ঘ কালো ছায়াটার দিকে চোখ পড়তে একবার চমকে উঠছিল রাজ।

বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা পিতলের টব রাখা। টবটার পাশে আরও একটা তিন ধাপের সিড়ি। সিড়ির পাশে ঘর একটা। আলো জ্বলছে ঘরটার ভিতরে। ভেন্টিলেটার দিয়ে সেই আলোর একটা রেখা বাইরে বের হয়ে এসেছে। দরজা জানালাগুলো অবশ্য বন্ধই রাখা হয়েছে ঘরটার।

একটা বিড়াল হঠাৎ রাজের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল। একটু পরেই চিঁ চিঁ শব্দ শোনা গেল ইঁদুরের। রাজ বুঝতে পারল বিড়ালটা তার শিকার ধরেছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে ইঁদুরটা।

ধীরে এগিয়ে গেল রাজ। ডান হাতের মুঠোয় ম্যাগনামটা আঁকড়ে ধরে টোকা দিল রাজ দরজার পাল্লায়। ঠক্-ঠক্। সাড়া নেই কোনো। আবার টোকা দিল রাজ। সেই একই নীরবতা।

বিরক্ত হয়ে উঠল রাজ এবার। কাঁহাতক আর এই ভৌতিক নীরবতা সহ্য করা যায়। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সবুট লাথি মারল একটা দরজার পাল্লার উপর রাজ এবার।

ধাঁ করে খুলে গেল দরজাটা।

ঘরের ভিতরের আলোটা নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। চকিতে

সাবধান হয়ে গেল রাজ। আলো নেভাল কে!

মুহূর্তেক পরই টাশ্‌শ করে একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। আগেই দরজার মুখ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল রাজ। গুলিটা বিঁধল গিয়ে বিপরীত দিককার দেয়ালে।

বোলতার চাকে তাহলে ঠিকই ঘা দিতে পেরেছি, ভাবল রাজ মনে মনে। দেখা যাক এখন কার কত দূর ক্ষমতা!

দরজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে ছিল। রাজ কিন্তু সোজা-সুজি ঢুকল না ঘরের ভিতর। দেয়ালের সংগে শরীরটাকে সাঁটিয়ে নিল সে। তারপর বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগোতে লাগল। ঘাতক শয়তানটা ঘরের ভিতরেই আছে। নড়াচড়ার একটু আওয়াজ হলেই গুলি ছুঁড়বে!

দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে পকেট থেকে একটা দশ পাই ছুঁড়ে মারল রাজ ঘরের ভিতর। সঙ্গে সঙ্গে টাশ্‌শ টাশ্‌শ করে দুটো গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

এক মুহূর্ত লাগল রাজের এইম করতে। গুলির শব্দটা লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল সে। বৃথাই। 'আ—উ' আওয়াজ শোনা গেল না কারও।

এখন কি করা যায়? বিচলিত বোধ করল রাজ।

এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি সে আর কখনও। ছায়ার সংগে যুদ্ধ করার মত অর্থহীন যেন সমস্ত ব্যাপারটাই।

এমন সময় যেন একটা কাতরানির শব্দ শুনতে পেল রাজ। চোট্ পেয়েছে যেন কেউ খুব সাংঘাতিকভাবে।

কান খাড়া করে রাখল রাজ। ভুতুড়ে শয়তানটাকে কি তাহলে সে ঘায়েল করতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত?

আহ্! আর্ত চীৎকার ভেসে এল আবার। শিউড়ে উঠল রাজ। এই কণ্ঠের আওয়াজ তার পরিচিত। লেফটেন্যান্ট চৌধুরীর গলা!

'মিঃ চৌধুরী!'

ডাক দিয়ে উঠল। কাতরানির আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

বুঝতে দেরী হলো না রাজের ব্যাপারটা।

কেউ না কেউ লেঃ চৌধুরীকে জখম করে ফেলে রেখেছে ঘরের ভিতর। কিন্তু কে সে?

হুটোপাটির শব্দ শোনা গেল একটা এমন সময়। কারা যেন ধস্তাধস্তি করছে ঘরের ভিতরে।

এই সুযোগ! ভাবল রাজ।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে চট্ করে। তারপর একটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতরে ঝট্ করে।

ঘরের ভিতরে কোহকাব অন্ধকার। উ-আহ্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে শুধু।

দেয়াল হাতরে সুইচটা খুঁজে বের করল রাজ।

খুট্!

আলোয় ভরে গেল কামরাটা।

একমুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখল রাজ। হঠাৎ আলোর ঝলমলানি চোখে লাগলে যা হয়। পর মুহূর্তেই যে

দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল তাতে আর স্থির থাকতে পারল না রাজ। গুলি ঝরল সে প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকেই।

ঠা—ঠা—ঠা— !

তিনটি গুলি মোট বিধল গিয়ে লোকটার বুকে। দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা দু'সেকেণ্ড গুলি লাগবার পরও। তারপর টলে পড়ে গেল মেঝেতে দড়াম করে।

ছুটে গেল রাজ এবার লেঃ চৌধুরীর কাছে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে ছিলেন লেঃ চৌধুরী হাত-পা ছড়িয়ে। তার মাথার চুল রক্তে ভেজা। হাত দুটোতেও আঘাতের চিহ্ন। মুখের ডান পাশে একটা ক্ষত।

হাঁটু গেড়ে বসল রাজ লেঃ চৌধুরীর পাশে। রহস্যটা জানতে হবে তাকে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতে সে দেখতে পেয়েছিল জানোয়ারটা লেঃ চৌধুরীর বুকের উপর বসে পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করছে আর আহত লেফটেন্যান্ট প্রান বাঁচাবার তাগিদে হাত-পা ছুঁড়ছে অসহায়ভাবে। হঠাৎ রাজকে দেখে নর পশুটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাকে আর কোনো সুযোগ না দিয়ে গুলি করে কুকুরের মত হত্যা করেছে রাজ।

'কে আপনার এমন অবস্থা করেছে?' ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল রাজ লেঃ চৌধুরীর কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে, 'আপনার সঙ্গের লোকজন কোথায়? এই লোকটাই বা কে?'

অতি কষ্টে চোখ তুলে তাকালেন একবার লেঃ চৌধুরী।

রাজের পানে চোখ পড়তে তার চোখ দুটোতে যেন আশার আলো জ্বলে উঠল ক্ষণিকের জন্য। রাজ বুঝতে পারল মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণ পণে যুদ্ধ করছেন লেফটেন্যান্ট।

তার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল রাজ। এবার বিড় বিড় করে কথা বলতে লাগলেন লেঃ চৌধুরী।

মনোযোগ দিয়ে শুনল রাজ তার কথা : একমাত্র এই লোকটাই লোকমান হাকিমের ডেরায় ছিল। গ্রেহাউণ্ডের হেড-কোয়ার্টার দেখিয়ে দেবে বলে সে লেঃ চৌধুরীকে এই স্যানি ভিলাতে নিয়ে আসে। স্যানি ভিলাতে পৌছে লেঃ চৌধুরী বুঝতে পারেন যে তিনি একটা ফাঁদের মধ্যে পড়ে গেছেন। তখন তার লোকজনের সঙ্গে লোকমান হাকিমের সঙ্গীদের একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তার পরাজয় ঘটতে থাকে। লেঃ চৌধুরী তখন একজন লোককে পাঠান মেজরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু সাহায্য এসে পৌছবার আগেই লোকমান হাকিমের অনুচরেরা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। যাবার আগে তারা লেঃ এর সঙ্গী সাথীদেরকে এই বাড়ীর বেসমেণ্টের একটি কুঠুরীতে বন্দী করে রেখে যায়। তিনি নিজে শুধু এই লোকটার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে তার পরাজয় ঘটে। তার পরের ঘটনা রাজের জানা আছে।

লেঃ চৌধুরীর মুখে সবকথা শুনে শিউরে উঠল রাজ। শহর রাজধানীর বুকে যারা এমন অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সহজ কথা নয়।

কিন্তু এখন আর করারই বা কি আছে পরবর্তী সুযোগের প্রতীক্ষা করা ছাড়া।

আরও ঘণ্টাখানেক পর লেঃ চৌধুরী এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এল রাজ। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত তিনটার কাঁটা ছুঁই ছুঁই করছে।

কাপড় চোপড় খুলে স্লিপিং গাউনটা পরে শয্যায় গা এলিয়ে দেবার আগে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছিল রাজ। এমন সময় দরজার পর্দার নীচে সাদা একটা এস এস ইমবস্ করা খাম দেখে তুলে নিল সেটা।

খামটার উপর নীল কালিতে শুধু ক্যাপ্টেন রাজ লেখা। রাজ বুঝতে পারল মেজর রাশেদ চৌধুরীর কাছ থেকে এসেছে এই খাম।

দ্রুত খামের মুখটা ছিঁড়ে ভিতরকার বস্তুটা বের করে আনল রাজ।

টিকিট একটা।

আগামীকাল দুপুর সাড়ে বারোটার ফ্লাইটে টোকিওর উদ্দেশ্যে পি আই এ-র বোয়িং জেটে সওয়ার হওয়ার অধিকার-পত্র!

হাসি ফুটে উঠল রাজের মুখে। মেজর রাশেদ চৌধুরী অন্যথা করেননি তার কথার!

১৫

কাষ্টমসের ঝামেলা চুকিয়ে রাজ যখন টোকিও এয়ারপোর্টের বাইরে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াল তখন তার অটোমেটিক রেডিয়াম টিপড ঘড়িতে রাত নটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে।

ষ্টিলের পাত মোড়া এ্যাটাচি কেসটা হাত বদল করে তেরছা ভাবে রাখা সার সার ট্যাক্সিগুলোর দিকে এগিয়ে গেল রাজ।

কাঁচা হলুদ গাত্রবর্ণ, খাড়া চুল, হাসি হাসি মুখ একটি যুবক ট্যাক্সি ড্রাইভার দাঁড়াল এসে রাজের সামনে।

'কোথায় যাবেন,...সান্ ?'

মুখে হাসি ফোটাল রাজ। অযাচিত এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত হবে কি ? যুবকটি তাকিয়ে আছে তার পানে সেও হাসছে।

জাপানীদের এই এক স্বভাব। হাসিটি তাদের মুখে লেগেই থাকে সর্বদা।

'হোটেল আকুরা' বলল রাজ ইংরেজীতে। দ্বিতীয় মহা-

যুদ্ধের পর ইংরেজী ভাষার চল উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে জাপানে।

'আসুন সান্।'

গাড়ীর দরজা খুলে সাদর অভ্যর্থনা জানাল ড্রাইভার। দ্বিধা না করে চড়ে বসল রাজ পিছনের সিটে।

হোটেল আকুরা টোকিওর একেবারে কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত। লোকমান হাকিম রাজকে এই হোটেলেরই ছত্রিশ নম্বর কামরায় উঠতে বলেছিল।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে উঠে এল রাজ হোটেলের লবিতে।

রিসিপশন কাউন্টারে চারজন মেয়ে কর্মচারী বসে, দাঁড়িয়ে কাষ্টমারদের আদেশ নির্দেশ পালন করতে ব্যস্ত। চারটি মেয়েই যুবতী। সুন্দরী এবং রূপসী।

রাজ ভেবে পেল না সহসা কার শরণাপন্ন হবে। পথভ্রান্ত পথিকের মত মুখময় অসহায় ভাব ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে লবির মাঝখানে।

মিনিট খানেক কাটল তার এই ভাবেই। এমন সময় বেগুনী স্কার্ট পরা একটি যুবতীর চোখ পড়ল তার উপর। চোখাচোখি হতে হাসল মেয়েটি। মিষ্টিমধুর হাসি। আশ্বাস এবং অভয়ের হাসি।

এগিয়ে গেল রাজ।

'আমি পাকিস্তান থেকে এসেছি' রাজ বলল টাইয়ের নট্ আলগা করে, 'টোকিওতে এই প্রথম। আমি একটা কামরা ভাড়া নিতে চাই।

এমন সরল স্বীকারোক্তি কোনো বিদেশীর মুখে আর কখনও বুঝি শোনেনি মেয়েটি। সহানুভূতির ভাব ফুটে উঠল তার চেহারায়।

'আপনি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন' বলল মেয়েটি নম্র কণ্ঠে, 'আমাদের এই শহর আপনাকে আনন্দ দেবে আশাকরি। আপনি কী একা?'

'আমি একাই' রাজ বলল।

মেয়েটি একটি ছক কাটা নকশা রাখল রাজের সুমুখে। বলল—'লাল দাগ দেওয়া ঘরগুলো সব অকুপাইড—বাদ-বাকীগুলো খালি আছে। এগুলোর মধ্য থেকে আপনি যেটা ইচ্ছা বেছে নিতে পারেন,সান—?'

'আমার নাম রেজা। আলী রেজা।' রাজ বলল।

ঝুঁকে পড়ে চার্টটা দেখতে লাগল রাজ। ছত্রিশ নম্বর ঘরটার কী অবস্থা হয়েছে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। না, কোনো আশা নেই। লাল টিক্ মার্ক দেওয়া রয়েছে ছত্রিশ নম্বরের চৌকো খোপের ভিতর। তার মানে, হয় ঘরটা কেউ ভাড়া নিয়েছে অথবা রিজার্ভ করা আছে। পাশের সাঁইত্রিশ নম্বরটাও অকুপায়েড। আটত্রিশ নম্বরটা খালি আছে অবশ্য। তর্জনী দিয়ে আটত্রিশ নম্বর দেখাল রাজ মেয়েটিকে। বলল—

'এটা পেতে পারি আমি?'

'ওহ্, নিশ্চয়ই!'

বলল মেয়েটি।

'অসংখ্য ধন্যবাদ' চারদিনের এ্যাডভ্যান্স চার্জ অর্থাৎ

তিনশ পঞ্চাশ ইয়েন মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে চাবি নিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে যাবার আগে বলল রাজ, 'আপনার সাহায্যের কথা মনে থাকবে আমার।'

'এই তো আমার কাজ' বলল মেয়েটি, 'যে কোনো প্রয়োজনে স্মরণ করতে ভুলবেন না দয়া করে!'

'যে কোনো প্রয়োজনে!' কথাটা ভেবে হাসল রাজ।

'গাইড লাগবে, স্যার? গাইড?'

চমকে তাকাল রাজ ডান পাশে। শীর্ণকায় একটি লোক। তাল পাতার সেপাই। চোখে চশমা, হাতে একটা কালো চামড়ার ফোলিও ব্যাগ। জুল জুলে চোখে তাকিয়ে আছে রাজের পানেই।

রাতে আর বেরোয়নি রাজ কোথাও। খোঁজ নিয়েছিল একবার ছত্রিশ নম্বর রুমে কে আছে। কেউ নেই। খালি পড়ে আছে কামরাটা। অবশ্য, রিজার্ভড। সকাল বেলা ব্রেকফাষ্ট সেরে লিফটে চড়ে নীচে নেমে শহরটা একবার ঘুরে ফিরে দেখবে মনস্থ করেছিল। ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে রোড ম্যাপ সংগ্রহ করেছিল টোকিও শহরের। সেটাই পথ প্রদর্শকের কাজ করবে। মাঝখান থেকে হঠাৎ এই গাইড ভদ্রলোকের আবির্ভাব ঘটেছে।

'বান্দার উপর আপনি নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারেন,

রেজা-সান! টোকিওর রাস্তাঘাট, প্রতিটি অলিগলি, বার, রেস্তোরা, হাউস অব জয়—আমার নখদর্পণে। কোনো অসুবিধা হবে না আপনার।'

ভুরু কোঁচকাল রাজ। তার নাম জানল কোত্থেকে লোকটা?

'আমার নাম জানলে কেমন করে তুমি?'

হাসল লোকটা। বিনয়ের অবতার যেন।

'মোসিমার কাছ থেকে জেনেছি আপনার নাম।' আড়-চোখে তাকাল লোকটা রিসিপশন কাউন্টারের দিকে, 'আমার বোন মোসিনা।'

কাউন্টারের দিকে তাকাতে গতকালকের সেই মেয়েটির সঙ্গে নেত্রবিনিময় হল রাজের। মোসিমাই বটে।

'টোকিও শহরকে যা তা মনে করবেননা স্যার। দেরকোটি লোক বাস করে এই শহরে। সমগ্র সুইডেনের লোক-সংখ্যাও এর চাইতে কম! প্রায় সাড়ে আট হাজার সেতু আছে এই শহরে। পৃথিবীর আর কোথাও এত সেতু নেই। দৈনিক ছ'শর বেশী ক্রাইম অনুষ্ঠিত হয় এই শহরে। এই শহরে.....'

বলেই চলেছে লোকটা। বিরক্তিকর। একটা সিগারেট ধরাল রাজ। বলল,—

'নাম কি তোমার?'

'নোগুচি, স্যার।, হাত কচলে বলল লোকটা ফোলিও ব্যাগটা বগল দাবা করে, 'কোথায় যাবেন স্যার? আসাকুসা মন্দির? কাবুকী থিয়েটার? কিন্তু সে তো এখন বন্ধ—তা

যাই হোক—'

'আমি একটা এয়ার ক্র্যাফট ভাড়া করতে চাই,' রাজ বলল, 'কোথায় পাওয়া যেতে পারে?'

'এয়ার ক্র্যাফট—এরোপ্লেন? এরোপ্লেন নিয়ে কি করবেন স্যার? আকাশ থেকে শহরটা দেখতে চান বুঝি? তা খুব ভাল হবে। আমিও দেখিনি কোনোদিন ওপর থেকে কেমন দেখায় আমাদের এই শহরটাকে। আপনার দয়ায়...'

'তা বললে না তো উড়োজাহাজ কোথায় ভাড়া পাওয়া যায়?'

'ভাববেন না স্যার আপনি। চলুন না এখনই নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। বেশী দূরেও নয় জায়গাটা। ক্যামুগা ডোরি ধরে মিনিট পাঁচেক এগোলেই ক্যাকমাওয়ের অফিস। ওখানে হরেক জাতের এয়ারক্র্যাফট পাওয়া যায়। কোনো অসুবিধা হবে না আপনার—তাহলে গাড়ী ঠিক করে ফেলি একটা।'

'ঠিক আছে,' ঘাড় নেড়ে বলল রাজ, 'আন গাড়ী।'

ক্যাকমাও! চমকে উঠল রাজ। এই ক্যাকমাওয়ের কথাই না বলেছিল লোকমান হাকিম! তবে কি এ সবকিছুই পূর্ব পরিকল্পিত। কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? সে তো আগে থাকতে না ভেবেই উড়োজাহাজ ভাড়া করার কথাটা বলেছে। তবে? দেখাই যাক না কী হয় শেষ পর্যন্ত।

ক্যাকমাও এয়ার ওয়েজ সার্ভিসের অফিসটা শহর টোকিওর একেবারে শেষ প্রান্তে। কাঁচ, সিমেন্ট এবং ইস্পাতের তৈরী অফিস বিল্ডিংটার পিছনেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর—কংক্রিট মোড়া। একপাশে দুটো হ্যাঙ্গার। হ্যাঙ্গারের ভিতরে এবং বাইরে নানা সাইজের এয়ার ক্র্যাফট রাখা। ছোটোখাটো কন্ট্রোল টাওয়ারও রয়েছে একটা।

নোগুচি পরিচয় করিয়ে দিল রাজের সংগে ক্যাকমাও-এর। বেঁটে লোকটা, কানে ইয়ার ফোন লাগান, মুখে হাসিটি লেগেই আছে।

'কোন ধরণের এয়ার ক্র্যাফট দরকার?' জিজ্ঞেস করল ক্যাকমাও রাজের পানে তাকিয়ে। 'আমার এখানে আপনি সব টাইপের সিঙ্গল ইঞ্জিন এয়ারক্র্যাফটই পাবেন। টাইগার মথ, ফেরারী, সেশেনা, সিকোরসস্কি—কোনটা চাই আপনার?'

'হেলিকপ্টার কি আছে আপনার কাছে?'

'জাপানী হেনেসি আর আমেরিকান ব্রু ষ্টার।'

'কোনটা বেশী নির্ভরযোগ্য?' জিজ্ঞেস করল রাজ।

'দুটোই, সানরেজা।' উত্তর দিল ক্যাকামাও, 'রেকর্ড দেখবেন?'

'দেখান, যদি আপত্তি না থাকে।'

'আপত্তি আবার কিসের?'

প্লাষ্টিকের কভার মোড়া একটা ফাইল বের করে রাজের সামনে মেলে ধরল ক্যাকমাও।

ঝুঁকে পড়ল রাজ রেকর্ড ফাইলটার ওপর। সে যে

একজন সত্যিকার কাষ্টমার সে কথাটা বোঝাতে হবে তো ক্যাকমাওকে।

গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছিল রাজ ফাইলটা। এ পর্যন্ত কত ঘণ্টা করে ফ্লাই করেছে বল্টারগুলো, কোন ধরণের ইঞ্জিন ট্রাবল এ পর্যন্ত-লক্ষ্য করা গেছে, এমার্জেন্সী ল্যাণ্ডিং-এর প্রয়োজন হয়েছে কি না—এই সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা আছে ফাইলটায়।

রাজ যখন একান্ত মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত তার পাশে বসে থাকা নোগুচি তখন উঠে দাঁড়িয়েছিল চেয়ার ছেড়ে ফোলিও ব্যাগটা শুদ্ধ। ঠোঁট সূচলো করে শিস্ দিচ্ছিল নোগুচি। রাজ ভাবছিল কাষ্টমার পাওয়ার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে লোকটা। শিস্ দিচ্ছে তাই। কিন্তু চোখ তুলে একবার তাকালেই নোগুচির আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে দেরী হতো না তার। কিন্তু···।

শিস্ দিতে দিতে রাজের পিছনে এসে দাঁড়াল নোগুচি। তারপর ডানদিকের বগলে রাখা ফোলিও ব্যাগটার মুখ খুলে চুরুটের মত দেখতে একটা ফাঁপা নল বের করে মুখে পুরে দাঁড়াল।

রেকর্ড পরীক্ষা শেষ করে রাজ সামনে উপবিষ্ট ক্যাক-মাওয়ের দিকে তাকাল। একি! লোকটা তার পিছনে কি দেখছে অমন হাঁ করে। তাহলে কী?

ঘুরে তাকাতে গেল রাজ পিছন দিকে। পারল না। তার আগেই ফাঁপা নলে ফুঁ দিয়েছে নোগুচি। পালক লাগান একটা লোহার তৈরী সূচিমুখ বস্তু এসে লাগল রাজের কাঁধের উপর। জ্ঞান হারাল সে কিছু বুঝে ওঠবার আগেই।

ষোল

'এই যে, জনাব বীরপুরুষ ক্যাপ্টেন রাজ—কেমন বোধ করছেন এখন ?' মাথাটা ভার হয়ে আছে। চোখের পাতা দুটো যেন আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে কেউ। ডান কাঁধের মাংশপেশীতে অসহ্য ব্যথা। ক্লান্ত ক্লান্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। তবু ভারী চোখ দুটো তুলে তাকাল তার সামনে উপবিষ্ট লোকটার পানে।

'তুমি—নোগুচি ?' একটুও চমক ফুটে উঠল না রাজের গলায়, 'তা খেল তো ভালই দেখালে। অবশ্য দোষ আমারই। তোমার মত শকুন চেহারার লোক কখনও ভাল হতে পারে না। বোঝা উচিত ছিল আমার।'

ষ্টেনলেস ষ্টিলের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপারে বসে রয়েছিল নোগুচি। তার একপাশে লোকমান হাকিম। আর এক পাশে ফউজিয়া।

রাজের বাংলা কথা শুনে প্রশ্নমনস্ক দৃষ্টিতে তাকাল নোগুচি ফউজিয়ার পানে। ফউজিয়া ইংরেজীতে অনুবাদ করে

শোনাল রাজের বক্তব্য নোগুচিকে।

আশ্চর্য, একটুও উত্তেজনা প্রকাশ পেল না নোগুচির চেহারায়। সে বলল, ইংরেজীতে—

'ওহে মুষিকপ্রবর, তোমার মত ছোকরা এজেন্ট আমি অনেক দেখেছি। গ্রেহাউণ্ডের আসল পরিচয় তোমার জানা ছিল না বলেই দুঃসাহস দেখাবার সাহস হয়েছিল তোমার। কিন্তু, সব নদী যেমন শেষ পর্যন্ত সাগরে গিয়েই মিশে, তেমনি গ্রেহাউণ্ডের সব শত্রুকেই শেষ পর্যন্ত আমার এই ডেরায় এসে মরতে হয়। আমার হাত থেকে রেহাই নেই কারো।'

'বক্তৃতার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতে পারছি না' রাজ উত্তর দিল ইংরেজীতে, 'কেন না তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে আমার কাছে গোপন ওয়ারলেস ট্রান্সমিটার আছে একটা। ট্রাউজারের বেল্টের সংগে ফিট করা। খবর পাঠিয়েছি আমি ওয়ারলেসের সাহায্যে টোকিও পুলিশের হেডকোয়ার্টারে। খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না তোমাকে!'

রাজের কথা শুনে নোগুচির চোয়াল ভাঙা মুখে কুৎসিত হাসি ফুটে উঠলো একটুকরো। তাকাল সে লোকমান হাকিমের পানে।

'রাজ, তুমি মুর্খ—না, না—ভুল হলো আমার। তোমাকে মুর্খ বললে মুর্খকেও অপমান করা হয়।' বলল লোকমান হাকিম, 'তুমি হচ্ছ গাড়োল একটি—নির্বোধ। যে ওয়ারলেসের কথা বলছ তুমি সেটা ঢাকায় থাকতেই খুলে নিয়ে-

ছিলাম আমি। সেটা খুলে তার জায়গায় অটোমেটিক ট্রান্সমিটার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল তুমি যখন ঘুমিয়েছিলে। তুমি যেখানেই যাও না কেন, আমরা তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল হতে দিই নি। ওই অটোমেটিক ট্রান্সমিটারটাই তোমাকে পাহারা দিয়েছে সর্বক্ষণ আমাদের হয়ে। তোমার ছদ্মবেশ ভেদ করতেও তাই আমাদের বিশেষ অসুবিধা পোহাতে হয়নি। বুঝেছ তো এখন—কাদের পাল্লায় পড়েছ তুমি ?'

বাক্ হারা হয়ে গেল রাজ। বলে কি লোকমান হাকিম! এত প্যাঁচ জানে এরা!

'তা আমাকে নিয়ে এখন কি করবে ভেবেছ তোমরা ?'

জিজ্ঞেস করল রাজ লোকমানের পানে তাকিয়ে।

'গ্রেহাউণ্ডের যা ইচ্ছা হবে তাই করবেন' লোকমান তাকাল নোগুচির পানে, 'ওনার ইচ্ছাই এখানে সব।'

নোগুচি ফউজিয়ার সংগে কি যেন আলাপ করছিল। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে সে বলল, 'ফউজিয়া বলছে ভোগেলের সংগে তোমার প্রথম দিনের লড়াইটা নাকি নিয়ম মত অনুষ্ঠিত হয় নি। তুমি নাকি অন্যায়ভাবে ঘায়েল করেছিলে ভোগেলকে। আমি চাই আজ আবার লড়াইটা হোক। রাজী আছ তুমি ?'

'তারপর ?'

'তারপর তুমি যদি জিতে যাও তাহলে আমরা ভেবে চিন্তে ঠিক করব তোমাকে নতুন কোন মিশনে পাঠান যায়।'

তাকাল রাজ ফউজিয়ার পানে। তার পানেই তাকিয়ে আছে সে। হাসছে ফউজিয়া। দুগালে টোল পড়েছে তার সামান্য। চোখের তারা দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাঁপছে যেন পাতা দুটো। এ হাসির অর্থ উদ্ধার করতে পারল না রাজ। দুর্বোধ্য হাসি।

সতর

এরিনার চেহারা দুজায়গাতেই এক। সেই লোহার রেলিং ঘেরা চৌকো জায়গা। মাথার উপর শক্তিশালী বাল্ব জ্বলছে। আলোয় আলোময় হয়ে আছে জায়গাটা। এক-টাই শুধু তফাৎ। এরিনার বাইরে চেয়ার রাখা কয়েকটা।

ষ্টিলের চেয়ারগুলোতে বসেছে এসে লোকমান হাকিম, তার পাশে নোগুচি, নোগুচির পাশে ফউজিয়া।

ওদের পিছনে তিনজন গার্ড। তিনজনের হাতেই ষ্টেন-গ্যান এক একটা। ভাবলেশহীন চোখে গার্ড তিনজন তাকিয়ে আছে রাজের পা ন।

এরিনার ভিতরে বাঘনখ, লোহার রড, চাবুক, গোটা-কয়েক লোহার চেয়ার, ড্যাম্বেল একটা, ইত্যাদি রাখা। রাজ বুঝল ঢাকার মত এখানেও সেই ফ্রি ফর অল ফাইট হবে।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে ভোগেল পিছন ফিরে। রাজ শুধু তার লোমশ পিঠ আর থামের মত ভারী মোটা পা দুটো

দেখতে পাচ্ছে। নোগুচির ইশারার অপেক্ষায় আছে ভোগেল। নোগুচি ইশারা করলেই আক্রমণ করবে সে। হাতের কাছে যা পাবে সেটাই ছুঁড়ে মারবে।

নোগুচি মুখ দিয়ে বিশেষ একটা শব্দ করতেই বিদ্যুৎ-বেগে ঘুরে দাঁড়াল ভোগেল। আঁতকে উঠল রাজ। কি বিৎভস দেখাচ্ছে ভোগেলের থেতলে যাওয়া বাংগীর মত মুখটা। চোখ দুটো জ্বলছে তার আগুনের ভাঁটার মত। পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নেবে বলে অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

একটা লোহার চেয়ার ছুঁড়ে মারল রাজ ভোগেলকে এগোতে দেখে। কুটোর মত সেটা বাম হাতে এক পাশে ছুঁড়ে দিয়ে সামনে এগোতে লাগল ভোগেল। ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল রাজের। আজ আর ভোগেল তাকে খেলিয়ে মারতে রাজী নয়। প্রথম সুযোগেই রাজকে খতম করে দেবে সে।

বিশাল হাত দুটো সামনে মেলে ধরে বুক চিতিয়ে এগিয়ে আসছে ভোগেল। ভারী পায়ের আওয়াজ উঠছে থপ থপ। কি করবে না করবে ভেবে না পেয়ে পায়ের কাছে পড়ে থাকা লোহার রডটা তুলে নিল রাজ ক্ষিপ্র হাতে। গজ খানেক লম্বা রডটা। ইঞ্চিখানেক মোটা হবে। ভোগেল কাছাকাছি আসতেই দুহাতে রডটা তুলে তার মাথা বরাবর আঘাত করল রাজ। পারল না। মাঝপথেই শূন্যে খপ করে রডটা ধরে ফেলল ভোগেল। তারপর এক ঝটকায় সেটা কেড়ে নিল রাজের মুঠো থেকে। মনে মনে মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে

পেল রাজ। ওই রডের একটা আঘাত মাথার চাঁদিতে লাগলে মরতে হবে নির্ঘাত। কিন্তু ভোগেল মারল না রড় দিয়ে। রাজের হাত থেকে রডটা ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিল সে এরিনার বাইরে। তারপর লম্বা ছুটি হাত প্রসারিত করে রাজের চুলের গোছা ধরে তাকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ধরল। যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল রাজের। মাথার খুলি উপরে যাবে এমন ভয় করতে লাগল তার।

চুলের গোছা ধরে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত রাজকে দোলাতে লাগল ভোগেল। হাত-পা ছুঁড়ে যথাসম্ভব প্রতিরোধ করতে চাইল রাজ। কিন্তু বৃথাই। অমন পাহাড়প্রমাণ চেহারার একটা দৈত্যের সঙ্গে পারবে কেমন করে সে।

মিনিটখানেক শূন্যে আন্দোলিত করার পর 'হাক্' শব্দ করে রাজের শরীরটা ছুঁড়ে এরিনার এককোণে ফেলে দিল ভোগেল। আগে থাকতেই ভার হয়েছিল মাথা। আকস্মিক এই আঘাত তাকে প্রায় অচেতন করে দিল যেন। মৃত্যুমুখী মানুষ সামান্য খড়কুটো ধরে হলেও বাঁচতে চায়। রাজও বেঁচে থাকবার প্রেরণায় অতি কষ্টে চোখের সামনে ঘনিয়ে ওঠা ঝাপসা পর্দাটা কাটাবার চেষ্টা করতে লাগল।

চোখ মেলতে জংলী হাতীর মত ভোগেলকে তার পানে ছুটে আসছে দেখতে পেল রাজ। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে।

পারল না। আতংক এবং ভয়ে চলৎশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে সে।

রনি
@roni060007

থপ্-থপ্-থপ্

এগিয়ে আসছে ভাগেল দ্রুত।

চোখ বন্ধ করে ফেলল রাজ।

ঠা—ঠা—ঠা.....

গুলির আওয়াজ। সংগে সংগে মেয়েলি কণ্ঠের চিৎকার।

'রা—আ---আ---জ!'

চোখ মেলতে রাজ চারপাশে ঘনঘোর অন্ধকার দেখতে পেল। মাথার উপর জ্বলতে থাকা শক্তিশালী বাল্ব দুটো ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে কে যেন।

ঠা—ঠা—ঠা...

আবার শোনা গেল গুলির আওয়াজ।

'আ...হ্!

কাতরানি শোনা গেল পুরুষ কণ্ঠের।

গড়িয়ে এক পাশে সরে এল রাজ। তারপর আন্দাজে এগিয়ে গেল দরজার পানে টলতে টলতে।

কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে

'হল্ট!'

মেয়েলি কণ্ঠে কে যেন আদেশ দিল শিড় দাঁড়ার উপর রিভলভারের নল ঠেকিয়ে।

'ফউজিয়া! আমি।'

রাজ বলল।

'দাঁড়াও—' চাপা কণ্ঠে আদেশ দিল ফউজিয়া।

'পারছি না আমি।'

'ধর, আমার হাত ধর।'

পাঁচ আঙুলে আঁকড়ে ধরল ফউজিয়া রাজের একটা হাত

আধ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল ওরা এরিনার বাইরে বাইরে গলির গোলকধাঁধাঁ।

'এখন কি হবে?'

রাজ শুধোল ফউজিয়ার পানে তাকিয়ে। হাঁপাচ্ছে সে ক্লান্তিতে।

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না,' ফউজিয়া বলল, 'তুমি এস আমার সংগে।'

ডান দিকে বাঁক নিয়ে অপরিসর একটা গলি ধরে ছুটতে শুরু করল ওরা।

ঝন্ ঝন্ করে ডিসট্রেস সিগন্যাল বেজে উঠল এমন সময়

এই শেষ, রাজ ভাবল, বেরুতে পারা যাবে না আর এখান থেকে। নির্ঘাত মৃত্যু লেখা আছে কপালে।

'আর কোনো লাভ নেই চেষ্টা করে' বলল রাজ, 'কপাল আমাদের।'

'অযথা ভয় পাচ্ছ তুমি,' ফউজিয়া বলল, 'এরিনাতে আসবার আগে আমি টোকিও পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এমার্জেন্সী মেসেজ পাঠিয়েছিলাম। তারা হয়ত এসে পৌচেছে এতক্ষণে। সে জন্যেই ডিসট্রেস সিগন্যাল বাজছে।'

'কি হবে এখন ?'

'পালাতে হবে—বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'তুমি যাও তাহলে,' রাজ বলল আত্মসমর্পণের কণ্ঠে, 'আমি পারবো না আর এক পা-ও এগুতে।'

ঝন্ ঝন্ আওয়াজটা থেমে গেল এমন সময়। নিভে গেল সংগে সংগে সব আলো।

'মানে ?'

রাজ শুধোল ফউজিয়ার পানে তাকিয়ে।

'সর্বনাশ !' হতাশা ফুটে উঠল ফউজিয়ার কণ্ঠে, 'নোগুচি হয়ত বাইরের রাস্তা বন্ধ করে দেবার জন্য ডিনামাইট ফাটাতে শুরু করেছে। তবু শেষ চেষ্টা করতে হবে আমাদের—এস আমার সংগে !'

আরও পনর-বিশ সেকেণ্ড চলবার পর বন্ধ একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ইস্পাতের পাতের তৈরী ইন্স্যুলেটেড দরজা। বোতাম টিপে খুলতে ও বন্ধ করতে হয়। রাজ দাঁড়াল দেয়ালে হেলান দিয়ে। ফউজিয়া খুঁজতে লাগল বোতামটা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে।

'হারামজাদীকে গুলি করে মারব আমি কুকুরের মত !' লোকমান হাকিমের গলা।

'মাথা গরম করো না, লোকমান। শয়তান রাজটাকে ধরতে হবে—ভুলো না কথাটা।'

নোগুচির গলা। একটুও বিচলিত হয়নি সে। গজ দশেক

...া, রাজ আন্দাজ করল।

'দরজা খুলব কেমন করে, রাজ! কাঁদ কাঁদ গলা বলল ফউজিয়া, 'বোতামটা খুঁজে পাচ্ছি না যে।'

'ফউজিয়া! ... —কোথায় তুই?'

সিংহনাদের মত শোনাল লোকমান হাকিমের কণ্ঠস্বর ফউজিয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে ...

'পারলাম না আমি, রাজ!' কোনোমতে বলল ফউজিয়া মৃত্যুভয়ে সিঁটিয়ে গেছে সে।

এমন সময় উল্টোদিক থেকে দরজাটা খুলে গেল ঝ করে। এক ঝলক আলো এসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে ওদের মুখে

'বসে পড় ফউজিয়া!'

চিৎকার করে উঠল রাজ।

সংগে সংগে এক ঝাঁক গুলি ওদের মাথার উপর দি উড়ে গেল। আবার পাল্টা গুলি ছুঁড়ল কেউ বাইরে থেকে মিনিট পাঁচেক চলল এই রকম গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি।

'আর কোনো ভয় নেই মিঃ রাজ' নারী কণ্ঠের ডাক শু মুখ তুলে তাকাল রাজ, 'উঠে পড়ুন। গ্রেহাউণ্ডের দ ভেগেছে গোপন পথে। খুব বেঁচে গেছেন এ যাত্রা।'

অবাক চোখে তাকাল রাজ মেয়েটির পানে। মোসিমা হোটেল আকুরার সেই রিসিপশনিষ্ট মেয়েটা।

'আপনি?'

'হ্যাঁ—মোসিমা।' বলল মেয়েটি নম্র হেসে, 'মেজ রাশেদ চৌধুরী আমাদেরকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন আপনা

উপর নজর রাখতে। আমরা মাঝখানে কিছু [illegible] থেকে আপনাকে হারিয়ে ফেলছিলাম—কিন্তু খু[illegible] বেশী [illegible] নয়—কি বলেন ?'

উত্তরে ঘাড় দোলায় রাজ। তাকা[illegible] এদিক-ওদিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে। তারপর বলল—

'ফউজিয়া কোথায় [illegible] ফউজিয়া ?'

'অভাগীকে নিয়ে গেছে শয়তান নোগুচি তার সাথে।'

'কোথায় ? কোথায় নিয়ে গেছে নোগুচি ফউজিয়াকে ?' হাহাকার করে উঠল রাজ।

'তা বলতে পারব না আমি ক্যাপ্টেন রাজ! মোসিমা বলল, 'তবে, ফায়ার এক্সচেঞ্জের সময় কোনো ফাঁকে ফউজিয়াকে নিয়ে গুপ্ত পথে উধাও হয়েছে নোগুচি—এটুকু আপনাকে জানাতে পারি।'

'কিন্তু ওকে যে আমার, উদ্ধার করতেই হবে' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রাজ, 'নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল ফউজিয়া !'

'আপনি সুস্থ হয়ে নিন আগে,' মোসিমা একটা [illegible] রাখল রাজের কাঁধে, 'তারপর নোগুচিকে......'

কিন্তু মোসিমোর সব কথা শুনতে পেল না রাজ। তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে মাটির উপর।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

এই সিরিজের পরবর্তী রহস্যোপন্যাস

অভিশপ্ত (যন্ত্রস্থ)